কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালফে সালেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে

ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান
ও
এ সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন

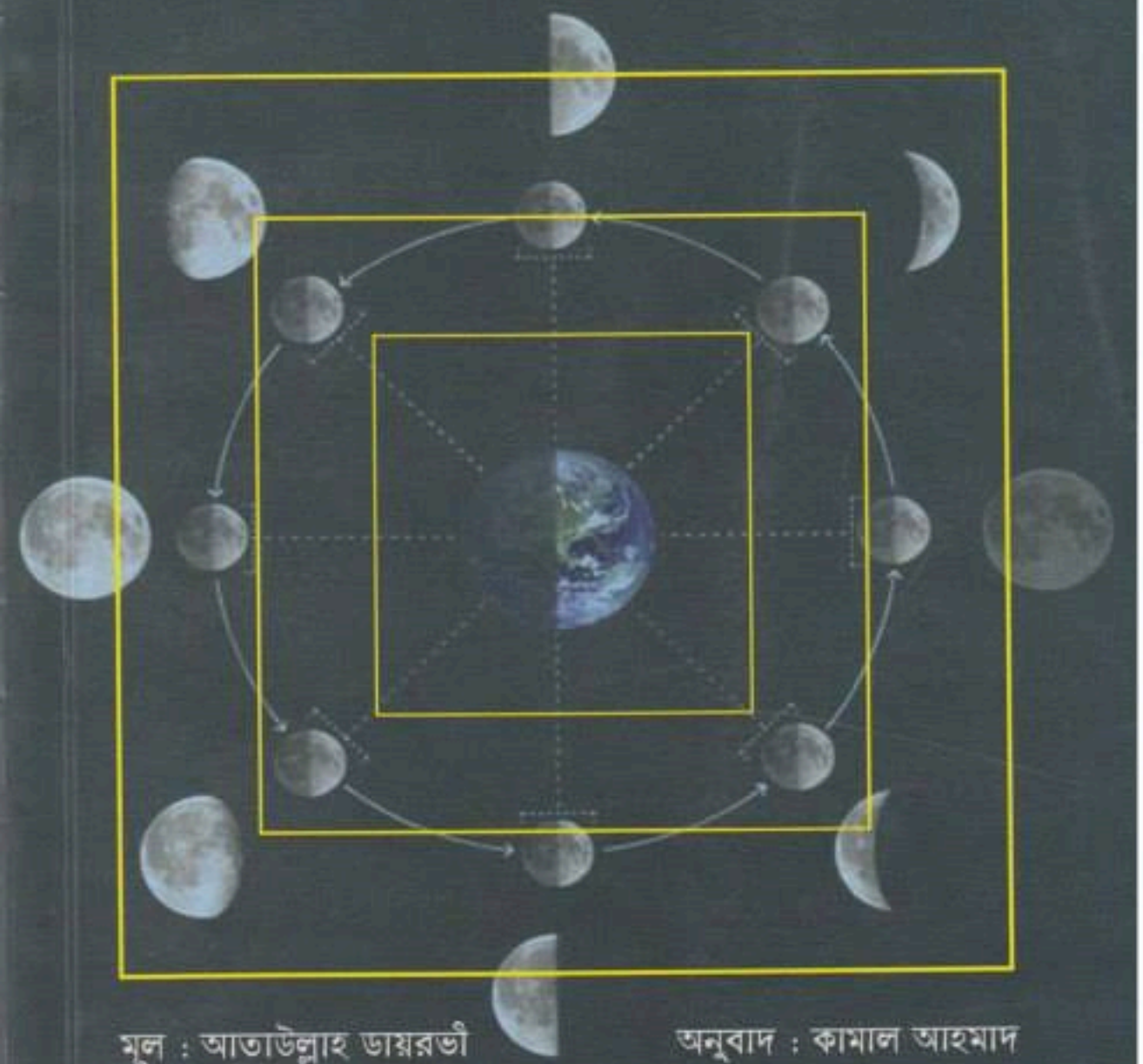

মূল : আতাউল্লাহ ডায়রভী

অনুবাদ : কামাল আহমাদ

তাহক্বীক্ব / বিশ্লেষণ :

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ), হাফিয ইবনে ক্বাইয়েম (রহ), ইমাম শওকানী (রহ), ইমাম সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ), ইমাম সাবূনী (রহ), ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ), শায়েখ ইবনে বায (রহ), শায়েখ সালেহ আল-উসায়মীন (রহ), বিভিন্ন মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফক্বীহদের (রহ) গবেষণা এবং ড. যাকির নায়িকের বিশ্লেষণের পর্যালোচনা।

بسم الله الرحمن الرحيم

[কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালফে সালেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে]

ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান
ও
এ সম্পর্কীত বিতর্ক নিরসন

[যাদের তাহক্বীক্ব / বিশ্লেষণ উদ্ধৃত হয়েছে : ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফিয ইবনে ক্বাইয়েম, ইমাম শওকানী, ইমাম সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ইমাম সাবূনী, ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, শায়েখ ইবনে বায, শায়েখ সালেহ আল-উসায়মানী (রহ) এবং চার মাযহাবের ইমাম ও ফক্বীহদের গবেষণা। এছাড়া আছে ড. যাকির নায়িকের বিশ্লেষণের পর্যালোচনা]

মূল – আতাউল্লাহ ডায়রভী
অনুবাদ – কামাল আহমাদ

[১ম পর্ব]

নতুন চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন

মূল – আতাউল্লাহ ডায়রভী
অনুবাদ – কামাল আহমাদ

প্রকাশক ঃ
কামাল আহমাদ
পুরাতন কস্‌বা, কাজীপাড়া সম্পর্কিত
যশোর–৭৪০০।
ই-মেইল ঃ **kahmed_islam05@yahoo.com**

প্রথম প্রকাশ ঃ
জমাদিউস সানী ১৪৩২ হিজরী
জুন ২০১১ ঈসায়ী

© অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

বিনিময় ঃ ১৪০/- (এক শত চল্লিশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক.	প্রথম পর্ব : নতুন চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন -আতাউল্লাহ ডায়রভী	
১	ভূমিকা	
২	অনুবাদকের কথা	
৩	লেখক পরিচিতি	
৪	নতুন চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন	
৫	মালেকী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পর্কে বিতর্ক	
৬	শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পকে বিতর্ক	
৭	হানাফী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পর্কে বিতর্ক	
৮	ভিন্ন দৃষ্টিতে চাঁদ দর্শনের মাসআলা	
৯	‘বালাদ’ শব্দটির অর্থ নিরূপন	
১০	ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিশ্লেষণ	
১১	ইমাম ইবনে তাইমিয়া’র বিশ্লেষণ	
১২	আধুনিক জীবনে চাঁদ দেখার মাসায়েল	
১৩	সিয়াম পালনকারী ঈদের খবর পেলে কি করবে?	
১৪	চাঁদ দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল	
১৫	সার সংক্ষেপ	
খ.	ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান -কামাল আহমাদ	
১৬	মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও বিশেষভাবে হজ্জের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট চাঁদের হিসাব জরুরী	
১৭	প্রতিদিনের সময় নির্ধারণের জন্য যেভাবে সূর্যকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি সুনির্দিষ্টভাবে মাস ও বছর গণনার জন্য একটি চাঁদের হিসাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট	
১৮	হারাম বা সম্মানিত মাসগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চন্দ্র মাসের হিসাব জরুরী	
১৯	নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলেও অন্য এলাকার চাঁদ দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত হলে তার উপর ‘আমল করতে হবে। পক্ষান্তরে অন্য এলাকার চাঁদ দর্শনের খবর না পৌঁছালে বা অনেক দিন পরে পৌঁছালে নিজ ভুখন্ডের চাঁদ দেখার উপর ‘আমল করার সুযোগ আছে।	
২০	সহীহ মুসলিমের তরজমাতুল বাব (অনুচ্ছেদ) অনেককে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়	
২১	সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসের বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন	
২২	চাঁদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য মাসায়েল	
গ.	দ্বিতীয় পর্ব : নতুন চাঁদ দর্শনে মাতলার (উদয়স্থলের) পার্থক্য ভিত্তিহীন -আতাউল্লাহ ডায়রভী	
২৩	শুরুর কথা	
২৪	দুঃখজনক উপহাস	
২৫	মাতলা বনাম প্রত্যেক শহর কেন্দ্রিক চাঁদ গণনা	
২৬	ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা	
২৭	চাঁদ না দেখে কেবল মাতলার ঐক্য অনুযায়ী হুকুম পালন শরিয়াতের খেলাফ	
২৮	নতুন চাঁদ দর্শনের পর প্রচারিত চাঁদই ‘হিলাল’	
২৯	মাতলার ভিন্নতা ও বাস্তবতা	
৩০	ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটির অপপ্রয়াগ	
৩১	ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক কুরায়বের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ	
৩২	চাঁদ দেখার হাক্বীক্বী ও হুকুমী শর্তের উপর আমল	
৩৩	ইমাম ইবনে তাইমিয়া’র رحمه الله ফাতাওয়া কোনটি?	
৩৪	আল্লাহ ﷻ’র বাণী ঃ “যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে”–এর ব্যাখ্যা	
৩৫	সূর্যের স্থানীয় সময়ের সাথে চন্দ্র মাসের অযৌক্তিক তুলনা	
৩৬	ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله দেয়া উদ্ধৃতিই তাঁর মতামত নয়	
৩৭	হাওয়াই দ্বীপের (হনুলূলুর) চাঁদের খবর ও জাপানের সিয়াম পালন (টিকা)	
৩৮	মাতলার দূরত্ব	
৩৯	চাঁদের বৈজ্ঞানিক হিসাব	
৪০	সৌদি আরবের দ্বিবিধ ক্যালেন্ডার	
৪১	শরিয়াত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়	
৪২	মাতলার ভিন্নতা, ইজমা‘ ও হানাফী মাযহাব	
৪৩	মাতলা নাকি দেশের ভিন্নতা?	
৪৪	মাতলার ভিন্নতার অঞ্চল ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চার্ট	
৪৫	চাঁদ দেখার সরকারী ও বেসরকারী কমিটি গঠন	

৪৬	ভিন্ন ভিন্ন মাতলার দাবীদারদের স্ববিরোধী আমল	
৪৭	পূর্বের লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বে চাঁদ দেখলে করণীয়	
৪৮	ভিন্ন জাতির অনুসরণের অপবাদ	
৪৯	ইজমা'য়ে সাহাবার দাবী	
৫০	ঐক্যবদ্ধ চাঁদের আমলের পক্ষে দলীল না থাকার অভিযোগ	
৫১	ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীস ও ঐক্যবদ্ধ আমল	
৫২	ইবনে আব্বাস ﷺ এর মর্যাদা	
৫৩	ইবনে আব্বাস ﷺ এর উক্তি ও হাদীসের কিতাবের অনুচ্ছেদের মধ্যে সমন্বয়	
৫৪	স্থানীয় ওয়াক্ত বনাম তারিখের ঐক্য	
৫৫	মুহাদ্দিসদের বুঝ বনাম প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমাম	
৫৬	হানাফী মুতাক্বাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন ইখতিলাফ	
৫৭	বিবিধ প্রশ্নোত্তর	
৫৮	নবাব সিদ্দিক হাসান খানের উক্তির বিশ্লেষণ	
৫৯	ইমাম ইবনে আব্দুল বারের رحمه الله উক্তির বিশ্লেষণ	
৬০	স্থানীয় সময় ও সিয়ামের শুরু	
৬১	লাইলাতুল ক্বদর একই দিনে	
৬২	হানাফী মাযহাব ও চাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা	
৬৩	মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের উদ্ধৃতি	
৬৪	পরিশেষ	
ঘ	পরিশিষ্টাংশ (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)	
৬৫	পরিশিষ্টাংশ – ১ ঃ সরকারীভাবে সৌদি আরব ও সিরিয়ার সিয়াম ও ঈদ পালন	
৬৬	পরিশিষ্টাংশ – ২ ঃ যারা দেরীতে চাঁদের খবর পাবে তাদের জন্য সিয়াম ও এর নিয়্যাতের বিধান	
৬৭	পরিশিষ্টাংশ – ৩ ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর বক্তব্য নিয়ে আরো পর্যালোচনা	
৬৮	শায়েখ উসয়ামীনের ফাতাওয়ার বিশ্লেষণ	
৬৯	শায়েখ ইবনে বাযের ফাতাওয়া	
ঙ	পরিশিষ্টাংশ – ৪ ঃ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার ভ্রান্তি নিরসণ	
৭০	'আহিল্লাহ' শব্দের অপব্যাখ্যা	
৭১	নবী ﷺ এর যুগে মক্কা ও মদীনার তারিখ	
৭২	সমস্ত উম্মাতের জন্য সুন্নাত হচ্ছে চাঁদ দেখা	
৭৩	প্রযুক্তি এবং ইসলাম	
৭৪	কি পরিমাণ দূরত্বের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণযোগ্য হবে?	
৭৫	সফরের সালাত সংক্ষিপ্ত করা ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? (টিকা)	
৭৬	সফরের সর্বনিম্ন দূরত্ব	
৭৭	ইমাম শওকানীর رحمه الله সিদ্ধান্তের সমালোচনা	
৭৮	ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর বক্তব্য	
৭৯	'আম' ও 'খাস' উসূলের অপপ্রয়োগ	
৮০	মুসলিম ঐক্যের দাবী?	
৮১	স্থানীয় শাসকের সাথে বিরোধ	
৮২	হানাফী মাযহাবের যাহেরী মত	
৮৩	আরাফার দিনে সিয়াম রাখা সম্পর্কে স্ববিরোধী ফাতাওয়া	
৮৪	হাজীদের জন্য আরাফার দিনে সিয়াম সম্পর্কিত হাদীসের বিশ্লেষণ	
৮৫	পরিশিষ্টাংশ – ৫ ঃ ড. যাকির নায়েকের মন্তব্যের বিশ্লেষণ	

[১ম পর্ব]

নতুন চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন

মূল – আতাউল্লাহ ডায়রভী
অনুবাদ – কামাল আহমাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفى اما بعد

তুরস্কে উসমানী খেলাফতের পতনের পর উম্মাতে মুসলিমার ঐক্যে ফাটল ধরে। ফলে মুসলিম রাজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেখানে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য স্বতন্ত্র শাসন ও (খলিফাতুল মুসলিমীনের আনুগত্য থেকে) সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসকের সৃষ্টি হয়। এসব রাষ্ট্রের প্রতিটি কার্যকলাপ তথা প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ ও ধর্মীয় বিধান প্রতিটি ক্ষেত্রই আভ্যন্তরীণ ও নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় চলতে থাকে। এরই সাথে সাথে বিভিন্ন চক্রান্তে মুসলিমরা স্বাধীনতা ও স্বশাসনের মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আই, এম, এফ, ও বিশ্ব ব্যাংকের গোলামে পরিণত হয়। উৎকৃষ্ট খনিজ সম্পদকে কয়েকটি সংস্থার কাছে সোপর্দ করে মুসলিম বিশ্বকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে চরম বেওকুফে পরিণত হয়। এমনকি ইসলামী সংস্কৃতি ও ইবাদাতের ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধভাবে পালনীয় বিষয়গুলোকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ম্লান হয়ে গেছে, অথচ আমরা সেগুলো নিকটবর্তী উসমানী খেলাফতের আমলেও ঐক্যবদ্ধভাবেই পালন করতে দেখেছি।

ইসলামে ইবাদাত ও ইবাদাতের সাথে সম্পর্কীত মাসায়েল পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ সমস্ত মাসায়েলের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল হল – ইবাদাতের সময় নির্ধারণ। যেমন ইসলামের প্রধানতম আরকানের অন্যতম প্রধান চারটি তথা সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত যথাযথ ভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। এই সময়গুলোর কোনটির সাথে সূর্যের সম্পর্ক এবং কোনটির সাথে চাঁদের সম্পর্ক। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব থেকে উদিত হয়, পক্ষান্তরে চাঁদ প্রতি মাসে একবার পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। যেভাবে সালাতের ওয়াক্ত এবং সিয়ামের সাহারী ও ইফতারের সম্পর্ক সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময়কে কেন্দ্র করে, তেমনি রমাযানের শুরু ও শেষ, হজ্জের দিন নির্ধারণ, দুই ঈদ ও হারাম মাসগুলো নির্ধারণ প্রভৃতির সম্পর্ক চাঁদের উদয়ের সাথে। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উদিত চাঁদকে পারিভাষিক ভাবে হিলাল বলা হয়। উল্লেখ্য যে, হিলাল অর্থ চাঁদ নয়। বরং হিলাল অর্থ – কোন কিছু প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃতজীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেসব জিনিস যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য যে লোক নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ গফুর (ক্ষমাশীল) ও রহীম (অত্যন্ত দয়ালু)।"[১]

আমাদের অধিকাংশ অনুবাদকই "**اهل**" অর্থ - যবেহ করেছেন। অথচ যবেহ স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র আরবী (**ذبحيه**) শব্দ, যা "**اهل**" শব্দটির পরিপূরক নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, আরবের মুশরিকরা সাধারণভাবে গায়রুল্লাহ'র নামে যবেহ করত। আর এ কারণে অধিকাংশ মুফাসসিরই "**اهل**" এর অর্থ যবেহ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে**اهل** শব্দটি ঐ সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – যা কেবল আল্লাহর নামেই নয়, বরং অন্য কারো সাথেও সম্পৃক্ত বলে প্রসিদ্ধ। এ প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে ব্যবহৃত 'চাঁদ দেখা কমিটি' পরিভাষাটি সঠিক নয়। তথাপি এই পরিভাষাটি বহুল ব্যবহৃত হওয়ায় আমরাও তা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি – যেন সাধারণ লোকরা বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রেই নিজস্ব চাঁদ দেখা কমিটি আছে। তারা প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে বৈঠক করে থাকে। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ চাঁদ দেখে বা দেশের কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখার খবরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নতুন মাসের ঘোষণা দেয়। কিন্তু এই চাঁদ দেখা কমিটির সদস্যরা অন্য দেশের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণ করেন না, এমনকি নিজের দেশে সেটা কার্যকর মনেও করেন না। অথচ দেশগুলোর এই বিভক্তি ও সীমানা সুস্পষ্ট ভাবে অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন। কেননা ইখতিলাফে মাতালে বা চাঁদের উদয়স্থলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে পার্থক্য থাকার দোহাই দিয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ চাঁদ দর্শনের যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর। চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে হলে এটা জানা জরুরি যে, ভৌগলিক ভাবে ভূ–পৃষ্ঠকে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভূপৃষ্ঠের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের কাল্পনিক রেখাকে অক্ষরেখা এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকের কাল্পনিক রেখাকে দ্রাঘিমা রেখা বলে। যারা একক মাতলা বা চাঁদের উদয় স্থলের মোকাবেলায় অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন মাতলার পক্ষপাতী, তাদের দৃষ্টিতে ভূ–পৃষ্ঠের ঐ সমস্ত এলাকা যা একই দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে গণ্য ঐ এলাকাগুলোর এক স্থানের চাঁদ দর্শন অন্য স্থানের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। যেমন – সউদী আরব, কুয়েত, ইরাক, জর্দান ও তুর্কী প্রভৃতি দেশ একই দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। এতদ্বসত্ত্বেও একে অপরের চাঁদ দর্শনের ওপর নির্ভর করে না। বরং নিজ নিজ এলাকার চাঁদ দর্শনকেই গ্রহণ করে থাকে। অথচ সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলো যাদের দ্রাঘিমা রেখা সউদী আরব থেকে কিছুটা ভিন্ন – তারা সউদী আরবের চাঁদ দেখার ওপরই নির্ভর করে। এ কারণে আকাশবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও দক্ষিণ আমেরিকার শূরা কাউন্সিল সদস্য সাইয়েদ খালিদ শওকত নিজের ইন্টারনেট ওয়েব সাইট www.moonsighting.com এ লিখেছেন:

"এই মুহূর্তে সউদী আরবসহ সমস্ত বিশ্বে একক মাতলা (চাঁদের উদয়স্থল) কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মাতলা কোনটির উপরই আমল নেই। যদি একক মাতলার উপর আমল করা হয় তবে আমেরিকা, ভারত, ইয়ামান, নাইজেরিয়া, ফিযী প্রভৃতির তারিখ একই হতে হবে, অথচ তা হচ্ছে না। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন মাতলার উপরই আমল করে, তবে সে ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সীমা নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যা এক দেশ থেকে অপর দেশকে (চাঁদ দর্শন বা হিজরী তারিখ গণনার ক্ষেত্রে) পৃথক করে।"

সাইয়েদ খালিদ শওকত একক মাতলা তথা সমগ্র বিশ্বে একক ইসলামী তারিখের প্রচলনকে অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। এর পরিবর্তে মালায়েশিয়ার বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইলিয়াসের সূত্রে তিনটি ভৌগলিক অঞ্চল ভিত্তিক হিজরী ক্যালেন্ডার বা তিন স্তর ভিত্তিক পঞ্জিকার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাবে বিজ্ঞান ও মহাকাশবিদ্যার দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বকে তিনটি ভাগে বা স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

এর প্রথম ভাগটি হল – বৃহত্তর দক্ষিণ ও বৃহত্তর উত্তর আমেররিকা – যেখানে সর্বপ্রথম চাঁদ দেখা যায়।

দ্বিতীয় ভাগটি হল – বৃহত্তর ইউরোপ, বৃহত্তর আফ্রিকা, বৃহত্তর এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল যার মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা গণ্য। অর্থাৎ কেবল বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ছাড়া প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বই এর মধ্যে গণ্য।

তৃতীয় ভাগটি হল – বৃহত্তর এশিয়ার পূর্বাঞ্চল, বৃহত্তর অষ্ট্রেলিয়া ও অবশিষ্ট অঞ্চল।

বিশ্বের অঞ্চল ভিত্তিক এই তিনটি ভৌগলিক বিভক্তি হিজরী ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মাতলা (উদয়স্থল) ও একক মাতলার মধ্যে এভাবে সমন্বয় করে যে,

[১] সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৭৩ আয়াত।

উক্ত ভৌগলিক কোন একটি অঞ্চলের মুসলিমের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য ঐ ভৌগলিক অঞ্চলের সমস্ত মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য। এই তিনটি অঞ্চল ভিত্তিক ভৌগলিক বিভক্তির ক্যালেন্ডারের ভিত্তি আকাশবিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হল, যেভাবে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একটি গোলাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, তেমনি চাঁদও পৃথিবীর চারপাশে একটি গোলাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে এক বছরে তার পরিভ্রমণ পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে এক মাসে তার পরিভ্রমণ পূর্ণ করে। যখন চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে তার পরিভ্রমণ পূর্ণ করে তখন তার শেষাবস্থা সূর্যের অবস্থানে থাকে। চাঁদ ও পৃথিবী একই রেখায় অবস্থান করে কিন্তু একই সমান্তরালে থাকে না। কেননা, যদি একই সমান্তরালে থাকে তবে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। যখন কেবল একই রেখায় আগে পিছে থাকে সেক্ষেত্রে চাঁদের ওপর পতিত সূর্যের আলোর কোন অংশই পৃথিবীতে পৌঁছে না। ফলে অমবস্যায় আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না। অতঃপর চাঁদ যখন নিজের সুনির্দিষ্ট গতিতে এগোতে থাকে তখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, চাঁদ সূর্যের কিঞ্চিৎ আলো পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত করে। একে প্রথম তারিখের চাঁদ বা হিলাল বলা হয়। এই হিলাল বা নতুন চাঁদকে খালি চোখে তখন দেখা যায় – যখন এই চাঁদের বয়স কমপক্ষে ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা পূর্ণ হয়। কেননা চাঁদে অবস্থিত পাহাড় প্রথমে যে সূর্যের রশ্মি তাতে পতিত হয় তা পৃথিবীতে প্রতিফলিত হতে দেয় না। তাছাড়া চাঁদের ঘূর্ণন গতিও এর অন্যতম একটি কারণ। কেননা চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় নিজ কক্ষপথেও চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ফলে তার অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়। যার ফলে চাঁদ কখনো কখনো চূড়ান্ত পশ্চিমাঞ্চল আমেরিকায় প্রথমে দেখা যাওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর মধ্যভাগ তথা ইউরোপ কিংবা সউদী আরবে সর্বপ্রথম বা সাথে সাথে দেখা যায়।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব চাঁদের মাতলার (উদয়স্থলের) পার্থক্যের বাহানায় যে অনৈক্য ও মতপার্থক্যের মধ্যে রয়েছে তা কেবল বিবেক বিরোধীই নয়, বরং আকাশবিজ্ঞানের আলোকেও ভুল। কেননা মাতলার পার্থক্যের দাবী স্ব স্ব দেশ ভিত্তিক নয়, বরং এর দাবী হল কোন মাতলায় অবস্থিত সকল দেশের চাঁদ একটাই। তাছাড়া আকাশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় সমগ্র মুসলিম দেশের মাতলা একই। সুতরাং মাতলার পার্থক্যের উপর আমল করুক কিংবা একক মাতলার উপর আমল করুক উম্মাতে মুসলিমার চাঁদ একই হতে হবে।

[২] অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনটি ভৌগলিক বিভক্তির ১ম ও ২য় অঞ্চল দু'টিতে একই সাথে খালি চোখে চাঁদ দেখা সম্ভব। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ৩য় অঞ্চল অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকেও সউদী আরব তথা ২য় অঞ্চলটির সাথে ঈদ, সিয়াম প্রভৃতি পালন করতে দেখি। (অনুবাদক)

অনেকে মুসলিম বিশ্বের চাঁদ সম্পর্কিত অনৈক্যকে কোন ত্রুটি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, যেভাবে মুসলিম উম্মাহ একই সাথে কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন না – অর্থাৎ একস্থানে ফজরের ওয়াক্ত হলে অন্যস্থানে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হয়, আবার তৃতীয় কোনস্থানে আসরের ওয়াক্ত হয়, আবার কোথাওবা মাগরিব কিংবা ঈশার সালাতের ওয়াক্ত হয় (চাঁদের বিষয়টিও তেমনি)। অথচ এই দলিল অত্যন্ত দুর্বল ও ওজনহীন। কেননা সালাতের ওয়াক্তের সম্পর্ক সূর্যের সাথে। আর সূর্য একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে পরিভ্রমণ করে। আর এই হিসাবেই প্রত্যেক শহর বা অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের সালাত আদায় করে। অর্থাৎ সালাতের এই পার্থক্যের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম নিয়ম ও ধারাবাহিকতা আছে।[৩] কিন্তু চাঁদের মাসআলার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় তাতে উক্ত নিয়ম ও ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। বরং এটা একটি বিশৃঙ্খল ও নিয়মহীন বিষয়ের দিকে ধাবিত করে।[৪] এ কারণে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই বিষয়টি বিতর্কে পরিণত হয়। যার ফলে অমুসলিমরা আমাদেরকে নিয়ে হাসি–ঠাট্টা করার সুযোগ পায়। এ বিষয়কে সামনে রেখে লেখক জনাব আতাউল্লাহ ডায়রভী এই লেখাটি লিখেছেন, যেন এই আধুনিক জীবনেও রসূলের ﷺ হাদীস ও সালাফদের দৃষ্টিকে সামনে রেখে এই মাসআলার সঠিক দাবী নির্ণয় করা যায়। ফলে মুসলিম উম্মাহ যেন এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটিতে অন্যান্য আলেমদেরকে চিন্তা–গবেষণা করে ঐকমত্যে পৌছানোর তাওফিক্ব দান করেন। আমিন!!

ওয়াস সালাম
আবূল ওফা মুহাম্মাদ তারিক আদিল খান
১ জিলহজ্জ, ১৪২৩ হিজরী
অনুবাদ : কামাল আহমাদ

[৩]. সূর্যের হিসাবে ঘন্টার পার্থক্য সুনির্দিষ্ট নিয়মেই সংঘটিত হয়। তাছাড়া এতে সাপ্তাহিক দিবস ও তারিখের কোনই পরিবর্তন হয় না। (অনুবাদক)

[৪]. একই সাপ্তাহিক দিবস গণনা করা সত্ত্বেও স্থান বিশেষে ২ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত তারিখের পার্থক্য ঘটে। (অনুবাদক)

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আল্–হামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য। সলাত ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের ﷺ উপর। .....

সম্মানিত পাঠক! আপনাদের সামনে মুসলিমদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন' বইটি তুলে দিতে পেরে আল্লাহ ﷻ'র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। এই বইটি আমি ব্যক্তিগত ভাবে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের সামনে একটি 'প্রস্তাবনা' হিসাবে উপস্থাপন করছি। বইটির আলোচ্য বিষয়ের মূল বক্তব্য 'বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুসলিমদের চাঁদের হিসাব ও তারিখ (ইসলামিক ক্যালেন্ডার) নির্ধারণ সম্পর্কিত"। যার মধ্যে বিশেষভাবে সিয়াম পালন, দুই ঈদ ও হজ্জ উদযাপনের বিষয়টিই সর্বাধিক আলোচ্য ও গুরুত্ববহ।

বইটির প্রথম পর্বটি দুই বছর পূর্বে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হয়। যা পাকিস্তানের অন্যতম সালাফী আলেম শায়েখ আতাউল্লাহ ডায়রভী'র " مشئله اختلاف رؤية هلال"–এর অনুবাদের সাথে সাথে, আমার লেখা 'ইসলামের নতুন চাঁদের বিধান' পুস্তিকাটির শেষাংশে সংযোজন করা হয়। যেন চাঁদ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীসের ব্যাপারেও সাধারণের স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়। এখন আমরা পুর্বের প্রকাশনাটি প্রথম ভাগ হিসাবে পূণরায় কিছু সংস্কারসহ প্রকাশ করলাম।

শায়েখ আতাউল্লাহ ডায়রভী'র পূর্বোক্ত বইটি পাকিস্তানেই তাঁর সমমনা আলেমদের দ্বারা দারুনভাবে সমালোচিত হয়। তখন শায়েখও তাঁর উত্তরে "রুইয়্যাতে হিলাল মেঁ ইখতিলাফে মাতালে' মু'তাবার নেহী" (করাচী ঃ দারুত তাক্বওয়া, ১৪২৯/২০০৮) শিরোনামে অপর একটি বই লিখেন। যা আমরা এখন দ্বিতীয় ভাগ হিসাবে অনুবাদ করে সংযোজন করেছি। তাছাড়া বইটির শেষাংশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ের ভ্রান্তি নিরসণ সংক্ষিপ্ত ভাবে সংযোজন করেছি। দ্বিতীয় ভাগে শায়েখ যেসব কিতাবের সূত্র ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশেরই কেবল অনুবাদটুকু উল্লেখ করেন। আমরা সাধ্যমত অনুবাদগুলোর সাথে মিল রেখে মূল আরবী উদ্ধৃতি সংযোজন করেছি। বইটি যেন সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ হয় সেজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যদিও এ পর্যায়ে মানবিক অক্ষমতা, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া অনুবাদ অংশের যেসমস্ত বিষয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এ কারণে বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ডট ডট (....) চিহ্ন ও টিকাতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

পাঠকের কাছে অনুরোধ, বইটির সম্পূর্ণ অংশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। কেবল সূচীপত্র দেখে বিচ্ছিন্ন ভাবে অংশবিশেষ পড়লে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আমি আশা করি, এই বইটির মাধ্যমে এ সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের সংশোধন ও সংস্কার সাধন হবে। এরপরেও যারা আলোচ্য মূল বক্তব্যের সাথে একমত হবেন না, তাদের জন্য সংগত আলোচনা ও সমালোচনার দুয়ার খোলা রইল। আল্লাহ তাওফিক্ব দিলে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে পরবর্তীতে সেগুলোরও সংস্কারমূলক জবাব দেব, ইনঁশাআল্লাহ।

বইটির পক্ষ ও বিপক্ষে অবস্থানকারীদের প্রতি অনুরোধ – পারস্পরিক কাঁদা ছোড়াছুড়ি, অহেতুক নিন্দাবাদ, মারমুখী আচরণ ও তাকফির করা থেকে বিরত থাকুন। বইটির বিভিন্ন স্থানে আমরা একাধিক বার সবার প্রতি এই আহবান জানিয়েছি।

নিজের পক্ষে সংগত কোন উপস্থাপনা থাকলে তা পেশ করুন। যদি আমার নিজেরও কোথাও ভুল হয়ে থাকে তা অকপটে স্বীকার করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা জানিয়ে দেব, ইনঁশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং ভুল–ত্রুটিগুলো মেনে নেয়ার মত সবরের ক্ষমতাও দান করেন। আমিন!!

নিবেদক
কামাল আহমাদ
কাজীপাড়া, যশোর–৭৪০০।
ই–মেইল : kahmed_islam05@yahoo.com

লেখক পরিচিতি

লেখক আতাউল্লাহ ডায়রভী – ডিরাহ–গাযী–খান, পাকিস্তানের অধিবাসী। তিনি দারুল হাদীস মুহাম্মাদীয়া জালালপুর থেকে দাওরায়ে হাদীস (কামেল) শেষ করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে শায়েখ সুলতান মাহমুদ ও শায়েখ মুহাম্মাদ রফিক্ব সাহেব আসরী رحمه الله অন্যতম। কিছু দিন তিনি কোট–ছাটাহ–যালি' এবং ডিরাহ–গাযী–খান গুরাবা আহলে হাদীস জামে' মাসজিদের খতীব ও ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি নিজের গ্রামের সন্নিকটে দ্বীনি তালিম দানে ব্যস্ত হন। অতঃপর সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলোর কেন্দ্র সারজাহ, আরব আমীরাতে ত্রিশ বছর দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। 'চাঁদ' সম্পর্কিত তাঁর দু'টি বই আমরা এখানে অনুবাদ করেছি। যা তাঁর ইলমের গভীরতার সাক্ষর পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট করবে। তাঁর অন্যান্য গবেষণামূলক বইয়ের মধ্যে আছে :

(১) মাসআলায়ে তাক্বদীর (মুনকিরীনে হাদীসদের জবাব)

(২) রিসালায়ে তাসাউফ

(৩) **البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ** (তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কিত)

(৪) **مقالات اهل ضلال من اصحاب تبليغى نصاب وفضائل اعمال** (দেওবন্দী ও তাবলীগ জামা'আতের আক্বীদা ও 'ফাযায়েল আমল' সম্পর্কিত)

(৫) **كشف الحجاب عن وجوه اهل تبليغى نصاب** (তাবলিগী নিসাবের পর্দা উন্মোচন)

(৬) ঝায়ূরাত কি যাকাত (গহনার যাকাত)

(৭) মাজমু'আহ মাক্বালাত (এতে ৫টি রিসালাহ আছে, যা ইবনুল আরাবী সূফীর আক্বীদাহ 'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ' খন্ডনে লিখিত)

(৮) কারেন্সি কী শর'য়ী হাইসিয়াত (বৈদেশিক মুদ্রার শরিয়াতী বিধান)

(৯) 'আকসী তাসবীর কি শর'য়ী হাইসিয়াত (ইসলামে ছবির বিধি–বিধান)

(১০) বিবি 'আয়িশা رضي الله عنها কে নিকাহ কী উমার কা তা'য়ীন ('আয়েশা رضي الله عنها–এর বিয়ের বয়সকে কেন্দ্র করে মুনকিরীনে হাদীসদের সৃষ্ট বিতর্কের জবাব) – প্রভৃতি।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি বই মুহাদ্দিস তথা সলফে–সালেহীনদের মসলক অনুসরণে লিখিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

নতুন চাঁদের মাতলা (উদয় স্থল) সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন

প্রশ্ন ঃ কোন শহর বা দেশে রমাযান বা ঈদের চাঁদ দেখা গেল, কিন্তু অন্যত্র দেখা যায়নি। যে স্থানে দেখা যায়নি, তারা কি করবে? অর্থাৎ অন্য স্থানের চাঁদ গ্রহণ করা হবে কি না?

জবাব ঃ রমাযানের সিয়াম পালন ও ঈদের সালাতের জন্য চাঁদ দেখা জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রত্যেক মুসলিমই কি চাঁদ দেখবে নাকি কিছু মুসলিমের চাঁদ দেখাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে পবিত্র শরিয়াতের ফায়সালা হল, প্রত্যেক মুসলিমেরই চাঁদ দেখা জরুরি নয়। বরং ঈদের সালাতের জন্য দু'জন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিমের সাক্ষ্য এবং রমাযানের সিয়াম পালনের জন্য একজন মুসলিমের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

মালেকী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পর্কে বিতর্ক

এ সম্পর্কে ইবনে আব্দুল বার رحمه الله বলেছেন :

فكان مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والْمصريون اذا ثبت عند الناس ان اهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذالك اليوم الذى افطروه وصامه غيْر هم برؤية صحيحة وهو قول الليث والشافعى والكوفين واحْمد الاستذكار صـ ٢٩ ج ١٠

"ইমাম মালেক থেকে আব্দুর রহমান বিন ক্বাসিম বর্ণনা করেছেন : লোকদের (মুসলিমদের) মধ্যে কোন শহরের লোকদের কাছে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে, যারা সেদিন সিয়াম পালন করতে পারল না – তারা ঐ দিনের সিয়ামের কাযা আদায় করবে এবং অন্যান্য শহরের জন্য ঐ চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিয়াম রাখাটাই সঠিক। ইমাম লাইস বিন সা'দ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ رحمه الله ও কুফাবাসীদের মত এটাই।" [আল–ইসতিযকার ১০/২৯ পৃ:]

যখন মদীনাবাসী এই কথা ইমাম মালেক থেকে উল্লেখ করল যে, এক শহরবাসীর চাঁদ দর্শন অন্য শহরবাসীর জন্য প্রযোজ্য নয় তবে যদি মুসলিমদের ইমাম বা খলীফা অন্য শহরকেও এর উপর আমল করার হুকুম দেন, তখন মুসলিমদের ঐ খলীফার

হুকুম মানা ওয়াজিব হবে। ইমাম বাজী ﵀ মুয়াত্তা ইমাম মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুনতাক্বা'য় (২/৩৭ পৃ:) বলেছেন :

اذا رأى أهل البصرة هلال رمضان ثُم بلغ ذالك أهل الكوفة والْمدينة واليمن ، فالذى رواه ابن القاسم وابن وهب بن مالك فى الْمجموعة لزمهم الصيام أو القضاء ان فات الاداء وروى القاضى ابو اسحاق عن ابن الْماجشون انه كان ثبت بالبصرة بامر شائع ذائع يستفنى عن الشهرة والتعديل فانه يلزم غير هم من اهل البلاد القضاء

"যদি বসরাবাসী চাঁদ দেখে থাকে – আর চাঁদ দেখার খবর কুফা, মদীনা ও ইয়ামানে পৌঁছে, তাহলে তাদের জন্য ঐ চাঁদের ভিত্তিতে আমল করা জরুরি হয়ে যায়। ইমাম মালেক থেকে আব্দুর রহমান বিন ক্বাসিম এবং ইবনে ওয়াহাব ﵀ বর্ণনা করেছেন – যদি রমাযানের প্রথম সিয়াম তাদের বাদ পড়ে তবে ঐ সিয়াম কাযা করা জরুরি। ইমাম মালেক থেকে আবূ ইসহাক ﵀ তিনি আল-মাজিশুন থেকে বর্ণনা করেছেন – যদি ঐ দেশে চাঁদ দর্শন সুনিশ্চিতভাবে ও ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য শহরের জন্য ঐ চাঁদ দর্শনের খবর ক্ববূল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যদি ঐ চাঁদ দর্শন অল্প কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ঐ শহরের জন্য সুনির্দিষ্ট হবে। অবশ্য ঐ রাষ্ট্রের খলীফা বা আমিরুল মু'মিনীনের কাছে যদি ঐ চাঁদ দেখার খবর প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিমের উপরই ঐ চাঁদ দেখার হুকুম কার্যকর হবে।"

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পর্কে বিতর্ক

হালিয়াতুল উলামা ফি মাযহাবিল ফুক্বাহাতে বর্ণিত হয়েছে :

ان رأوا الْهلال فى بلد ولَم يروه فى بلد آخر فان كان متقاربين وجب الصوم على أهل البلدين وان كان متباعدين وجب على من رأى ولَم يُجب على من لَم يرا والبتاعدان يُختلف الْمطالع كاالعراف الشام والْحجاز وهذا الذى ذكره الشيخ ابو حامد وذكر القاضى ابو الطيب انه يُحب الصوم على أهل جَميع البلاد باالرؤية فى بعضها وحكى ذالك من أحْمد . حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء صـ ١٨٥ ج৩

"শায়েফী মাযহাব অনুযায়ী : যদি কোন একটি দেশ বা শহরে চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু অপর একটি দেশ বা শহরে চাঁদ দেখা না যায় – সেক্ষেত্রে সেই দেশ বা শহর নিকটবর্তী হলে যে দেশে চাঁদ দেখা যায়নি সেই দেশের জন্য প্রতিবেশী দেশের চাঁদ দেখাকে মেনে নেয়া জরুরি হবে। কিন্তু এই দেশ বা শহর যদি দূরবর্তী হয় যেখানে চাঁদ এক দিনে দেখা যায় না, যেমন – ইরাক, সিরিয়া ও হিজায প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে যে দেশে বা রাষ্ট্রে চাঁদ দেখা গেছে কেবল তারাই ঐ চাঁদ অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য। অন্য দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কাযী আবূত তাইয়েব তাহির বিন আব্দুল্লাহ উমার আত-তাবারী (মৃত ৪৫০ হিঃ) বলেছেন : কোন একটি দেশ বা শহরের চাঁদ দর্শন সমস্ত দেশ ও ইসলামী রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ ﵀ এর মতও এটাই।" (হালিয়াতুল উলাম ফি মাযহাবিল ফুক্বাহা ৩/১৮০ পৃ:)

এই মাসআলা সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী ﵀ বলেছেন :

اختلاف الناس فى الْهلا يستهله أهل بلد فى ليلة ثُم يستهله أهل بلد آخر فى ليلة قبلها أو بعدها فذهب الى ظاهر حديث ابن عباس القاسم بن مُحمد وسالِم بن عبد الله بن عمرو وعكرمة وهو مذهب اسحاق ، قالوا لكل قوم وؤيتهم وقال ابن الْمنذر قال أكثر الفقهاء اذا ثبت بِخبر الناس ان أهل بلد من البلدان قدرأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه وهو قول أصحاب الرأى ومالك واليه ذهب الشافع وأحْمد . مُختصر سنن أبى داؤد للمنذرى صـ ٢٢٠ ج৩

"চাঁদের মাসআলায় আলেমদের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) হয়েছে। যেমন একটি শহর বা দেশে চাঁদ দেখা গেল, কিন্তু অন্যত্র দেখা গেল না – সেক্ষেত্রে ইবনে আব্বাসের ﵁ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করতে যেয়ে ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর, সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার, ইবনে আব্বাসের কৃতদাস ইকরামাহ বলেছেন : প্রত্যেক দেশ বা শহরের চাঁদ দর্শন তাদের জন্য প্রযোজ্য, অন্য দেশ বা শহরের জন্য নয়। ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইয়াহ ﵀ এর মতও এটাই। কিন্তু উম্মাতের অধিকাংশ ফুক্বীহ'র মত হল, কোন দেশের চাঁদ দর্শন সমস্ত ইসলামী বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এ জন্যে যদি কোন দেশ বা শহরের চাঁদের প্রথম তারিখ যেদিন হল, অন্য দেশের তার পরের দিন হলে – শেষোক্ত দেশ প্রথম সিয়ামটির কাযা আদায় করবে। এই মাসআলা আসহাবুর রায় (ইমাম আবূ হানিফা), ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদেরও এই মত।" (ইমাম মুনযিরী, মুখতাসার সুনানে আবূ দাউদ ৩/২২০ পৃ:)

হানাফী মাযহাব এবং চাঁদের মাতলা সম্পর্কে বিতর্ক

ফিক্বহী হানাফীর প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আইনুল হিদায়ায় বর্ণিত হয়েছে : "যাহেরী (সুস্পষ্ট হানাফী) মাযহাব হল, যখন কোন শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন সমস্ত লোকদের উপর এর হুকুম কার্যকর হবে। এমনকি পশ্চিমাঞ্চলের চাঁদ দেখা পূর্বাঞ্চলের জন্য পালন করা জরুরি হবে। এ থেকে প্রমাণিত হল, যাহেরী (সুস্পষ্ট হানাফী) মাযহাবে চাঁদের মাতলার কোন বিতর্ক নেই – আর (আমাদের) ফাতাওয়া এরই উপর।" (আইনুল হিদায়া ১/৮৭৯ পৃ:) ফিক্বহী হানাফীর বিখ্যাত অপর একটি কিতাব ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে বলা হয়েছে :

ولاعبْرة لاختلاف الْمطالع فى ظاهر الرواية، كذا فى فتاوى قاضيخان وعليه فتوى الفقيه أبى الليث وبه كان يفتى شَمس الائمه الْحلوانى قال لورأى مغرب هلال رمضان يُحب الصوم على أهل مشرق

"আমাদের যাহেরী (সুস্পষ্ট) মাযহাবে চাঁদের মাতলার কোন পার্থক্য নেই। ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে এমনটি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ফক্বীহ আবূ লাইসের رحمه الله ফাতাওয়াও এরই উপর। এমনকি শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানীও এই ফাতাওয়াই দিয়েছেন যে, যদি পশ্চিমাঞ্চল চাঁদ দেখে থাকে তবে পূর্বাঞ্চলের জন্য ঐ চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা জরুরি।" [ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি ১/১৯৮-৯৯ পৃ:]

এ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ আলেমদের মতে – একটি দেশ বা শহরের চাঁদ দর্শন অন্য দেশ বা শহরের জন্যও প্রযোজ্য। যাদের মধ্যে চার ইমাম তথা – ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে দেশ বা শহরের অবস্থান নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কিংবা চাঁদের মাতলার (উদয়স্থলের) পার্থক্যের কোন শরিয়াতী ভিত্তি নেই।

ভিন্ন দৃষ্টিতে চাঁদ দর্শনের মাসআলা

চাঁদের মাতলার (উদয়স্থলের) মতপার্থক্যের বিষয়ে পূর্ববর্তী ফক্বীহদের বিপরীতে এ যুগের অধিকাংশ আলেমদের মত হল, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে মাতলার ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। সুতরাং কোন দেশ বা শহরের চাঁদ দর্শন কেবল সেই দেশ বা শহরের জন্যই প্রযোজ্য হবে যাদের চাঁদের মাতলা একই। অর্থাৎ যেই দু'টি রাষ্ট্রের মাতলার ভিন্নতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে একটি দেশের বা শহরের চাঁদ দেখা অপর দেশ বা শহরের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ মতের স্বপক্ষে নিচের হাদীসটি উপস্থাপন করা হয় ঃ

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"ইবনে আব্বাসের ﷺ দাস কুরায়ব থেকে বর্ণিত হয়েছে : উম্মুল ফযল বিনতে হারিস তাকে সিরিয়ায় মুআবিয়া ﷺ এর নিকট পাঠালেন। (কুরায়ব বলেন,) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমাযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমআর দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর (রমাযান) মাসের শেষ ভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমআর দিন চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুআবিয়া ﷺও সিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মুআবিয়া ﷺ এর চাঁদ দেখা এবং তার সিয়াম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না, যথেষ্ট নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"[সহীহ মুসলিম – কিতাবুস সিয়াম باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم وانهم اذا راو الهلال ببلد لايثبت حكمه لما بعد عنهم]

এই হাদীসটি তাদের স্বপক্ষের দলীল যারা বলেন যে, প্রত্যেক শহর ও দেশের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য এবং ভিন্ন শহর ও দেশের চাঁদ দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়।

যারা মনে করেন কোন শহর বা দেশের চাঁদ দর্শন অন্য শহর বা দেশের জন্যও প্রযোজ্য এবং এক্ষেত্রে দূরবর্তী বা নিকটবর্তী স্থান হওয়াটা বিবেচ্য নয় – তারা উক্ত হাদীসটির জবাব দিয়েছেন এভাবে : "এটা ইবনে আব্বাসের ﷺ নিজস্ব রায়। আর তিনি নবী ﷺ এর সূত্রে যা বলেছেন তার স্বপক্ষে এমন কোন হাদীস নেই যা তিনি

জানেন – "যার দাবী এমন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দর্শন গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রত্যেক দেশ ও শহরের স্ব স্ব চাঁদ দর্শনই প্রযোজ্য যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়।" বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হাদীসের প্রতি ইশারা করেছেন যেখানে বলা হয়েছে :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

"চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল।"[৫]

এই হাদীস দ্বারা তিনি দলীল নিয়েছেন যে, প্রত্যেক শহর বা দেশের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দর্শন প্রযোজ্য। কিন্তু হাদীসটিতে এ ধরণের বক্তব্যের কোন ইঙ্গিত নেই। যদি হাদীসটির উক্ত মর্ম নেয়া হয় তাহলে প্রত্যেক শহর ও দেশের স্ব স্ব চাঁদ দর্শন প্রযোজ্য হবে। যদিওবা শহর ও দেশগুলো নিকটতর হয় এবং তাদের চাঁদের মাতলাও একই হয়। কেননা ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসে শহর ও দেশের ঐক্যের বর্ণনা নেই, বরং স্ব স্ব চাঁদ দর্শনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস অনুসারে দু'টি শহর বা দেশের চাঁদের মাতলার (উদয়স্থলের) ঐক্য থাকলেও – যদি এক স্থানে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য স্থানে না দেখা যায়, সেক্ষেত্রে যে স্থানে মেঘের জন্য চাঁদ দেখা যায়নি সে স্থানের জন্য প্রতিবেশী স্থানের চাঁদ গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা পরবর্তী দিন চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করবে বা ৩০ দিন গণনা করবে। কেননা যখন প্রত্যেক দেশের ও শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য, তখন যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি তারা রমাযানের ৩০ দিন পূর্ণ করে সাওয়াল মাস গণনা শুরু করবে। কিন্তু সালাফদের মধ্যে কেউ–ই উক্ত মত ব্যক্ত করেনি, যা থেকে প্রমাণিত হয় **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[৬] –হাদীসটির দাবী কখনই এটা নয় যে, প্রত্যেক দেশ ও শহর নিজস্ব চাঁদ দেখবে যদিওবা তারা নিকটতর স্থান হয়। এক শহর অন্য শহরের চাঁদ দর্শন মেনে নেয়ার স্বপক্ষে নিচের হাদীসটিই যথেষ্ট :

عن ابن عباس قال جاء إلى النبي ﷺ أعرابي فقال : أبصرت الهلال الليلة فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال نعم قال : قم يا فلان فناد في الناس فليصوموا غدا

ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন : এক আরব নবী ﷺ এর কাছে আসল এবং বলল, আমি রাতে চাঁদ দেখেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল? সে বলল, হাঁ, আমি এই সাক্ষ্য দিই। নবী ﷺ তখন বললেন, হে অমুক! লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, তারা আগামীকাল থেকে সিয়াম রাখবে।"[৭]

[সংযোজন ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসটির সাক্ষ্য স্বরূপ নিচের সহীহ হাদীসটিকে উপস্থাপন করা যায় :

عن ابن عمر قال : تراءى الناس الْهلال فرأيته فأخبرت رسول الله ﷺ فصام وأمر الناس بصيامه

ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার লোকেরা চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺকে খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি সিয়াম রাখেন এবং লোকদেরকেও সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন।[৮] – **(অনুবাদক)]**

এই হাদীসে বুঝা গেল, মদীনাবাসী চাঁদ দেখতে পায়নি। মদীনার বাইরের থেকে কোন আরব বেদুঈন চাঁদ দেখলে সে নবী ﷺ এর কাছে এসে সাক্ষ্য দেয়। তিনি (ﷺ) তাঁর সাক্ষ্য ক্বুবুল করেন এবং মুসলিমদেরকে পরের দিন সিয়াম পালন করার হুকুম দেন।

---

৫. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

৬. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

৭. **মুরসাল / যয়ীফ ঃ** সহীহ ইবনে হিব্বান (ذكر الخبر المدحضن قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم)৮/ ৩৪৪৬ নং। হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুযায়মাহ ও ইবনে হিব্বান তাদের সহীহতে বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী এর মুরসাল হওয়াকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন [তাওযীহুল আহকাম ৩/৪৬১, বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান) হা/৬৪০]। আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ (রিয়াদ)হা/২৩৪০, ২৩৪১]। কেননা সিমাক থেকে ইকরামাহ'র বর্ণনাতে ইযতিরাব আছে। [তাহক্বীক্বকৃত আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ (মিশর ঃ দারুল হাদীস) ৪/৪২৬ পৃ:)

৮. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৩৪২]। শুআয়েব আরনাউত তাঁর সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহক্বীক্বেও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনে হিব্বান ৮/৩৪৪৭ নং] শব্দগুলো সহীহ ইবনে হিব্বানের।

[সংযোজন ঃ ভিন্ন এলাকার চাঁদ দর্শনের গ্রহণযোগ্যতার স্বপক্ষে নিচের সহীহ হাদীসটিও উল্লেখ করা যায় :

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لاَهَلاَّ الْهِلاَلَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا زاد فى حديثه وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلَى مُصَلاَّهُمْ

"রিব'য়ী ইবনে হিরাশ নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একবার লোকেরা রমাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ﷺ) আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন : "আর তারা যেন আগামী কাল 'ঈদের সালাত আদায়ের জন্য 'ঈদগাহে গমন করে।"[৯]

عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بِنْ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ اَنَّ رَكْبًا (وفى رواية فَجَاءَ رَكِبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ) فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُّفْطِرُوْا ، وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مَصَلاَّهُمْ

"আবূ 'উমাইর বিন আনাস ﷺ তাঁর চাচাদের [সাহাবীদের ﷺ] নিকট থেকে বর্ণনা করেন, একটি কাফেলা (অন্য বর্ণনায়, দিনের শেষভাগে) এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে নবী ﷺ তাদেরকে সিয়াম ভঙ্গ (ইফতার) করতে বললেন এবং পরদিন সকালে 'ঈদের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন।"[১০]

---

[৯]. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২২৩৯ নং]

[১০]. **সহীহ ঃ** আহমাদ, আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম; এর সনদ সহীহ (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান) হা/৪৭৪। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বে আবূ দাউদ হা/১১৫৭]। ইবনে মাজাহতে (হা/১৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে ঃ فَجَاءَ رَكِبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ "একটি কাফেলা দিনের শেষভাগে আসল।" 'হাদীসটি সহীহ'। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ পৃ: ২৯০]

হাদীস দু'টিতে পূর্বের দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নবী ﷺ ঐ দিনে পালনরত সিয়াম ভঙ্গের এবং ঈদের সালাতের ওয়াক্ত না থাকায় পরের দিন ঈদের সালাত আদায়ের হুকুম দেন। [অনুবাদক]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক শহর বা দেশের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখার প্রয়োজন নেই। যদি কোন কারণে তারা চাঁদ দেখতে না পায়, কিন্তু শহরের বাইরের কেউ তা দেখতে পায় – সেক্ষেত্রে ঐ শহরবাসী তার সাক্ষ্য ক্বুবুল করবে। এটাও প্রমাণিত হল যে, কোন দেশের বা শহরের বাইরের লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনে ও সহীহ হাদীসে কোন সীমাবদ্ধতা ও সুনির্দিষ্টতা বর্ণিত হয়নি যে, তারা ঐ দেশ বা শহরের নিকটবর্তী না দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। সুন্নাত থেকে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে, চাঁদ দর্শনকারী মুসলিম। নবী ﷺ তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি কত দূর থেকে এসেছো? বরং তিনি কেবল এতটুকুই যাচাই করেছেন যে, সে মুসলিম কি না?

যদি কেউ বলে, সে নিকটবর্তী এলাকা থেকে এসেছিল। কেননা তারা রাতে চাঁদ দেখে দিনের কোন অংশে নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছে যায়। যদি তারা রাতে চলতে থাকে এবং দিনের কিছু অংশেও চলতে থাকে তবুও বেশী হলে বিশ বা ত্রিশ মাইলের দূরত্ব হবে। সুতরাং প্রমাণিত হল, তারা নিকটবর্তী এলাকা থেকে এসেছিল।

এর জওয়াব হল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাদের আগমনের স্থান ও মদীনার মাতলা একই ছিল। কিন্তু হাদীসটির উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নবী ﷺ একই মাতলা হওয়ায় সাক্ষ্য ক্বুবুল করেছেন। সাথে সাথে এমন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না যে, ভিন্ন মাতলার লোকের সাক্ষ্য নবী ﷺ ক্বুবুল করতেন না। এ ধরণের অর্থ বর্ণিত হাদীস দ্বারা নেয়া সম্পূর্ণভাবে মনগড়া ও প্রমাণহীন। মাতলা এক হওয়া কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার বিতর্ক পরবর্তী আলেমদের সৃষ্ট। সালাফদের মধ্যে এ ধরণের কোন বিতর্কের প্রমাণ নেই। বরং সাহাবাগণ সিয়াম, কুরবানী তখন করতেন যখন সমস্ত মুসলিম তা পালন করত। এ সম্পর্কে নিচের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :

عن مسروق قال دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت اسقوا مسروقا سويقا و أكثروا حلواه قال فقلت إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر , فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس , و الفطر يوم يفطر الناس

মাশরুক رحمه الله বর্ণনা করেন ঃ আমি আরাফার দিন বিবি আয়েশার কাছে গেলাম। তিনি বললেন : মাশরুক ছাতু বানিয়ে বন্টন কর এবং তাতে বেশী মিষ্টি দিও।

মাশরুক رحمه الله বললেন : আজকে এই জন্যে রোযা রাখি নাই যদিবা কোথাও কুরবানীর দিন হয়। বিবি আয়েশা رضي الله عنها বললেন : কুরবানীর দিন সেটাই যাতে সব লোকেরা কুরবানী করে, আর ঈদুল ফিতর দিন সেটাই যেদিন সব লোকেরা ইফতার করে।"[১১] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা رضي الله عنها বললেন : "আমি যদি সায়িম না হতাম তাহলে আমি ছাতুর স্বাদ নিতাম।" এ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, যখন কোন মুসলিম অঞ্চলে মুসলিমগণ সুনিশ্চিত ভাবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিয়াম বা ঈদ পালন করে, তাহলে পৃথিবীতে যে মুসলিমের কাছেই এই খবর পৌঁছে তার জন্য মুসলিম জামা'আতের সাথে সিয়াম বা ঈদ পালন করা ওয়াজিব।

[সংযোজন ঃ উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে হাদীস ও সালাফদের মন্তব্য নিম্নরূপ :

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন :

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[১২]

ইমাম তিরমিযী رحمه الله হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন :

هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا، الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس

"হাদীসটি হাসান–গরীব। কোন কোন আলেম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : এর মর্ম হল, সিয়াম ভঙ্গ ও তা আদায়ে মুসলিম জামাআত ও অধিকাংশ লোকদের সাথে পালন করতে হবে।"

ইমাম সুনআনী তাঁর 'সুবূলুস সালাম' (২/৭২)–এ লিখেছেন :

" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "

[১১]. **জাইয়েদ ঃ** সুনানে বায়হাক্বী, হা/৭৯৯৮। আলবানী হাদীসটিকে জাইয়েদ (সহীহ ও হাসানের মাঝামাঝি) বলেছেন [আস সহীহাহ ১/২২৪ নং]।

[১২]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

"এ থেকে দলিল পাওয়া গেল যে, চাঁদের প্রমাণ পাওয়া গেলে তা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যদি একক ভাবে কোথাও ঈদের চাঁদ দেখা যায় তাহলে অন্য স্থানের জন্যও তা প্রযোজ্য। আর এই হুকুম তাদের প্রতি ঈদের সালাত, ইফতার ও কুরবানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

উক্ত উদ্ধৃতির পর মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله বলেছেন : **و ذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (٣ / ٢١٤)** "ইবনে ক্বাইয়েম رحمه الله তাঁর "তাহযীবুস সুনানে"–ও অনুরূপ বলেছেন।"[১৩]

উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে স্বয়ং কুরআনেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"[১৪]

আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, মানবজাতির জন্য চাঁদের হিসাবে দিন-তারিখ ও হজ্জের সময় নির্ধারণ একই হতে হবে। যেন তারা সবাই চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী দিন, মাস ও বছর গণনা এবং হজ্জ, সিয়াম, 'ঈদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো একই সাথে উদযাপন করতে পারে। "এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক" বক্তব্যের দ্বারা কোন বিশৃংখল দিন–তারিখের হিসাব সৃষ্টি করার মোটেই উদ্দেশ্য নেই, বরং সুশৃংখল দিন–তারিখ ও সময় নির্ধারণই উদ্দেশ্য।

সুতরাং আয়াতটির আলোকে এটা সম্পূর্ণ বিবেক ও বাস্তবতা বিরোধী যে, কেবল হজ্জ পালনের ক্ষেত্রেই মুসলিমদের তারিখ এক হবে এবং অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদ দর্শনের আঞ্চলিকতাই প্রাধান্য পাবে। [অনুবাদক]

'বালাদ' শব্দটির অর্থ নিরূপন

বলা হয় – যে সমস্ত মুহাদ্দিস নিজেদের হাদীস সঙ্কলনে ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তারা এই মর্মে বাব বা অনুচ্ছেদ লিখেছেন যে, "প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য" – যেভাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য হাদীসের এই অর্থই নিয়েছেন।

[১৩]. আলবানী'র, আস–সহীহাহ ১/২২৪ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[১৪]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।

এর জবাব হল, নিঃসন্দেহে মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীস অনুযায়ী যে অনুচ্ছেদ লিখেছেন তার দাবী এটাই। কেননা উক্ত হাদীসে ইবনে আব্বাস ﷺ সেদিকেই ইশারা করেছেন। তাছাড়া তিনি (ﷺ) صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৫] – হাদীসটি থেকে উক্ত মর্ম নিয়েছেন। কিন্তু পর্যালোচনার বিষয় হল, ইবনে আব্বাস ﷺ ঐ হাদীসের যে মর্ম নিয়েছেন তা সহীহ কি না? তাছাড়া মুহাদ্দিসগণ তাঁদের হাদীস সঙ্কলনে যে অনুচ্ছেদ লিখেছেন : لكل بلد رؤتهم "প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজের চাঁদ প্রযোজ্য" – এখানে বালাদের উদ্দেশ্যই বা কি? আরবি ভাষায় বালাদ শব্দটি কখনো দেশ, আবার কখনো এর অন্তর্ভূক্ত শহরের অর্থ নেয়া হয়। যদি হাদীসটিতে ব্যবহৃত বালাদ শব্দটি একটি দেশ অর্থ নেয়া হয় তবে তা সঠিক হবে না। কেননা হাদীসটিতে সুস্পষ্ট যে, ইবনে আব্বাস ﷺ বালাদ শব্দ দ্বারা একই রাষ্ট্র অর্থ নেননি। কেননা এটা তখনকার ঘটনা যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব মুআবিয়া ﷺ এর হুকমাতের অধীন ছিল। সে সময় উম্মাতে মুসলিমার খলীফা তিনিই ছিলেন। এরপরও ইবনে আব্বাস ﷺ মুআবিয়া ও মুসলিমদের দারুল খেলাফতের চাঁদ দর্শনকে মেনে নেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবনে আব্বাস ﷺ একই মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে প্রত্যেক শহরের স্বতন্ত্র চাঁদ দেখার অর্থ নিয়েছেন, যদিওবা তাদের চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) একই হোক না কেন। তাছাড়া সিরিয়া ও মদীনার মাতলা ভিন্ন হওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা সিরিয়ার দামেস্ক শহরটি মদীনা থেকে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, বরাবর পশ্চিম দিকে নয়। এ কারণে দামেস্কের যে চাঁদ ছিল তা মদীনার আকাশের প্রান্তেও ছিল। মদীনাতে চাঁদ দেখা না যাওয়াটা স্বতন্ত্র মাতলা হওয়ার প্রমাণ হয় না। বরং এক্ষেত্রে অন্য কোন কারণ ছিল। অর্থাৎ সে সময় অবশ্যই মদীনার আকাশে চাঁদ ছিল, কিন্তু হয়তো মাতলা পরিষ্কার না থাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে ইবনে আব্বাস ﷺ এর উক্তির সুস্পষ্ট দাবী হল, প্রতিটি দেশের প্রতিটি শহরের নিজ নিজ চাঁদ দর্শন করতে হবে, যদিও তাদের মাতলা একই হয়। তথা এক শহরের চাঁদ অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হাদীসটিকে একক মাতলা বা ভিন্ন ভিন্ন মাতলার দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না, বরং এটা ইবনে আব্বাস ﷺ–এর উক্তির অপব্যাখ্যাও বটে।

[১৫]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিশ্লেষণ

ইমাম শওকানী رحمه الله এই মাসআলাটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

واذا راه أهل بلد لزم سأئر البلاد الْموافقه. أما كونه اذا راه أهل بلد لزم سائر البلاد الْموافقة فوجهه الاحاديث الْمصرحة بالصيام لرؤيته والافطار لرؤيته وهى خطاب لِجميع الامة فمن راه منهم فى أى مكان

كان ذالك رؤية لِجميعهم. وأما استدلال من الستدل بِحديث كريب عند مسلم وغيْره أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الْهلال ليلة الْجمعة وقدم الْمدينة فاخبْر بذالك ابن عباس ﷺ فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نكمل الصوم حتّى نكمل ثلاثين أو نراه ثُم قال هكذا امرنا رسول الله ﷺ. وله الفاظ فقير صحيح لأنه لَم يصرح ابن عباس ﷺ بان النبى أمرهم بانّهم لايعلموا برؤية غيْر هم أهل الاقطار بل أراد ابن عباس ﷺ أنه أمرهم باكمال الثلاثين أو يروه ظنامنه أن الْمراد بالرؤية رؤية أهل الْمحل وهذا خطاء فى الاستدلال اوقع الناس فى الْخبط والْخلط حتّى تفرقوا فى ذالك على ثَمانيّة مذاهب وقد أوضحت الْمقام فى الرسالة التى سَميتها : اطلاع ارباب الكمال على ما فى رسالة الْجلال فى الاهلال من الاختلال . الدرارى الْمضيئة صـ ২ج ২০,২১

"যখন কোন শহর বা দেশে চাঁদ দেখা যাবে তখন সমস্ত মুসলিম বিশ্ব এবং প্রত্যেকটি শহরবাসী এর অনুসরণ করবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল।"[১৬] এই হুকুম সমস্ত শহর ও প্রত্যেক দেশের জন্য 'আম (ব্যাপক ভাবে প্রযোজ্য)। এই হাদীসে কোন শহর বা দেশকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয়নি। এ কারণে কোন শহর বা দেশে চাঁদ দেখা সমস্ত মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য। এর বিপরীতে ইবনে আব্বাস ﷺ এর বর্ণনা যেখানে তিনি সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দর্শনকে মদীনাবাসীদের জন্য গ্রহণ

[১৬]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

করেননি বরং বলেছেন : "আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এই হুকুম দিয়েছেন।" কিন্তু এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস ﷺ নবী ﷺ এর এমন কোন হাদীসের উদ্ধৃতি দেননি যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, "আমাদের জন্য কেবল নিজ শহরের চাঁদ প্রযোজ্য, অন্য কোন শহরের চাঁদ আমাদের জন্য নয়।" সুতরাং ইবনে আব্বাস ﷺ এর উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ অর্থাৎ "প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য" – সঠিক নয়। বরং এটা তার ভুল ইজতিহাদ ছিল। এই ভুল লোকদেরকে আটটি মাযহাবে বিভক্ত হতে বাধ্য করে। আমি আমার অপর একটি কিতাব " **اطلاع ارباب الكمال على ما فى رسالة الجلال فى الاهلال من الاختلال**"–এ বিস্তারিতভাবে এই মাসআলার উপরে লিখেছি।" **(الدرارى المضيئة ২/২০-২১পৃ:)**

নবাব সিদ্দীক হাসান খান رحمه الله তাঁর 'রওযাতুন নাদিয়া' (১/৩৩১) গ্রন্থে ইমাম শওকানী رحمه الله উক্ত বক্তব্যের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান যামানার মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله ও তাঁর 'তামামুল মিন্নাহ' (৩৯৭ পৃ:) কিতাবটিতে এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু শায়েখ এটাও বলেছেন যে, "এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে একক খলীফা ও একক মুসলিম রাষ্ট্র বা খেলাফত থাকা জরুরি। যতদিন এ শর্ত পাওয়া না যায় ততদিন প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রকে নিজ নিজ চাঁদের উপর সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। যেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি না হয়, যেভাবে কিছু আরব বিশ্বে জারি আছে।"

[সংযোজন ঃ জিহাদ ও হজ্জের মত আমলগুলোও খলিফাতুল মুসলিমীন বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই জারি হয়। কিন্তু এ মহূর্তে মুসলিমদের কোন খলিফা না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বিশ্বের মুসলিম একই দিনে হজ্জ পালন করে থাকে। চাঁদের মাসআলা নিয়ে যে ফিতনার সম্ভাবনা আছে তা হল তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) ও অজ্ঞতা। আর এ দু'টি বিষয়কে আঁকড়ে থাকা কিভাবে জায়েয হতে পারে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"[১৭]

কাজেই খলিফাহীন অবস্থায় যদি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একই সাথে হজ্জ পালন করতে পারে, তাহলে উক্ত আয়াত অনুযায়ী কেন সিয়াম. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালন করা যাবে না? তাছাড়া ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসটিতে তৎকালীন একক মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক মুআবিয়া ﷺ এর চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করাটাও খলিফার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার শর্তটির সাথে সাহাবাগণ পরিচিত না থাকার প্রমাণ দেয়, যা নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে জুমআর সালাতের শর্ত হিসাবে খলীফা বা কাযী ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একারণে অনেক হানাফী জুমআর সালাত ক্বায়েমের বিরোধীতা করে থাকেন। তাহলে কি তাদের জুমআর সালাত ক্বায়েম না করাটা জায়েয? তেমনিভাবে এ মুহূর্তে কোন মুসলিম দেশ কাফিরদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হলে খলীফার অনুপস্থিতির জন্য কি তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিবে না? প্রকৃতপক্ষে এ সব শর্তের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি আদেশমূলক দলিল পাওয়া যাবে না। তবে মৌলিক শরিয়াতী নীতির ভিত্তিতে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বিষয়গুলোর আমল খলিফাতুল মুসলিমীনের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তার অনুপস্থিতে সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মান্য না করাটা কিভাবে জায়েয হতে পারে? কেননা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একক খলিফার উপস্থিতিতে উক্ত আমলগুলোর পূর্ণতা আনার শর্ত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে চাঁদ দেখে কিংবা এর খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পাওয়া গেলে সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপন সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক দিন। [অনুবাদক]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র বিশ্লেষণ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله তাঁর মুজমুআয়ে ফাতাওয়ায় (২৫/১০৩) লিখেছেন :

مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبِلَادِ رُؤْيَةٌ لِجَمِيعِهَا : فِيهَا اضْطِرَابٌ فَإِنَّهُ قَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيمَا يُمْكِنُ اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ فِيهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِثْلَ الْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ . قُلْت : أَحْمَد اعْتَمَدَ فِي الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ ﴿ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ أَهَلَّ الْهِلَالُ الْبَارِحَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ عَلَى هَذِهِ الرُّؤْيَةِ ﴾ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ لَكِنْ مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ وَالَّذِينَ قَالُوا : لَا تَكُونُ رُؤْيَةً لِجَمِيعِهَا كَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ

---

[১৭]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।

فِي وَقْتٍ يُفِيدُ فَأَمَّا إذَا بَلَغَتْهُمْ الرُّؤْيَةُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَالْمُسْتَقْبَلَ يَجِبُ صَوْمُهُ بِكُلِّ حَالٍ لَكِنَّ الْيَوْمَ الْمَاضِيَ : هَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَبْلُغُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ بِإِقْلِيمٍ آخَرَ وَلَمْ يَرَ قَرِيبًا مِنْهُمْ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْ رُئِيَ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَهُمْ خَبَرُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رُئِيَ فِي بَلَدِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ . وَأَمَّا إذَا رُئِيَ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ وُصُولُ خَبَرِهِ إلَيْهِمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَوَّلِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ صَوْمَ النَّاسِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُونَهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصُومُوا إلَّا الْيَوْمَ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ فِيهِ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ فِيهِ بُلُوغُهُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِهِمْ وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَالنُّسُكِ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ هَلْ يُفْطِرُونَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ ؟ لَكِنْ إنْ بَلَغَتْهُمْ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ لَمْ يُفْطِرُوا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَائِهِ مَا يُفْطِرُونَ بِهِ وَلَا يَقْضُونَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ فَيَكُونُ صَوْمُهُمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ بِالْمَطَالِعِ إذَا صَامَ بِرُؤْيَةِ مَكَانٍ ثُمَّ سَافَرَ إلَى مَكَانٍ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُمْ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ مَعَهُمْ وَلَا يَقْضِي الْيَوْمَ الْأَوَّلَ

"এই মাসআলা অর্থাৎ 'মুসলিমদের কোন একটি শহরের চাঁদ দর্শন সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য' – কঠিন আপত্তি ও মতপার্থক্যের শিকার হয়েছে। কেননা ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আলেমদের মতপার্থক্য এখানে যে, যেখানে মাতলা এক সেখানে কোন শহর ও দেশের চাঁদ দর্শন অন্য শহর ও দেশের জন্য প্রযোজ্য কি না? কারো মতে প্রযোজ্য এবং কারো মতে প্রযোজ্য না। আর যেখানে বাস্তবিকই মাতলার ভিন্নতা আছে যেমন – স্পেন, খুরাসান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চল। এসব অঞ্চলের একজনের চাঁদ দর্শন অন্যজনের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইবনে আব্দুল বার ইজমা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। [ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর ইজমা'র দাবী সহীহ নয়। কেননা এক্ষেত্রে হানাফীদের কাছে নিরপক্ষেভাবেই চাঁদের মাতলার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়, এর মধ্যে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী অঞ্চলের কোন পার্থক্য নেই – মূল লেখক] ইমাম আহমাদ رحمه الله এ মাসআলায় দু'জন আরব বেদুইনের হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। তারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তিনি (ﷺ) তা ক্বুবুল করেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, নবী ﷺ মদীনার বাইরের ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ : كَالْحِجَازِ مَعَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَعَ خُرَاسَانَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْهِلَالِ . وَأَمَّا الْأَقَالِيمُ فَمَا حَدَّدَ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ هَذَانِ خَطَاءٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ فَإِنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَنْعَكِسُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ فَإِذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنْ الشَّمْسِ وَشُعَاعِهَا وَقْتَ غُرُوبِهَا فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا وَلَمَّا غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا . ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلَالِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَلِذَلِكَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَلَ بِالْمَشْرِقِ وَلَا يَنْعَكِسُ وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ إذَا طَلَعَتْ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ بِالْمَشْرِقِ وَلَا يَنْعَكِسُ فَطُلُوعُ الْكَوَاكِبِ وَغُرُوبُهَا بِالْمَشْرِقِ سَابِقٌ . وَأَمَّا الْهِلَالُ فَطُلُوعُهُ وَرُؤْيَتُهُ بِالْمَغْرِبِ سَابِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ مَا يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ غَيْرُهُ وَسَبَبُ ظُهُورِهِ بُعْدُهُ عَنْ الشَّمْسِ فَكُلَّمَا تَأَخَّرَ غُرُوبُهَا ازْدَادَ بُعْدُهُ عَنْهَا فَمَنْ اعْتَبَرَ بُعْدَ الْمَسَاكِنِ مُطْلَقًا فَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِأَصْلٍ شَرْعِيٍّ وَلَا حِسِّيٍّ . وَأَيْضًا فَإِنَّ هِلَالَ الْحَجِّ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ الْحُجَّاجِ الْقَادِمِينَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا اعْتَبَرْنَا حَدًّا : كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْأَقَالِيمِ فَكَانَ رَجُلٌ فِي آخِرِ الْمَسَافَةِ وَالْإِقْلِيمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسُكَ وَآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ غَلْوَةُ سَهْمٍ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ . فَالصَّوَابُ فِي هَذَا – وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﷺ : ﴿صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ﴾ فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانٍ مِنْ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ . وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ نَهَارَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ إلَى الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِمْ إمْسَاكُ مَا بَقِيَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ إقْلِيمٍ أَوْ إقْلِيمَيْنِ . وَالِاعْتِبَارُ بِبُلُوغِ الْعِلْمِ بِالرُّؤْيَةِ

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হল, তারা সালাত ক্বসর হওয়া দূরত্বের বেশী দূরত্ব থেকে আসেনি। কেননা তারা মাগরিবের সময় থেকে চলা শুরু করে এবং পরবর্তী দিনের কোন অংশে মদীনায় পৌঁছেছিল। তারা কেবল এতটুকুই সফর করেছিল এবং এর বেশী কক্ষনো নয়। এ কারণে নবী ﷺ তাদেরকে বৃথা জিজ্ঞাসা করেননি যে, তারা কতদূর থেকে এসেছে? সুতরাং এ ঘটনা ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর উক্তির বিরোধী নয়। কেননা ঐ বেদুঈন এতটা দূরত্ব থেকে আসেনি যার মাতলা মদীনার মাতলা থেকে ভিন্ন হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন শহর ও দেশের বাইরের অন্য কোন শহর ও দেশের চাঁদের খবর মানবে কি না? আর এদের দূরত্বই বা কি? এ ব্যাপারে মাযহাবগুলোতে মতপার্থক্য হয়েছে। যারা বলেন যে, এক শহরের চাঁদের খবর অন্য সব শহরের জন্য প্রযোজ্য নয় – তাদের কেউ কেউ এর পরিমাণ ক্বসরের দূরত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাই অধিকাংশ শাফেয়ী'র মত। তাদের অনেকের মতে যেখানে মাতলা'র পার্থক্য রয়েছে সেখানে এক স্থানের চাঁদ অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যেখানে মাতলার পার্থক্য নেই সেখানে এক স্থানের চাঁদ অন্য স্থানের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু এই দু'টি মতই যয়ীফ। কেননা ক্বসরের দূরত্বের সাথে চাঁদের মাসআলার কোনই সম্পর্ক নেই। আর দেশ ও রাজ্যের সীমার কোন সুনির্দিষ্টতা নেই (দেশ ছোট ও বড় হয়ে থাকে)। তাছাড়া এই উক্তি দু'টি কারণে ভুল। প্রথমত, চাঁদ দর্শনে পশ্চিম ও পূর্ব দিকের কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কেননা চাঁদ পশ্চিমাঞ্চলে আগে উদয় হয় এবং পূর্বাঞ্চলে পরে উদয় হয়। এ কারণে পশ্চিমাঞ্চলে যেদিন চাঁদের উদয় হওয়া জরুরি নয়, সেদিন পূর্বাঞ্চলে চাঁদ উদয় হতেও পারে। কিন্তু যদি পূর্বাঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চলের চাঁদের উদয় হওয়াটা সুনিশ্চিত। এর বিপরীতে পূর্বাঞ্চলের দেশ ও শহরে মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়ার কারণে পশ্চিমাঞ্চলে একই ওয়াক্ত হওয়া জরুরি নয়। কেননা সূর্যের মাতলা পূর্ব দিকে, পক্ষান্তরে চাঁদের মাতলা পশ্চিম দিকে। সুতরাং চাঁদ দর্শন দেশ বা রাজ্যের ভিত্তিতে পার্থক্য করা সম্পূর্ণ ভুল। দ্বিতীয়ত এটি ভুল হওয়ার কারণ হল, কোন দেশের সীমার মধ্যে বসবাসরত মুসলিমগণ সেই দেশের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে সিয়াম পালন করে এবং এই দেশের নিজস্ব চন্দ্র সীমার বাইরের অন্য দেশের লোকদের চাঁদ দেখতে না পাওয়ায় সিয়াম পালন না করাটা খুবই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়। এই কারণে এ মাসআলার সহীহ কথা সেটাই যা নবী ﷺ এর এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে : **صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ** "তোমাদের সিয়াম হল, যেদিন তোমরা সিয়াম রাখ, তোমাদের ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর, আর তোমাদের ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[১৮] [হাদীসটি 'আম (ব্যাপক) দাবী ভিত্তিক দলীল। অর্থাৎ – তোমাদের সেদিনই সিয়াম যেদিন তোমরা (মুসলিমরা) সবাই সিয়াম রাখ, তোমাদের ইফতারের (ঈদের) দিন সেটাই যেদিন তোমরা (মুসলিমরা) সবাই ইফতার কর, তোমাদের কুরবানীর দিন সেটাই যেদিন তোমরা (মুসলিমরা) সবাই কুরবানী কর।] এ কারণে যখন কোন মুসলিম শাবানের শেষ তারিখে এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে – তাহলে সমস্ত মুসলিমই তাঁর সাক্ষ্যকে ক্বুবুল করে পরের দিন রামাযানের সিয়াম পালন করবে। আর যতদূর পর্যন্ত ঐ মুসলিমের সাক্ষ্যের খবর পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত ঐ হুকুম বলবৎ হবে। শহর ও দেশের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী হওয়াটা বিবেচ্য নয়। এমনই শেষ দিন চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালে দিনের বাকী অংশ মুসলিমদের জন্য খানাপিনা বন্ধ করে দেয়া জরুরি। যদিওবা ঐ সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশের কিংবা তার বাইরের দেশের হয়। আর যদি সম্পূর্ণ এক দিন পরে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছায় তবে ঐ দিনের সিয়ামটি কাযা করা জরুরি হবে। এর হুকুম ঐ হুকুমের মত যখন কোন শহরের কিছু লোকের কাছে খবর দেরীতে পৌঁছায় তখন তাদের জন্য সিয়ামটির কাযা করা জরুরি হয়। কিন্তু খবর যদি দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায়, যেখানে সম্পূর্ণ দিনের মধ্যে খবর পৌঁছানো সম্ভব নয় তাদের জন্য সিয়ামটি কাযা করা জরুরি নয়। কেননা সিয়ামের হুকুম ঐ লোকদের উপরই কার্যকর হবে যাদের কাছে ঐ দিনের মধ্যে খবরটি পৌঁছেছে। সুতরাং যে স্থানে এক দিনের মধ্যে খবর পৌঁছানো সম্ভব হবে না, তাদের জন্য রমাযানের দিনটি প্রযোজ্য হবে না। এই হুকুম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে রমাযানের চাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে হবে। অর্থাৎ যদি ঈদের চাঁদ দর্শন ২৯টি সিয়াম পূর্ণ করার পর ৩০ দিনের রাতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে এ লোকেরা যারা চাঁদ দেখার খবর সময় মত না পাওয়ায় এক দিন পরে সিয়াম পালন শুরু করেছিল, তারা ৩০ দিনের দিন অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখার খবর পাওয়ার ভিত্তিতে ঈদ পালন করবে কি না? এর হুকুম হল – যদি একজন সাক্ষী পাওয়া যায় তবে তা ক্বুবুল করবে না। কেননা তারা ঐ এলাকায় পাওয়া সাক্ষ্যের হিসাবে একদিন পরে সিয়াম শুরু করেছিল। এখন যদি পুনরায় একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদ পালন করে তবে তাদের রমাযান মাস হবে ২৮ দিনের। অথচ রমাযান ২৯ বা ৩০ দিনের কম হয় না। অর্থাৎ তারা ২৯ দিন সিয়াম পালন করা ছাড়া ঈদ করবে না। (এ বিষয়টি তেমন – যেভাবে মাতলার ভিন্নতা মান্যকারীগণ বলেন যে,

---

[১৮]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭, অনুরূপ আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, জামে'উস সহীহ ওয়া যিয়াদাতাহু ১/৭৬৭৪ নং; বর্ণনাটি বিভিন্ন হাদীসের মিশ্রিত বর্ণনা]

যদি কোন ব্যক্তি একটি স্থানে সিয়াম রেখে সফর করে এমন স্থানে পৌঁছে যেখানে একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে সে (সফরকৃত স্থানটির) প্রথম সিয়ামটি কাযা করবে না এবং ২৯টি সিয়াম পূর্ণ করা ছাড়া ঈদ পালন করবে না)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এর মতানুযায়ী, বাইরের চাঁদের খবর পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জরুরি হল, তা পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। অর্থাৎ যদি একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর চাঁদ দর্শনের খবর অবগত হয় তবে এর উপর আমল করা সম্ভব। একই ভাবে রমাযানের ২৯ দিন পূর্ণ করার পর ঈদ পালন করা যাবে। পক্ষান্তরে যদি দু'দিন পর চাঁদ দেখার খবর অবগত হয় তখন এই খবর প্রযোজ্য হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে রমাযানের সিয়াম ২৮ দিন হবে। অথচ রমাযান কখনই ২৮ দিনে সমাপ্ত হয় না। এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর মুজমু'আয়ে ফাতাওয়া (২৫/১০৭ পৃ:)–তে লিখেছেন :

فَالضَّابِطُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ ﴿ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه ﴾ فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا وَهَذَا يُطَابِقُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنَّ طَرَفَيْ الْمَعْمُورَةِ لَا يَبْلُغُ الْخَبَرُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَمَاكِنِ الَّذِي يَصِلُ الْخَبَرُ فِيهَا قَبْلَ انْسِلَاخِ الشَّهْرِ فَإِنَّهَا مَحَلُّ الِاعْتِبَارِ . فَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَةَ : وُجُوبُ الصَّوْمِ وَالْإِمْسَاكُ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ وَوُجُوبُ بِنَاءِ الْعِيدِ عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَرُؤْيَةُ الْبَعِيدِ وَالْبَلَاغُ فِي وَقْتٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ

"এই মাসআলার মূল ভিত্তি হল এই নির্দেশ পৌঁছান যে, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৯]। এই খবর পৌঁছানোর মধ্যে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী দেশ বা শহর হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। এই কথার সমর্থন নেই ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর বর্ণনাতে। আর তাহল, এই পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যকার দূরত্বের পার্থক্যের কারণে এক প্রান্তের খবর অপর প্রান্তে পৌঁছাতে এক মাস শেষ হবে যাবে।[২০] সুতরাং যা ইবাদাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে পৌঁছায় তা মূল্যহীন। এ পর্যায়ে ঐ খবর মূল্যায়ন যোগ্য যা ইবাদাতের সুনির্দিষ্ট সময়ে এক দেশ থেকে অপর দেশে পৌঁছায়। এ খবরের সাথে রমাযানের চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জড়িত : ১) সিয়াম ওয়াজিব হওয়া, ২) পরবর্তী দিবসগুলোতে খানা–পিনা, সহবাস ত্যাগ করা, ৩) ছুটে যাওয়া দিবসটির সিয়াম কাযা করা, এবং ৪) ঐ চাঁদ দর্শনের ভিত্তিতে ঈদ পালন করা।"

সুস্পষ্ট হল, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله চাঁদ দর্শনের মাসআলায় মাতলার ভিন্নতা, দেশগুলো নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হওয়া, কিংবা রাষ্ট্রগুলোর একত্রিকরণ ও বিভিন্ন সংখ্যায় বিভক্ত থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। বরং এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল – চাঁদের উদয় হওয়া। চাঁদের উদয় নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী, নিজের দেশে হোক বা অন্য দেশে – যদি খবরটি সংগত সময়ের মধ্যে পৌঁছে তাহলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এ ব্যাপারে যে ইজমা হওয়ার উল্লেখ করেছেন, "কোন দেশের চাঁদ অপর কোন নিকটবর্তী বা দূরবর্তী দেশের জন্য যেমন – স্পেন, ইরাক, ইরান হয়, তবে একজনের খবর অপরের জন্য প্রযোজ্য নয়।" ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর এই বর্ণনা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র নিয়মের বিরোধী হয় না। কেননা যে সময়কালে পশ্চিমা দেশের খবর পূবের দেশগুলোতে এক মাস পরে পৌঁছাত – সেক্ষেত্রে সেই খবর দ্বারা কোন ভাবেই তাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ হত না। ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর যামানায় খবর পৌঁছাতে এই অবস্থাই হত। এ কারণে তিনি এ বিষয়ে ইজমা'র কথা উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সমস্ত দেশের কারো খবর অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, হিলাল আরবি অভিধানে ঐ চাঁদকে বলে যা দেখে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেয়া হয়। যখন চাঁদ আসমানে থাকে কিন্তু কেউ তা দেখেনি, তাকে হিলাল বলা হয় না। সুতরাং চাঁদ আসমানে থাকায় যথেষ্ট নয়, বরং যমীনবাসী তা দেখে ঘোষণা বা প্রচার করাটাকেই হিলাল বলে। তিনি (رحمه الله) আরো বলেন : আমাদের বর্ণিত দাবী ছাড়া এ সম্পর্কিত অন্যান্য দাবীগুলো অত্যন্ত আপত্তি ও অভিযোগে জর্জরিত, যা তাদের দাবীগুলোকে দূর্বল ও বিবেক বিরোধী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বিশেষভাবে যারা হিলালের সীমা নির্ধারণ করেছেন তথা মাতলার ভিন্নতার প্রতি ঈমান রাখেন তাদের দাবীর প্রতি অভিযোগ হল – যেমন হজ্জের কাফেলা নিজেদের সফরের রাস্তাতে জিলহজ্জের চাঁদ দেখল। অতঃপর যখন এই কাফেলা মক্কাতে পৌঁছালো তখন জানতে পারল যে, গত রাতে মক্কাতে চাঁদ দেখা যায়নি। তখন ঐ কাফেলা তাদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে হজ্জ আদায় করল, অথচ ঐ জিলহজ্জের চাঁদ মক্কাতে দেখা যায়নি। বরং মক্কার বাইরে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ঐ কাফেলা তাদের চাঁদ দেখাকে সহীহ গণ্য করে এর ভিত্তিতে

---

[১৯]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

[২০]. এই উক্তি করা হয়েছে তৎকালীন যামানার ভিত্তিতে।

হজ্জের রোকনগুলো আদায় করেছিল। নিকটবর্তী অতীতকালে এ ধরণের ঘটনা প্রায় ঘটত। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, কোন স্থানের চাঁদ অন্য স্থানের পূর্বে দেখা গেলে সেই প্রথম স্থানটির চাঁদ দেখাই প্রাধান্য পাবে। আর এটাকেই গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করে হজ্জের আরকানগুলো আদায় করবে।

আধুনিক জীবনে চাঁদ দেখার মাসায়েল

ইদানিং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খবরাখবর পৌঁছানো সম্ভব। আজ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের খবর মুহূর্তের মধ্যেই পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এ কারণে পশ্চিমা দেশের চাঁদের খবর পূর্বের দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেছেন : পূর্বোক্ত নিয়মে গোটা হিজাজ (আরব) ভুলক্রমে ৯ (নয়) জিলহজ্জের পরিবর্তে অন্য কোন দিন আরাফাতে উকুফ করে, তবে তাদের হজ্জ সহীহ হবে। কেননা তাদের কাছে ভুল খবর পৌঁছেছিল, আর তারা খবরের প্রতি নির্ভরশীলও ছিল। যদি খবরটিই ভুল হয়, তাহলে তারা নির্দোষ ও মাজুর (নিরুপায়) ছিল। কিন্তু যদি কিছু হিজাজবাসী জেনে বুঝে ও অলসতা করে উক্ত ভুল দিনটিতে আরাফাতে উকুফ করে তবে তাদের হজ্জ হবে না।[২১] এ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, খবর পৌঁছানোটাই মূল শর্ত। যদিওবা তা দূর বা নিকটবর্তী স্থান থেকে আসে – এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এর দলিল হল, আমরা সবাই জানি যে, সাহাবা رضي الله عنهم ও তাবেয়ীদের رحمهم الله যামানায় যখন ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃত সীমানা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন মুসলিমদের কোন অঞ্চলে চাঁদ এক দিন দেখা গেলে, অন্য এলাকায় পরের দিন দেখা যেত। যখন কোন কোন অঞ্চলে ভিন্ন দিনে চাঁদ দেখা যেত তখন তারা নিজ নিজ চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ পালন করত। সাহাবা رضي الله عنهم ও তাবেয়ীদের رحمهم الله যামানায় যে এমনটি ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, এক এলাকার চাঁদের খবর অন্য এলাকাতে রমাযান মাসের মধ্যেই পৌঁছে যেত। যদি পরে চাঁদ দর্শনকারীদের উপর প্রথমে চাঁদ দর্শনকারীদের ভিত্তিতে সিয়াম কাযা করা ফরয হত – তবে এর বর্ণনা হাদীসে সুস্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হত। আর যদি উসূল (নীতিমালা) এটা হত যে, সর্বাবস্থায় প্রথম চাঁদ দর্শনকেই গ্রহণ করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে সাহাবাগণ رضي الله عنهم এ ব্যাপারে অবশ্যই অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতেন। অর্থাৎ কোন এলাকায় প্রথমে চাঁদ দেখা গেছে এবং কোন এলাকায় পরে – আর তার ভিত্তিতে ছুটে যাওয়া সিয়ামের তারা কাযা আদায় করতেন। কিন্তু সাহাবাদের رضي الله عنهم থেকে এ ধরণের কোন কিছুই প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, এ ধরণের মাসআলায় সিয়ামের কাযা করা ভিত্তিহীন। এ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর হাদীসটি দ্বারা এই দলিলই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রত্যেক শহর ও দেশ খবরের অনুগামী। যখন তাদের কাছে কোন মুসলিম এলাকা থেকে খবর পৌঁছাবে তখন তারা সেই খবরের অনুগামী হবে। অর্থাৎ সেটা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, আর এই খবরের ভিত্তিতেই তারা ঈদ বা সিয়াম পালন করবে। কিন্তু সেই খবর পৌঁছার পর আমল শুরু হওয়ার অনেক পরে যদি অন্য কোন এলাকা থেকে ভিন্ন খবর পাওয়া যায় যে, যেখানে একই চাঁদের তারিখ নেই বরং তারিখটি হবে তার পূর্বের বা পরের দিনের। তবে ঐ সাক্ষ্য এই অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য এখন গ্রহণ যোগ্য নয়। যেভাবে ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما সিরিয়াবাসীদের দেখা চাঁদের ভিত্তিতে আমল করেননি। কেননা ঐ সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি উক্ত সাক্ষ্য ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর কাছে সময়মত পৌঁছাত, তবে সেটা ক্বুবুল না করার আর কোন কারণ থাকতো না। বরং তিনি সেই মোতাবেকই আমল করতেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর শামবাসীদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল না করার প্রকৃত কারণ মাতলা'র ভিন্নতা ছিল না। বরং কারণ হল, খবরটি সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে পৌঁছেনি। সৌদি আরবের সুবিখ্যাত আলেম ইমাম সাবূনী رحمه الله তাঁর রিসালাহ 'আস–সিয়াম' এ লিখেছেন :

وهنا مسئلة هامة وهى على جانب كبِيْر من الاهْمية لأن بِها يتعلق حكم شرعى عظيم وهو وجوب الصوم او وجوب الأفطار وهذه الْمسألة هل يعتبِر اختلاف الْمطالع بالنسبة لشهر رمضان نوجزها مِمايلى : مذهب الْجمهور الفقهاء من الْمالكية والْحنابلة والْحنفية الى القول بانه لاعبرة باختلاف الْمطالع فاذا ثبت رؤية الْهلال فى بلد اسلام الى القول بانه لاعبرة باختلاف الْمطالع فاذا ثبت رؤية الْهلال فى بلد اسلام وجب على جَميع الْمسلمين الصيام تنفيذ القول الرسول ﷺ صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته فالرسول ﷺ يُخاطب جَميع الْمسلمين بِهذا الْحديث الشريف وليس الْخطاب لاهل الشام أو لاهل الْمدينة او لاهل مصر فحسب وانّما الْخطاب لِجميع الْمسلمين فاذا

---

২১. খলীফার উপস্থিতিতেও অতীতে এ ধরণের সমস্যার সমাধান এটাই ছিল। অর্থাৎ খলীফার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সজ্ঞানে কোন ভুল করা যাবে না। - (অনুবাদক)

رآه أحد فى أى ان يكون عيد الاضحى عندهم واحد أكما أن الوقوف بعرفة يكون واحداً لِجميع الْمسلمين . رسالة الصيام صـ ২৯

"এটা একটি অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল যে, চাঁদের মাতলা'র ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না? কেননা, এই মাসআলাটি ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন – রমাযান, হজ্জ প্রভৃতি চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে জমহুর (অধিকাংশ) ফক্বীহদের মত হল, চাঁদের মাতলা'র ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। জমহুর মালেকী, জমহুর হাম্বলী ও জমহুর হানাফীদের মত হল, কোন মুসলিম দেশ ও শহরের চাঁদ দর্শন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এর দলিল হল নবী ﷺ এর হাদীস, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"।[২২] এই হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত মুসলিমের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধন সিরিয়া, মদীনা বা মিশরবাসীর জন্য খাস (সুনির্দিষ্ট) নয়। যেভাবে সমস্ত মুসলিমের আরাফা একটি দিনেই হয়, সেভাবে কুরবানীর ঈদও একই দিনেই হতে হবে।" অতঃপর ইমাম সাবূনী رحمه الله লিখেছেন :

والى زمن قريب كان الْمسلمون يصومو ويفطرون فى يوم واحد فى أيام الدولة الْعثمانية كانت أيام الصيام وأيام الاعياد متفقة ومتحدة وهذا بلا شك مظهر رائع من مظاهر وحدة الْمسلمين فى أقطار العالم ينبغى أن يأخذبه حكام الْمسلمين فى شتى الأقطار والديار

"নিকটবর্তী অতীতের তুর্কী খেলাফতের সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলিম একই দিনে সিয়াম শুরু করতেন এবং একই দিনে ঈদ করতেন। তারা আজকের মুসলিমদের থেকে তেজস্বী মুসলিম ছিলেন। যদি উসমানী খিলাফতের সময় এ ধরণের মুসলিম ঐক্যের নিদর্শন উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তবে এখন তা কেন অনুপস্থিত? আজকে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নিজ নিজ দেশ ও জাতীয় সরকারের ভিত্তিতে উক্ত ঐক্যের আদর্শ কেন উপস্থাপন করছে না? অথচ এখন খবর পৌঁছানোর মাধ্যম তৎকালীন সময়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশী দ্রুতগামী (বরং তাৎক্ষণিক)।"

উল্লেখ্য যে, উসমানী খেলাফত হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল। যদি তারা এই মাসআলার উপর আমল করতে পারে – তবে আজ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যেখানে অধিকাংশ লোকই হানাফী তারা কেন তা পারবে না? আমি পূর্বেই ফাতাওয়ায়ে আলমগীরের সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের জাহেরী মত হল, চাঁদের মাতলা'র (উদয়স্থলের) ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য। এই মাযহাব অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলের খবর পূর্বাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলের খবর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

ইমাম সাবূনী رحمه الله 'সিয়াম' সম্পর্কিত রিসালাতে (পৃ: ৩৪) লিখেছেন : "আজ বিশ্বে মুসলিমদের যতগুলো রাষ্ট্র আছে ঐ রাষ্ট্রগুলোর এক দিকের শেষাংশ থেকে অপর দিকের শেষ সীমানার চাঁদের মাতলার পার্থক্য মাত্র ৯ ঘন্টা। অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই রমাযানের প্রথম রাতটির কোন না কোন অংশ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং কোন মুসলিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে সমস্ত মুসলিম বিশ্বই সুবহে সাদিকের পূর্বে সিয়াম পালনের সূচনা করে ঐক্যবদ্ধ উম্মাতের আদর্শ উপস্থাপন করতে পারে।" কিন্তু বড়ই আফসোস! পাকিস্তান ও সৌদি হুকুমাতের সময়ের পার্থক্য মাত্র ১ ঘন্টা। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের ঈদের পার্থক্য ২৪ ঘন্টা থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রখ্যাত হানাফী আলেম ইউসূফ লুধিয়ানভী "আপকে মাসায়েল আওর উন কা হাল" (৩/২৬০ পৃ:) গ্রন্থে লিখেছেন : "(হানাফীদের) জাহেরী (সুস্পষ্ট) মাযহাব অনুযাযী মাতলা'র ভিন্নতার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু মুতাআখখিরীন (পরবর্তী হানাফী বিশেষজ্ঞগণ) মাতলা'র ভিন্নতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ফাতাওয়া জাহেরী মাযহাবের উপর।" সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাযহাব হল – মাতলা'র ভিন্নতা গ্রহণ না করে সমগ্র বিশ্ব মুসলিম একই দিনে ঈদ পালন করবে।

সিয়াম পালনকারী ঈদের খবর পেলে কি করবে

যখন কোন শহর বা দেশে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে, কিন্তু অন্য শহর বা দেশে চাঁদ না দেখার কারণে রমাযানের সিয়াম পালনরত মুসলিমদের কাছে ঈদের চাঁদের খবর পৌঁছালে তাদেরকে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যদি ঈদের সালাতের ওয়াক্ত তখন পর্যন্ত বাকী থাকে তবে ঈদের সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি ঈদের সালাতের ওয়াক্ত না থাকে তবে পরের দিন ঈদের সালাত আদায় করতে হবে। এর দলীল হল নিচের হাদীসটি :

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ اخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لاَهَلاَّ الْهِلاَلَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا زاد فى حديثه وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلَى مُصَلاَّهُمْ

[২২]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

"রিব'য়ী ইবনে হিরাশ নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একবার লোকেরা রমাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে সিয়াম ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ﷺ) আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন : "আর তারা যেন আগামী কাল 'ঈদের সালাত আদায়ের জন্য 'ঈদগাহে গমন করে।"[২৩]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, ঈদের খবর পাবার পর কোন মুসলিমের জন্য সিয়াম রাখা জায়েয নয়। সুতরাং যে সমস্ত আলেম ফাতাওয়া দেন যে, সিয়াম ভঙ্গ করা যাবে না বরং সিয়ামটি নফল সিয়ামে পরিণত হবে – তাদের এই ফাতাওয়াটি সহীহ নয়। কেননা নবী ﷺ ঈদের দিন সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া পূর্বোক্ত হাদীসটিতেও নবী ﷺ দু'জন বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাহাবাদেরকে ﷺ সিয়াম ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হল, ঈদের দিন নফল সিয়াম রাখা জায়েয নেই।

চাঁদ দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

চাঁদ সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিশ্লেষণ অতীব জরুরি। (১) মক্কার বাইরের মুসলিমরা কোন দিনটিতে আরাফাতের দিনের সিয়াম রাখবে? তারা কি ঐ দিন সিয়াম পালন করবে যেদিন মুসলিমরা আরাফাতে জমায়েত হয়, নাকি নিজ নিজ এলাকার চাঁদ অনুযায়ী যেদিন স্থানীয় তারিখ ৯ জিলহজ্জ হয়, সেদিন পালন করবে? লক্ষ্যণীয় যে, নবী ﷺ সিয়াম পালনের এই সওয়াবের দিনটি আরাফাতে জমায়েতের দিনটিকে নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আরাফাতের দিনেই হাজী সাহেবগণ ছাড়া অন্যান্য মুসলিম উক্ত নফল সিয়াম পালন করবে। আর যেদিনটিতে মুসলিমগণ আরাফাতের সিয়াম পালন করবে তারপরের দিনটিতেই ঈদ পালন করবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় চাঁদের তারিখ যেটাই হোক না কেন।

---

[২৩]. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২২৩৯ নং]

(২) দ্বিতীয় মাসআলা হল – ইসলামী তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত। এটাই সুস্পষ্ট যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের তারিখ একটিই হবে। এটা কখনোই হতে পারে না যে, বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামী তারিখ পৃথক পৃথক হবে। এর ফলে তারিখের হিসাব রাখার উদ্দেশ্যই বৃথা হয়। পক্ষান্তরে সমগ্র বিশ্বে ইংরেজী তারিখ একটিই থাকে। উত্তর বা দক্ষিণে, পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থানের প্রেক্ষিতে কোন দেশের তারিখেই পরিবর্তন হয় না। যদিওবা এক্ষেত্রে তাদের সময়ের পার্থক্য থাকে। দেশগুলোর মধ্যে এই সময়ের ব্যবধান এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা এমনকি ১২ ঘন্টা পর্যন্তও হয়ে থাকে। এরপরও তাদের তারিখ একই থাকে।

(৩) তৃতীয় মাসআলাটি হল – লায়লাতুল ক্বদরের ফযিলত সম্পর্কিত। লায়লাতুল ক্বদরে ইবাদাতের সওয়াব এক হাজার রাতের চেয়েও বেশী। যদি প্রত্যেক দেশ বা শহরের চাঁদ অনুযায়ী লায়লাতুল ক্বদর হয়, তবে তো একাধিক লায়লাতুল ক্বদর হয়। অথচ কুরআন ঐ রাতটিকে একটি রাত বলে উল্লেখ করেছে এবং একের অধিক রাতকে বলেনি। আর লায়লাতুল ক্বদর তখনই একটি রাত হবে যখন সমস্ত দুনিয়াতে ইসলামী তারিখ একটিই হবে।

সার সংক্ষেপ

এ মুহূর্তে কোন মুসলিম রাষ্ট্রই ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসটির উপর আমল করে না। সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস ﷺ হাদীসটির বাব (অনুচ্ছেদ) হল "প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজস্ব চাঁদ প্রযোজ্য" দ্বারা প্রচলিত দেশ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলা হয়নি। কেননা ইবনে আব্বাস ﷺ যখন এই কথা বলেছিলেন তখন সমস্ত মুসলিম বিশ্ব একটি রাষ্ট্রেরই অধীন ছিল। তাছাড়া যখন ইমাম মুসলিম বা ইমাম নববী (رحمه الله) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ঐ হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত বাব বা অনুচ্ছেদ লিখেছেন তখনও সমগ্র বিশ্বের মুসলিম একই খলীফার অনুগত ছিল তথা একক রাষ্ট্র ছিল। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়, ইবনে আব্বাস উক্ত 'বালাদ' শব্দটির অর্থ শহর নিয়েছেন। যদি তা–ই হবে, তাহলে আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ছোট বা বড় শহরগুলো কি নিজ নিজ চাঁদ দর্শনকে মেনে নিতে প্রস্তুত আছে? তাছাড়া এমনকি কোন মুফতি বা আলেম আছেন, যিনি প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শহরকে পৃথক পৃথকভাবে চাঁদ দেখার ফাতাওয়া দিয়েছেন? এটা সুস্পষ্ট যে, কক্ষনো নয়। সুতরাং যদিওবা ইবনে আব্বাস ﷺ এর বর্ণনাটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের কোথাও এর হুবহু আমল নেই। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের কোন জামায়াত (সংগঠন) বা ফিরক্বা এ বর্ণনার প্রতি আমল করে না। সুতরাং সহীহ বিশ্লেষণ সেটাই যা এই রিসালাতে মুসলিমদের ইমামদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর তা–হল, **"বিশ্বের কোন অঞ্চলের প্রথম চাঁদ দর্শনের খবর বিশ্বব্যাপী যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে সে পর্যন্ত উক্ত চাঁদের হুকুম প্রযোজ্য হবে।"**

ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান

লেখক ঃ কামাল আহমাদ

[এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা। যা ১ রমাযান, ১৪২৭ হিজরী তারিখে লিখিত। এখন আমরা এর কিছু সংযোজনীসহ প্রকাশ করা হল।]

মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও বিশেষভাবে হজ্জের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট চাঁদের হিসাব জরুরী

মাসআলা – ১ ঃ একটি চাঁদের হিসাব অনুযায়ীই বিশ্বব্যাপী তারিখ (দিন/মাস/বছর) ও হজ্জের সময় নির্ধারণ করা ওয়াজিব।

দলীল ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"[২৪]

আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, মানবজাতির জন্য চাঁদের হিসাবে দিন-তারিখ ও হজ্জের সময় নির্ধারণ একই হতে হবে। যেন তারা সবাই চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী দিন, মাস ও বছর গণনা এবং হজ্জ, সিয়াম, 'ঈদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো একই সাথে উদযাপন করতে পারে। "এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক" বক্তব্যের দ্বারা কোন বিশৃংখল দিন–তারিখের হিসাব সৃষ্টি করার মোটেই উদ্দেশ্য নেই, বরং সুশৃংখল দিন–তারিখ ও সময় নির্ধারণই উদ্দেশ্য।

[২৪]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।

সুতরাং আয়াতটির আলোকে এটা সম্পূর্ণ বিবেক ও বাস্তবতা বিরোধী যে, কেবল হজ্জ পালনের ক্ষেত্রেই মুসলিমদের তারিখ এক হবে এবং অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদ দর্শনের আঞ্চলিকতাই প্রাধান্য পাবে।[২৫]

প্রতিদিনের সময় নির্ধারণের জন্য যেভাবে সূর্যকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি সুনির্দিষ্টভাবে মাস ও বছর গণনার জন্য একটি চাঁদের হিসাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" [সূরা ইউনুস ঃ ৫ আয়াত]

লক্ষ্যণীয় দিক ঃ যদি চাঁদের তারিখ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় তাহলে চন্দ্র মাসের হিসাবটি কি নিরর্থক হয় না? আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

"আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; এরপর রাতের নিদর্শনটি করেছি নিষ্প্রভ আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার।" [সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ১২ আয়াত]

লক্ষ্যণীয় দিক ঃ একই দিনে ভূখন্ড ভিত্তিক বিভিন্ন তারিখ হলে কিভাবে সঠিক হিসাব হল? আমরা কি আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে বিগত যামানার উম্মাতের

[২৫]. যদি কখনো সৌদি আরবের পূর্বে কোথাও হজ্জের চাঁদ দেখা যায় সেক্ষেত্রে ঐ এলাকার মানুষের জন্য হজ্জের বিধান কি হবে? এ সমস্যার সমাধান একটিই – আর তা হল সমগ্র বিশ্বে একই হিসাবে হিজরী সাল গণনা। যে স্থানেই চাঁদ দেখা যাক না কেন, প্রথম চাঁদ দর্শনেই মাসের পহেলা তারিখ হবে।

ধারাবাহিক 'আমলগত সীমাবদ্ধতাকে কুরআনের দাবীর বিরোধীতায় পেশ করতে পারি? কক্ষনো না।

উপরের দু'টি আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, সূর্য প্রতিদিনই উদয় ও অস্ত যাওয়ায় সালাতের হিসাবটিও প্রত্যেক দিনের স্থানীয় সূর্যের সময়ের অনুযায়ীই হতে হবে। পক্ষান্তরে চাঁদ মাসে একবারই উদয় ও অস্ত যাওয়ায় এর হিসাব মাস ভিত্তিক – আর এ কারণেই সিয়াম, ঈদ ও হজ্জ পালন পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদের খবর বিশ্বস্তসূত্রে পৌঁছালেই তা পালন করতে হবে। যদি চাঁদ সূর্যের ন্যায় প্রতিদিনই উদয় বা অস্ত যেত তাহলে সূর্যের ন্যায় স্থানীয় চাঁদের উদয় ও অস্ত হিসাবেই হিজরী তারিখ, মাস ও বছর গণনা করতে হত। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, সূর্যের হিসাবটি স্থানীয় (Local), পক্ষান্তরে চাঁদের হিসাবটি সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রিক (Global)।[২৬]

উক্ত আয়াতগুলোতে অঞ্চল ভিত্তিক স্বতন্ত্র চাঁদ দর্শনের মধ্য দিয়ে অঞ্চল ভিত্তিক স্বতন্ত্র তারিখ ও হজ্জের সময় নির্ধারণেরও বিরোধীতা করা হয়েছে। কেননা অন্যত্র

২৬. ডঃ আব্দুল মান্নান খান বলেন ঃ "অনেকের ধারণা সূর্য ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হওয়ার কারণে যেমনি সালাত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আদায় করতে হয়, তেমনি চাঁদও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন তারিখে 'ঈদ হবে। এখানে একটি ভুল 'এনালজী' কাজ করছে। কারণ এখানে চাঁদকে সূর্যের ওপর এবং সাওমকে সালাতের ওপর ক্বিয়াস করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যায় এটা একটা বুঝার ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার সবব বা কারণ হচ্ছে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান, আবার আদায়ও হয় এর উপর ভিত্তি করে। কিন্তু সাওম ফরয হওয়ার কারণে (সববে উজুব) নতুন চাঁদ দেখা। কিন্তু সাওম আদায় হবে সূর্যের অবস্থান তথা দিন–রাত্রির সূচনা ও সমাপ্তির উপর ভিত্তি করে। কাজেই নতুন চাঁদের প্রথম দর্শন প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে রমাযানের আগমন হলো এবং সাওম ফরয হওয়ার কারণ বর্তমান হলো। কিন্তু এ ফরয আদায় করা হবে সূর্যের স্থানীয় অবস্থান নিয়ে। অর্থাৎ পরদিন সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করতে হবে। আবার রমাযানের সমাপ্তি ঘোষিত হবে নতুন চাঁদ দেখে, সূর্যের কারণে নয়। সাওমের বেলায় সূর্য ও চাঁদের এই পার্থক্য অনেকের জানা না থাকার কারণে চট করে বলে বসেন সালাত যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময় আদায় করতে হয়, তেমনি সাওমও ভিন্ন ভিন্ন দিনে আদায় করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন দিন, কথা দুটো কিন্তু এক নয়। যদিও সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সালাত আদায় করতে হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সময় সাহরী এবং ইফতার করার কথা। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিনে যেমন জুম'আর সালাত আদায় করা হয় না, বরং একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আদায় করতে হয় – তেমনি সাওমও ভিন্ন ভিন্ন দিনে শুরু না করে একই দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় আদায় করার কথা। যেমন ফজরের সালাত আমরা আরব দেশের আগে আদায় করি, তেমনি 'ঈদের সালাতও আমরা একই দিনে স্থানীয় সময় হিসেবে আরব দেশের আগে আদায় করবো।" [ডঃ আব্দুল মান্নান খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সারা বিশ্বে একই দিনে 'ঈদ এবং অন্যান্য দিবসসমূহ পালন (প্রেস কনফারেন্সে পঠিত)]

আল্লাহ তা'আলা হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهَرٌ مَّعْلُوْمتٌ "হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসগুলোতে।"[২৭]

হারাম বা সম্মানিত মাসগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চন্দ্র মাসের হিসাব জরুরি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٍ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِه مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ

"লোকেরা আপনাকে হারাম মাসে[২৮] যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন : তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাদের সেখান হতে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। আর 'ফিতনা' হত্যার চেয়ে বড় অন্যায়।"[২৯]

শানে–নুযূল ঃ নবী ﷺ এর যামানায় একদল মুসলিম সৈন্যের হাতে কাফিরদের একজন নিহত হয় এবং কয়েকজন বন্দি হয়। মুসলমিগণ এটা জানতো না যে, রজব মাস শুরু হয়ে গেছে। (অর্থাৎ রজব মাসের চাঁদ উদয় হয়েছে)। তখন কাফিররা মুসলিমদের প্রতি এই অভিযোগ দিতে থাকল যে, দেখ সম্মানিত মাসের সম্মানের প্রতি তারা গুরুত্ব দেয় না। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।"[৩০]

২৭. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৯৪ আয়াত।

২৮. **হারাম মাস ঃ** 'রজব', 'যিলক্বাদ', 'যিলহাজ্জ' ও মুহাররম – এই চারটি মাসকে জাহেলিয়াতের যামানাতেও হারাম বা সম্মানিত মাস হিসাবে গণ্য করা হত। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ–বিগ্রহ অপছন্দনীয় ছিল। ইসলামও ঐ মাসগুলোকে সম্মান দিয়েছে। [সালাহুদ্দীন ইউসুফ, আল-কুরআনুল কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ও তাফসীর (রিয়াদ), উক্ত আয়াতের তাফসীর, ৮৭ পৃ:]

২৯. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২১৭ আয়াত।

৩০. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, আল-কুরআনুল কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ও তাফসীর (রিয়াদ), উক্ত আয়াতের তাফসীর, ৮৭ পৃ:। বিস্তারিত ঃ তাফসীরে কুরতুবী, ইবনে কাসির, মাযহারী। ইমাম সুয়ূতী رحمه الله 'দুররে মানসুরে' (১/৬০০) হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন [ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী, বায়হাক্বী সূত্রে ঃ তাফসীরে কুরতুবী (মিশর ঃ মাকতাবাতুল তাওফিক্বিয়াহ) ৩/৩৬ পৃ:]

সুস্পষ্ট হল, মুসলিম সৈন্যগণ ভুল গণনা বা চাঁদ না দেখতে পেলেও মাস গণনার ধারাবাহিকতা স্বাভাবিক হিসাবেই গণ্য হয়। সাথে সাথে মুসলিমদের ভুলেরও স্বীকার করা হয়। যদিও এর পূর্বে মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের অন্যায় ব্যবহার ছিল অনেক বেশী গুরুতর অপরাধ (আয়াতের শেষাংশের দাবীনুযায়ী)।

এক্ষণে বর্তমান যামানায় চাঁদ গণনার হিসাব বিশ্বব্যাপী এক না হলে অনুরূপ ভুল বুঝাবুঝির সমাধান কিভাবে হবে? অথচ এখন সর্বাধুনিক দ্রুতগামী যুদ্ধাস্ত্র ও বিমানের ব্যবহার হচ্ছে। তাহলে কি এক অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য আক্রমণ জায়েয হবে, আর অন্য অঞ্চলের জন্য হারাম হবে? সুতরাং এ আয়াতের দাবীও এটাই যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে চাঁদের হিসাব একটিই হতে হবে। অন্যথায় আমীরুল মু'মিনীন বা খলিফাতুল মুসলিমীনের জন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী হজ্জ এবং জিহাদ বা ক্বিতাল সংক্রান্ত নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কেননা ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদ দর্শনে অঞ্চল ভিত্তিক দুই থেকে তিন দিনেরও ব্যবধান হতে দেখা যায়।

মাসআলা – ২ ঃ নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলেও অন্য এলাকার চাঁদ দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত হলে তার উপর 'আমল করতে হবে। পক্ষান্তরে অন্য এলাকার চাঁদ দর্শনের খবর না পৌঁছালে বা অনেক দিন পরে পৌঁছালে নিজ ভুখন্ডের চাঁদ দেখার উপর 'আমল করার সুযোগ আছে।

দলীল ঃ

عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ اَنَّ رَكْبًا (وفى رواية فَجَاءَ رَكِبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ) فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُّفْطِرُوْا ، وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَّغْدُوْا إِلَى مَصَلاَّهُمْ

"আবূ 'উমাইর বিন আনাস ﷺ তাঁর চাচাদের [সাহাবীদের ﷺ] নিকট থেকে বর্ণনা করেন, একটি কাফেলা (অন্য বর্ণনায়, দিনের শেষভাগে) এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে নবী ﷺ তাদেরকে সিয়াম ভঙ্গ (ইফতার) করতে বললেন এবং পরদিন সকালে 'ঈদের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন।"[৩১]

[৩১]. **সহীহ ঃ** আহমাদ, আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম; এর সনদ সহীহ (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান) হা/৪৭৪। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বে আবূ দাউদ হা/১১৫৭]।

সুস্পষ্ট হল, হাদীসে বর্ণিত কাফেলাটি নবী ﷺ এর নিজস্ব এলাকার ছিল না। কেননা, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না যাওয়ায় নবী ﷺ ও সাহাবাগণ সিয়াম রেখেছিলেন। সুস্পষ্ট হল, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখা গেলে অন্য এলাকার চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালেও ঐ চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম, 'ঈদ, হজ্জ প্রভৃতির বিধান কার্যকরী করা যাবে। এ পর্যায়ে দূরত্বের বিষয়টি কোন দলীল দ্বারাই সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।[৩২]

সংশয় ঃ এ পর্যায়ে সহীহ মুসলিমের তরজমাতুল বাব (অনুচ্ছেদ) অনেককে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়।

যেখানে বলা হয়েছে :

بَابُ بَيَانِ اَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتِهِمْ وَاَنَّهُمْ اِذَا رَاَوُ الْهِلاَلَ بِبِلَدٍ لاَيَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدُ عَنْهُمْ [بلد = শহর, নগর, ভূখন্ড, দেশ]

"প্রত্যেক দেশের শহরের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য শহরের মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কোন শহরের লোক যদি চাঁদ দেখে তবে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী শহরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।"[৩৩]

সমাধান ঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন : "এটা রসূলুল্লাহ ﷺ এর মারফু' হাদীস নয় এবং কোন সাহাবীরও উক্তি নয়। বরং এটা

ইবনে মাজাহতে (হা/১৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে ঃ فَجَاءَ رَكِبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ "একটি কাফেলা দিনের শেষভাগে আসল।" 'হাদীসটি সহীহ'। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ পৃ: ২৯০]

[৩২]. মাস'উদ আহমাদ رحمه الله উক্ত হাদীসটির সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে লিখেছেন ঃ "এমন কোন স্থান যা খুব বেশী দূরবর্তী নয়, সেখানে চাঁদ দেখা গেলে তা ইসলামের বিধান পালনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।" [তাফসীরে কুরআনে 'আযীয (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন) ১/২৫৭ পৃ:]

এর জবাবে ইমাম শওকানী رحمه الله এর উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। তিনি (رحمه الله) বলেছেন ঃ

وسواء كان بين القطرين من العبد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا بقبل التخصيص إلا بدليل

"যদিও দু'টি শহরের মধ্যে এত দুরত্ব থাকে যার ফলে ওদের চাঁদের উদয়স্থলে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব এক জায়গার চাঁদ দেখার খবর কিছু এলাকা পর্যন্ত নির্দিষ্টকরণ ততক্ষণ চলবে না যতক্ষণ ওর প্রমাণে কোন দলীল পেশ না করা যাবে।" [নায়লুল আওতার (মিশর) ৪/৫৫৯ পৃ:]

[৩৩]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম।

কোন ফক্বীহ্‌র ব্যক্তিগত উক্তি। সেজন্য এই আইনটি (বিধানটি) হাদীসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৩৪]

কেননা উক্তিটি পূর্বে বর্ণিত সহীহ হাদীসটির বিরোধী। যেখানে সুস্পষ্ট হয়েছে, নবী ﷺ দিনের শেষ ভাগে নিজ শহর ব্যতীত অনেক দূর থেকে আসা কাফেলার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর 'আমল করার হুকুমও দিয়েছেন। তাছাড়া দ্রুতগামী যানবাহনের উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে সাথে দূরত্বের শর্তটি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে। সম্ভবত এ কারণে, নবী ﷺ এর কোন হাদীসেই দূরত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। নবী ﷺ এর কাছে কাফেলাটির সংবাদ না পৌঁছালে তিনি কি করতেন? সংগত কারণেই, রমাযানের ৩০ দিন পূর্ণ করতেন। কাজেই এখানে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পৌঁছানোটাই শর্ত হল। এবং কখনই দূরত্বকে শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না। এ কারণে ইমাম শওকানীর رحمه الله বক্তব্যটিই যথার্থ।[৩৫]

সংশয় ঃ সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত বর্ণনাটিও অনেকে অঞ্চল ভিত্তিক চন্দ্র দিন–তারিখ নির্ধারণের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

কুরায়ব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারিস তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া رضي الله عنه এর কাছে পাঠালেন। (কুরায়ব رضي الله عنه বলেন,) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায়ই রমাযানের চাঁদ দেখা গেল। জুম'আর দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর **রমাযানের শেষ ভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম**। 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه আমার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুম'আর দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়া رضي الله عنه ও সিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মু'আবিয়া رضي الله عنه এর চাঁদ দেখা এবং তার সাওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি (رضي الله عنه) বললেন ঃ

لاَ هكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَشَكَّ يَحْيَ بِنْ يَحْيَ فِيْ نَكْتَفِيْ اَوْ تَكْتَفِيْ

"না যথেষ্ট নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৬]

সমাধান ঃ (১) ইমাম শওকানী رحمه الله ইবনে 'আব্বাসের শেষোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "এর দাবী হল যেভাবে তিনি (পূর্বে) বলেছেন : **فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ** "আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব।" এ মর্মে নবী ﷺ এর নির্দেশ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে : **لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين** "সিয়াম রাখবে না যতক্ষণ না চাঁদ দেখ। এভাবে রোযা খুলবে না যতক্ষণ না (শাওয়ালের) চাঁদ দেখ। আর যদি চাঁদ তোমাদের উপর গোপন থাকে, তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।" প্রত্যেক দিকের অধিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উক্ত হুকমটি সুনির্দিষ্ট (খাস) নয় (**وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد**), বরং উক্ত সম্বোধনটি সমস্ত মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (**بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين**)। সুতরাং এ দলীলটির মাধ্যমে কোন ভূখন্ডের চাঁদ দেখার আবশ্যকতা অন্য ভুখন্ডের চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়ার সাপেক্ষে আর আবশ্যক থাকে না (**فالاستدلال به على لزوم ورية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم لزوم**)। কেননা কোন ভূখন্ডের চাঁদ দেখাটাই যেন সমস্ত মুসলিমের দেখা, যা অন্যদের পক্ষ থেকে আবশ্যকীয় বিষয়ের দায়িত্ব পালন। আর ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه এর বক্তব্যে যে দিকে ইশারা করা হয়েছে, তাতে এক ভূখন্ডের চাঁদ দেখাকে অন্য ভূখন্ডের জন্য আবশ্যক করা হয়নি। কিন্তু আবশ্যক না হওয়ার নির্দিষ্টতা (পূর্বোক্ত হাদীসের আলোকে) 'আক্বলী দলীলের বিরোধী। যদি দু'টি অঞ্চলের মধ্যে চাঁদের উদয়স্থলে অনেক পার্থক্যও থাকে তবুও তাদের পরস্পরের জন্য চাঁদের দর্শনের খবর গ্রহণযোগ্য। সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে মদীনায় ইবনে

---

[৩৪]. ওবায়দুল্লাহ রহমানী, রমাযানুল মুবারক কে ফাযায়েল ওয়া আহকাম (বেনারস : সালাফিয়্যাহ ছাপা) পৃঃ ৯ ; সূত্রে ঃ শায়েখ আইনুল বারী, সিয়াম ও রমাযান (কলিকাতা, ১৯৯২ 'ঈসায়ী) পৃঃ ২৬।

[৩৫]. ৩২ নং টিকা দ্রঃ।

[৩৬]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম .... باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم واهم اذا راو الهلال ।

'আব্বাসের ﵁ মেনে না নেয়াটা তাঁর ইজতিহাদ (নিজস্ব গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত), যা দলীলযোগ্য হতে পারে না।"[৩৭]

(২) ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ সাহাবী ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর কথাটিকে মওকুফ হিসাবেই সংকলণ করেছেন।[৩৮] অর্থাৎ ইবনে 'আব্বাসের উক্তি ঃ "না যথেষ্ট নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" এটা নবী ﷺ এর হাদীসসমূহের আলোকে তাঁর নিজস্ব গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত।

(৩) আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, মদীনা ও সিরিয়ার মাতলা বা চাঁদের উদয়স্থলে বিশ মিনিট পার্থক্য আছে।[৩৯] এ পার্থক্য সর্বাধুনিক যোগাযোগের এ যুগে চাঁদ দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামী অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কখনই বাধা হয় না। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়, ইবনে 'আব্বাসের উক্ত রায়টি তৎকালীন যামানার প্রেক্ষাপটে ছিল।

(৪) ধরা যাক, সিরিয়াবাসী ২৯ দিন সিয়াম পালন করেছেন। এখন মাদীনাবাসী এক দিন পরে সিয়াম পালন করা শুরু করাই যদি শাওয়াল বা 'ঈদের চাঁদে সিরিয়াবাসীর অনুসরণ করতেন সেক্ষেত্রে তাদের সিয়াম পালন হত ২৮ দিন। সুতরাং তৎকালীন যামানার খবরাখবর লেনদেনের সীমাবদ্ধতার কারণে ইবনে 'আব্বাস ﵁ নবী ﷺ এর হাদীসের যে দাবী বুঝে ছিলেন বা গবেষণালব্ধ রায় দিয়েছিলেন, সেটা সে সময়ের জন্য সঠিক ছিল বলেই অনুমিত হয়। নয়ত প্রথম সিয়ামটি কাযা করার ঝামেলাটি প্রায় বছরের ক্ষেত্রেই স্থির হত। এ মূল্যায়নটি সমস্ত হাদীস ও বাস্তবতার আলোকে আধুনিক দাবীর মধ্যে সমন্বয় করল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(৫) নবী ﷺ শাওয়ালের চাঁদ দেখতে না পাওয়ায় সিয়াম পালন করছিলেন। এমতাবস্থায় দিনের শেষ ভাগে আগমনকারী কাফেলার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য তিনি গ্রহণ করে সবাইকে সিয়াম ভঙ্গের হুকুম দেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয়, ইবনে 'আব্বাসের উক্তিটি নবী ﷺ এর উক্ত হুকুম বিরোধী বিধায় তা অগ্রহণযোগ্য। যদি নিজ এলাকার চাঁদ দর্শন জরুরি হয়, তাহলে নবী ﷺ ভিন্ন এলাকার চাঁদ দর্শনের খবর গ্রহণ করতেন না। কেননা নবী ﷺ এর এলাকার কেউই নিজ এলাকায় চাঁদ দেখতে না পাওয়ার সিয়াম পালন করছিলেন। এ পর্যায়ে দূরত্ব বা ভুখন্ডের ব্যাখ্যা আপেক্ষিক। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়ে তার উপর 'আমল করাটা আপেক্ষিক নয়। সুতরাং বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়ার 'আমলটিই এখানে শরি'য়াত। তাছাড়া যোগাযোগের উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে সাথে দূরত্বের শর্তটি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে। সম্ভবত এ কারণে, নবী ﷺ এর কোন হাদীসেই দূরত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি – আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসের বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন

ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর হাদীসটি সেসব অঞ্চলের জন্য আজও প্রযোজ্য হবে যেখানে পৃথিবীর প্রথম চাঁদ দর্শনের খবর পৌঁছে না। এ পর্যায়ে শাওয়াল বা 'ঈদের চাঁদ দর্শনের ক্ষেত্রেও তারা ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর 'আমল অনুযায়ী নিজ এলাকার চাঁদ দর্শনপূর্বক 'ঈদ বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবে। এমনকি রমাযান শুরু হওয়ার বেশ কিছু দিন পরে যদি তারা নিজেদের এলাকার পূর্বে চাঁদ উঠার খবর পায়, সেক্ষেত্রেও ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর ইজতিহাদের উপর 'আমল করতে পারবে [যা তিনি (﵁) নবী ﷺ এর হাদীসের মর্ম হিসাবে পালন করেছিলেন]। পক্ষান্তরে যেসব অঞ্চলে পৃথিবীর প্রথম চাঁদ দর্শনের খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছে যাবে তারা কাফেলার হাদীসটির অনুসরণ করবে, যদিও সেটা তাদের নিজ এলাকা নয় বরং দূরবর্তী এলাকা। এ পর্যায়ে উভয় হাদীসের দাবীর উপর 'আমল করা যাবে। যা একটি উত্তম সমন্বয়। উভয় হাদীসের এ সমন্বয়ের বিরোধীতা প্রকারান্তরে কিতাবের কিছু অংশ মানা এবং কিছু অংশ না মানা।[৪০]

---

৩৭. ইমাম শওকানী ﵀, নায়লুল আওতার (মিশর) – কিতাবুস সিয়াম باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم ৪/৫৫৯ পৃ: হা/১৬৩৬।

৩৮. হাফিয ইবনে হাজার ﵀, জুযউল মওকুফ ৫৯ নং। [মুসলিম শরহে নববী (মিশর) ৭/১৯৫ পৃ:, আলোচ্য হাদীসটির টিকা দ্র:]।

৩৯. ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ, ১/৪১৬ পৃ:; সূত্রে ঃ শায়খ আইনুল বারী, সিয়াম ও রামাযান (কলিকাতা, ১৯৯২), পৃ: ২৬।

৪০. আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের বিশ্বাস কর এবং কিছ অংশের প্রতি অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদের আশাদ্দুল 'আযাবে (কঠিন 'আযাবে) নিক্ষিপ্ত করা হবে।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ৮৫ আয়াত]

সংশয় ঃ সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের তরজমাতুল বাব বা অনুচ্ছেদে ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর হাদীসটির আলোকে বলা হয়েছে 'চাঁদ নিজ নিজ ভূখন্ডের জন্য প্রযোজ্য'। তাছাড়া অনেক ফক্বীহও উক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।[৪১]

সমাধান ঃ উক্ত ইমামগণ ﵀ তাদের যামানার দাবী অনুযায়ী ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর সিদ্ধান্তের সাথে এক মত হওয়ায় তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে তাদের এ সিদ্ধান্ত বেশী যৌক্তিক ছিল। কেননা আজকের যামানায় কাফেলার হাদীসটি জীবনকে যেভাবে সহজ করে দিচ্ছে,[৪২] ইমামদের যামানায় কাফেলার হাদীসটির প্রয়োগ ঠিক ততখানিই জটিল করে দিতে পারত। সৃষ্টি হত নানা বিভ্রান্তি।[৪৩] পক্ষান্তরে আজকের যুগে একযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চাঁদের খবর পাওয়ার পরও তার উপর আমল না করাটাই বেশী বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অথচ পূর্ব শতাব্দীগুলোতে দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদের খবর পৌঁছানোর মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। এ কারণে সমন্বয় সাধন অনুচ্ছেদে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাই উভয় হাদীসটির প্রকৃত সমাধান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সংশয় ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ নবী ﷺ এর অন্যান্য সহীহ হাদীসের দাবী মোতাবেক জালিম, ফাসিক এবং নবী ﷺ প্রদর্শিত হিদায়াত ও সুন্নাতের উপর নেই এমন শাসকদেরও আনুগত্য করতে হবে। এ পর্যায়ে ইবনে 'আব্বাস ﵁ এর হাদীস ও নবী ﷺএর শাসকদের প্রতি উম্মাহর কর্তব্য সম্পর্কিত নির্দেশের আলোকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে (দেশ/ভূখন্ডের) শাসকের ঘোষিত চাঁদ দর্শনের প্রতি 'আমল করা জরুরি।

সমাধান ঃ নবী ﷺ উপরোক্ত শাসক আগমণের ভবিষদ্বাণী করেছেন এবং তাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন অন্যায় ও কুরআন সুন্নাহ বিরোধী সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বলেননি। যেমন নবী ﷺ বলেছেন ঃ

[৪১]. বিস্তারিত ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন ﵀, নতুন চাঁদ (মেহেরপুর ঃ 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ডিসে' ২০০৫) পৃ: ১০-১৬। উল্লেখ্য এ পুস্তিকাটিতে 'কাফেলার হাদীস'টি নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। তাছাড়া পুস্তিকাটিতে সহীহ মুসলিমের হাদীসে ইবনে 'আব্বাসের বক্তব্যটি মূল আরবী অনুবাদের পরে অতিরিক্ত বাক্য যোগ করে ভাবানুবাদ হিসাবে বর্ধিত করা হয়েছে (পৃ: ১১) যা সূক্ষ্ম সমালোচনার দাবী রাখে।

[৪২]. যেমন – সমগ্র বিশ্বে একক হিজরী তারিখ গণনা, এ সংক্রান্ত মতভেদের নিরসন প্রভৃতি।

[৪৩]. যেমন – যারা চাঁদ দেখার খবর পায়নি দেরীতে খবর পৌঁছানোর কারণে রমাযানের ১ম দিনের সিয়ামের কাযা আদায়, 'ঈদের দিনে সিয়াম পালন অথচ সে দিন সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ প্রভৃতি মতপার্থক্য।

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ .

"প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। যদিও সেই নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শ্রবণ করার ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই।"[৪৪]

সুতরাং চাঁদের মাস গণনার ক্ষেত্রেও যদি শাসক শরী'য়াতের বিধান লঙ্ঘন করে, তবে সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য করার অনুমোদন শরী'য়াতে নেই।

সংশয় ঃ সালাতের ন্যায় চাঁদের হিসাব রাখাও একটি 'ইবাদাত। যুগের পরিবর্তনের সাথে এ 'ইবাদাত পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। বরং উম্মাতের ধারাবাহিক 'আমল থেকে আমরা যে প্রমাণ পাচ্ছি তা–ই মানতে হবে। কেননা এটা প্রকারান্তরে ইজমা'র হুকুমের মর্যাদা পাচ্ছে। আর কুরআন–সুন্নাহর পরে মু'মিনদের বিশেষত পূর্ববর্তী নেককারদের (সালফে–সালেহীনদের) পথের অনুসরণ করা (সূরা নিসা ঃ ১১৫ আয়াত) আমাদের জন্য জরুরি।

সমাধান ঃ নবী ﷺ বিশেষ কারণে সালাতের ক্ষেত্রেও মানুষের অনুমাণ বা ধারণার ভিত্তিতে ওয়াক্ত নির্ধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন – ক্বিয়ামাতের পূর্বে দাজ্জালের আগমণ করার পরবর্তী দিনগুলো সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন ঃ

اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِه كَاَيَّامِكُمْ

"(তা হবে) চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর ন্যায়।" তখন সাহাবীগণ ﵃ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ اَيَكْفِيْنَا فِيْه صَلاَةُ يَوْمٍ "ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের পক্ষে এক

[৪৪]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৪৯৫ নং, আরো দ্রঃ ৭/৩৪৯৬, ৩৫২৭ নং।

দিনের সালাতই যথেষ্ট?” রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ‘لاَ اُقْدِرُوْا لَه‘ قَدْرَه “না, বরং এদিনের হিসাবে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে।”[৪৫]

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, নবী ﷺ সালাতের ওয়াক্তের ন্যায় একটি ‘ইবাদাতের বিধানকেও যুগের উপযোগী হিসাবে পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন। উম্মাতের ধারাবাহিক ‘আমল বা ইজমা‘ হল নিজ নিজ এলাকার সূর্যের হিসাব অনুযায়ী সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করা। এখন নবী ﷺ এই ওয়াক্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম হুকুমের নির্দেশ দিয়েছেন, তা কি ইজমা‘র দাবীর মোকাবেলায় উড়িয়ে দিতে হবে? নাকি ব্যতিক্রম হুকুম হিসাবে পালন করতে হবে? আমরা চাঁদ দেখা সংক্রান্ত কাফেলার হাদীস ও ইবনে ‘আব্বাস ﷺ এর হাদীসটির মধ্যে যে সমন্বয় করেছি – পূর্বোক্ত হাদীসটিতে যুগের বিবেচনায় তারও পরোক্ষ সমর্থন মেলে। সুতরাং কাফেলার হাদীসটি দ্বারা এ যুগের দাবীনুযায়ী চাঁদ দেখার খবরের সত্যতা পৃথিবীর যে কোন স্থানে পৌঁছানো সাপেক্ষে একক দিন বা তারিখ গণনা করে ইসলামী বিধান পালন করাটাই সহীহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সংশয় ঃ চাঁদ দর্শনের উপর ভিত্তি করে শরী‘য়াতের হুকুম বলবৎ হওয়ার ৮ টি শর্ত আছে, যা পূরণ না হলে চাঁদ দর্শনের খবর বা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (১) মুসলিম হওয়া, (২) বিবেক সম্পন্ন হওয়া, (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (৪) অন্ধ না হওয়া, (৫) আদিল বা ন্যায় নিষ্ঠাবান ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত হওয়া, (৬) কলেমায়ে শাহাদাত বা “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি” বাক্য উচ্চারিত হওয়া, (৭) স্বচক্ষে দেখা, (৮) স্বশরীরে দেখা।[৪৬]

সমাধান ঃ উপরোক্ত শর্তগুলো তখনই প্রযোজ্য যখন ভিন্ন এলাকার লোক এসে সাক্ষ্য দেয় যে সে চাঁদ দেখেছে, অথচ স্থানীয় ভাবে চাঁদ দেখা যায়নি।[৪৭] পক্ষান্তরে যখন বিশ্বজুড়ে স্যাটালাইট চ্যানেলের মাধ্যমে (১) অসংখ্য মুসলিম (২) যারা জাগ্রত বিবেকের অধিকারী, (৩) তাদের মধ্যে অসংখ্য প্রাপ্ত বয়স্ক, (৪) যারা অন্ধ নন, (৫) যাদের অনেকেই আদিল বা ন্যায় নিষ্ঠাবান এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন বা সর্বদা চেষ্টা করেন, (৬) যারা কলেমায়ে শাহাদাত বা “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি” বাক্য

[৪৫]. **সহীহ** ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১০/৫২৪১ নং। ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাতে এলাকাতে নবী ﷺ এর এই হাদীস অনুযায়ী সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ এবং উপস্থাপিত একযোগে সমগ্র বিশ্বে চাঁদের হিসাব তথা সিয়াম, ‘ঈদ ও হজ্জ পালনের সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে।

[46]. Madrasah Arabia Islamia, ÔSighting the Moon’ [Jamiatul Ulama (Council of Muslim Theologians), Jihannesburg – 15 October 2004] http://www.islamsa.org.za (Summarized)

[৪৭]. অত্র বইয়ের ৭ ও ৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

কম–বেশী সর্বদা পাঠ করেন, (৭) যাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি স্বচক্ষে এবং (৮) স্বশরীরে দেখেন আর অগণিত ব্যক্তি স্যাটালাইট চ্যানেলের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করেন – শুধু তাই নয় তাদের তারাবীহর সালাতের আয়োজনও দেখতে পান। এমতাবস্থায় উক্ত মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ ও তা দর্শন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কেননা এ যামানায় বিচার কার্য, বিশ্ব আমীর বা নেতার বক্তব্য প্রভৃতি সবাই স্যাটালাইট চ্যানেলের মাধ্যমে একযোগে প্রচার করা সম্ভব। এবং এর অডিও ও ভিডিও প্রভৃতিও সাক্ষ্য হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি” বাক্যটি সাক্ষ্য তলবের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। মূলত পূর্বোক্ত পন্থায় সাক্ষ্য তলবের বা যাচাই–বাছাইয়ের হুবহু শর্ত পূরণের প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত শর্তসমূহ তখনই প্রয়োজন যখন সর্বসাধারণ চাঁদ দেখতে পারেনি। হঠাৎ অন্য এলাকা থেকে আগন্তুক চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তাকে উপরোক্ত শর্তসমূহ যাচাই করে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আমরা যে প্রক্রিয়ায় চাঁদ দেখা ও তার খবর পৌঁছানোর কথা বলছি তা সর্বসাধারণের গোচরীভূত, যা আজকের আধুনিক বিশ্বে কোন কঠিন বা বিলাস–বহুল ব্যাপার নয়।

চাঁদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য মাসায়েল

মাসআলা – ৩ ঃ চাঁদের হিসাবে মাস ২৯ দিন বা ৩০ দিন হয়ে থাকে। ২৯ দিনের কমও নয়, আবার ৩০ দিনের বেশীও নয়।

দলীল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلشَّهْرُ هكَذَا (وفى رواية وَخَنَسَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ) يعنى مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ .

“মাস এই দিনগুলোতে এবং এই দিনগুলোতে – অর্থাৎ কখনো ২৯ দিন আবার কখনো ৩০ দিন। (উভয় সংখ্যাটি তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা বুঝালেন। ২৯ সংখ্যাটি বুঝানোর সময়) তিনি ﷺ তৃতীয় বার নিজের বৃদ্ধা আঙ্গুল বন্ধ করলেন।”[৪৮]

[৪৮]. **সহীহ** সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولانحسب ; সহীহ মুসলিম – কিতাবুস সিয়াম وباب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال। শব্দগুলো সহীহুল বুখারীর। [তাফসীরে কুরআনে ‘আযীয ১/৬৫৬ পৃ:]

মাসআলা – ৪ ঃ যদি ২৯ তারিখে মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে ৩০ দিন গণনা করবে।

দলীল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِيْنَ

"মাস কখনো উনত্রিশ রাত্রিতেও হয়। সুতরাং তোমরা সিয়াম রাখবে না যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখ। যদি চাঁদ তোমাদের থেকে মেঘের কারণে গোপন থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।"[৪৯]

মাসআলা – ৫ ঃ যদি ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা যায়, সেক্ষেত্রে দু'–এক দিন পরে চাঁদ দেখে যেন এটা বলা না হয় – "এটাতো অমুক তারিখের চাঁদ।" বরং যে তারিখে চাঁদ দেখবে তাকে সেই তারিখেরই চাঁদ বলবে। অর্থাৎ চাঁদ বড়–ছোট হওয়া বিষয়টি ধর্তব্য নয়।

দলীল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِنَّ اللهَ مُدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ

"দেখার সুবিধার্তে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন। মূলতঃ এ ঐ রাত্রের চাঁদ যে রাতে তোমরা দেখেছ।"[৫০]

মাসআলা ৬ ঃ রমাযানের জন্য শা'বানের চাঁদ দেখা ও তার তারিখ স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে হবে।

দলীল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **اَحْصُوْا حِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ** "রমাযানের জন্য শা'বানের তারিখের হিসাব রাখ।"[৫১]

মাসআলা ৭ ঃ স্থানীয়ভাবে চাঁদের দর্শক অনেক হলে একজন আদল সম্পন্ন (ন্যায়-নিষ্ঠাবান) মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। অন্যদের জন্য এর সংবাদই যথেষ্ট।

দলীল ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ বলেন:

تَرَاءَ النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّىْ رَاَيْتُه فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِه

"একবার বহুলোক মিলে চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তখন তিনি সাওম রাখলেন এবং লোকদেরকে সাওম রাখতে নির্দেশ দিলেন।"[৫২]

মাসআলা ৮ ঃ স্থানীয়ভাবে স্বচক্ষে চাঁদ দেখা না গেলে দু' জন আদল সম্পন্ন (ন্যায়–নিষ্ঠাবান) মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। অন্যদের জন্য এর সংবাদই যথেষ্ট।

দলীল ঃ

حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِسِ الْجَدَلِيِّ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ نَّنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَّمْ نَرَه وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا .... قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبى من هذا الذى اوما اليه الامير قال هذا عبد الله بن عمر صدق كان اعلم بالله منه فقال بذلك امرنا رسول الله ﷺ –

"হুসায়িন ইবনে আল–হারিস আল–জাদলী থেকে বর্ণিত, একবার মক্কার আমীর খুতবা প্রদানের সময় বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, আমরা যেন চাঁদ দেখাকে 'ইবাদাত হিসাবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলে – তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষের উপর নির্ভর করি।" .... হুসায়িন বলেন : আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজন শায়েখকে জিজ্ঞাসা করি : এই ব্যক্তি কে – যাঁর প্রতি আমীর ইশারা করলেন? তিনি বলেন : ইনি 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ। আর তিনি (ﷺ) সত্য বলেন। তাঁর (আমীরের) চাইতে তিনি [ইবনে 'উমার ﷺ] আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। যিনি (ﷺ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।"[৫৩]

---

৪৯. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭২ নং।

৫০. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম – কিতাবুস সিয়াম باب بيان انه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره।

৫১. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম باب ماجاء فى احصاء هلال شعبان। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [সহীহ জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু লিল আলবানী ১/১৯৮ নং।

৫২. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ, দারেমী, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৮২ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৩৪২]। সন্দেহের দিনে কেবল এককভাবে এক বেদুইনের সাক্ষের ভিত্তিতে রমাযানের সিয়াম পালনের নির্দেশ সম্বলিত হাদীসটি য'য়ীফ [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৩৪০, ২৩৪১]।

৫৩. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২২৩৮ নং]

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ اخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لاَهَلاَّ الْهِلاَلَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا زاد فى حديثه وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلَى مُصَلاَّهُمْ

"রিব'য়ী ইবনে হিরাশ নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একবার লোকেরা রমাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালে চাঁদ দেখেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ﷺ) আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন : "আর তারা যেন আগামী কাল 'ঈদের সালাত আদায়ের জন্য 'ঈদগাহে গমন করে।"[৫৪]

লক্ষ্যণীয় এ চাঁদ দর্শনটি স্থানীয়ভাবে ছিল না। বরং দূরবর্তী স্থানের ছিল।

মাসআলা ৯ ঃ রমাযানের চাঁদের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ।

দলীল ঃ

عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه

ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার লোকেরা চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺকে খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি সিয়াম রাখেন এবং লোকদেরকেও সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন।[৫৫]

মাসআলা ১০ ঃ যখন চাঁদ দেখবে তখন নিচের দু'আটি পড়বে।

দলীল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْاِسْلاَمِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

"হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে উদয় কর আমাদের জন্যে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) রব।"[৫৬]

বিঃ দ্রঃ বিশ্বব্যাপী একক খলীফা ও খেলাফত ক্বায়েম ছাড়া আলোচ্য মাসআলাটির ন্যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্য ও একক জাতি হিসাবে মুসলিমদের আত্মপ্রকাশ অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে। যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়–ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই ফাসিক।"[৫৭]

---

৫৪. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২২৩৯ নং]

৫৫. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৩৪২]। শুআয়েব আরনাউত তাঁর সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহক্বীক্বেও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনে হিব্বান ৮/৩৪৪৭ নং]

৫৬. **সহীহ ঃ** তিরমিযী, দারেমী। হাদীসটি সহীহ। অবশ্য প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' শব্দে বর্ণিত উক্ত হাদীসের বর্ধিত বর্ণনাটিকে অনেকে য'য়ীফ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত দারেমী (মিশর) ১/৪৪৫ পৃ:, তাহক্বীক্ব ঃ সাইয়েদ ইবরাহীম ও 'আলী মুহাম্মাদ 'আলী]। মিশকাত (এমদা) ৫/২৩১৬ নং।

৫৭. সূরা নূর ঃ ৫৫ আয়াত।

দ্বিতীয় পর্ব

নতুন চাঁদ দর্শনে মাতলার (উদয়স্থলের) পার্থক্য ভিত্তিহীন

মূল ঃ আতাউল্লাহ ডায়রাভী, অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ

শুরুর কথা

কয়েক বছর পূর্বে আমি নতুন চাঁদের উপর একটি পুস্তিকা লিখি, যা কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির বক্তব্য ছিল, ইসলামী বিশ্বের কোথাও প্রথম চাঁদ দেখা গেলে তা সমস্ত ইসলামী দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে, তবে শর্ত হল – এই খবর পালনযোগ্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ সমস্ত দেশে পৌঁছাতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি চার ইমামের বক্তব্য উপস্থাপন করি এবং এই চার ইমামের মুক্বাল্লিদদের (মাযহাবের অনুসারীদের) ফিক্বাহর কিতাবগুলো থেকে এই দাবীর সমর্থন সূত্রসহ উল্লেখ করি। যার দাবী ছিল, চার ইমামের মুক্বাল্লিদদের বক্তব্যও এটাই। তাছাড়া শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله তাহক্বীক্ব (বিশ্লেষণ) উপস্থাপন করি, তিনিও এ বিষয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থক। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله ব্যক্তিত্ব আহলে ইলমের কাছে কোন অজানা নয়। তাছাড়া নিজ সমসাময়িককালে প্রসিদ্ধ ইমাম শওকানী এবং বর্তমান যামানার সৌদী আলেম মুহাম্মাদ সাবুনীর رحمه الله তাহক্বীক্ব উল্লেখ করি। তাঁরা উভয়েই এই সিদ্ধান্তটির সমর্থক। পক্ষান্তরে এই মতামতের বিরোধী আয়িম্মায়ে ইসলামের সংখ্যা খুবই কম। তাদের কাছে ইখতিলাফে মাতালে' (চাঁদ উদয়ের ভিন্নতা)–এর দাবী হল, প্রত্যেক বালাদ বা শহর নিজের চাঁদ দর্শনের উপর নির্ভরশীল। এটা কেবল কিছু শাফেয়ীর মতামত – যাঁদের মধ্যে ইমাম নববী رحمه الله আছেন। হানাফী ফক্বীহদের মধ্যে 'কানযুল দাক্বায়েক্ব'–এর ব্যাখ্যাকারী ইমাম যায়লাঈ رحمه الله রয়েছেন। আর বর্তমান শতাব্দীর হানাফী আলেমদের মধ্যে আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী رحمه الله আছেন। এছাড়া বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ হানাফী আলেমের ফাতাওয়া হল, "এক স্থানের চাঁদ সমস্ত ইসলামী দুনিয়ার জন্য নিকটবর্তী বা দূরবর্তী স্থানের শর্ত ছাড়াই প্রযোজ্য।"

দুঃখজনক উপহাস

এ বিষয়টি কিতাবগুলোতে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যখন ইসলামী দুনিয়া অবনতি ও পতনের শিকার হয়, ইসলামী রাজ্যের ঐক্য দুশমনের হাতে ছিনতাই হয় এবং একক রাজ্য ও কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্র ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় – তখন ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের নেতারা আল্লাহ سبحانه وتعالى'র যমীনকে নিজেদের জমিদারী মনে করে খন্ড–বিখন্ড করে নেয়। এদের প্রত্যেকেই বলে, এটাই আমার দেশ, আর এদেশে অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রীয় হুকুম কার্যকরী করার কারোরই কোন হক্ব নেই। তাই তারা এটাও চাইলেন যে, রমাযান ও ঈদ নিজ নিজ দেশভিত্তিক হতে হবে। এভাবে তারা দেশের মত

আল্লাহ ﷻ'র চাঁদকেও নিজেদের মধ্যে (দেশকেন্দ্রিক) ভাগ করল। যেমন – চাঁদ পশ্চিম দিক থেকে উদয় হয়। আর এ কারণে পশ্চিমারা বলল, চাঁদ যখন আমাদের কাছে উদয় হবে তখন তা আমাদেরই হবে। অন্য কেউ–ই আমাদের মধ্যে শরীক থাকবে না। কেননা এটা আমাদের আইনী ও গণতান্ত্রিক অধিকার। আর যতক্ষণ চাঁদ আমাদের এলাকায় উদয় অবস্থায় থাকবে, সে তখন আমাদেরই থাকবে। অতঃপর যখন চাঁদ যে যে স্থানের উপরে থাকবে এবং যে রাষ্ট্র ও জাতির পরে উদিত অবস্থায় থাকবে সে তখন তাদের হবে। এই ইজারাদারী ও জবরদস্তিমূলক দখলদারিত্বের জন্য তাদের নিজ নিজ দেশের "চাঁদ দেখা কমিটি" রয়েছে। যারা এটা দেখে যে, কোন দিন তাদের দেশের উপর চাঁদ উদয় হয়েছে, যেন তারা তাদের উপরের চাঁদকে সবার আগে দখল করে নিতে পারে। আর এ সমস্ত কমিটিকে তাদের ইচ্ছা মত (চাঁদ দেখার) শাহাদাত (সাক্ষ্য) গ্রহণ ও বর্জনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এভাবে তারা যেন রমাযান ও ঈদের চাঁদকে নিজেদের হাতের মুঠিতে দখল করে নিয়েছে। অথচ এই চাঁদ সৃষ্টিগতভাবেই নিজের (প্রত্যেক মাসে) জন্ম বা উদয় হওয়ার সময় থেকেই সমস্ত উম্মাতে মুসলিমার জন্য প্রযোজ্য। এটা কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের জমিদারী নয়। যেভাবে সূর্য সবার জন্য, তেমনি চাঁদও সবার জন্য। আল্লাহ ﷻ বলেন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ

"তিনিই (আল্লাহ ﷻ) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। [সূরা ইউনুস ঃ ৫ আয়াত]

যদিও ইমামগণ চাঁদের মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের ফায়সালা দিয়েছেন এবং ঐ ফায়সালার কিতাবগুলো দিনের আলোর মতই শতাব্দীর পর শতাব্দী সংরক্ষিতভাবে চলে আসছে। এরপরও উম্মাতে মুসলিমা নিজেদের বিশৃঙ্খলা ও বিভক্তির জন্য চাঁদের মাসআলার ক্ষেত্রে উপহাসের শিকার হচ্ছে।.....[৫৮]

[৫৮]. অতঃপর সম্মানিত লেখক (১৬-১৭ পৃ:) উম্মাতের ঐক্য ও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন নেই বিধায় সেগুলোর উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। এরপর লেখক ঐ সমস্ত আলেমদের ভুল শুধরিয়ে দিয়েছেন যারা তাঁর বইয়ের সমালোচনা করেছেন। আমরা ঐ সমস্ত আলেমদের নাম উল্লেখ না করে তাদের বক্তব্যকে "ভুল ধারণা" এবং লেখকের বক্তব্যকে "সংশোধন" শিরোনামে উল্লেখ করলাম। (অনুবাদক)

মাতলা বনাম প্রত্যেক শহর কেন্দ্রিক চাঁদ গণনা

ভুল ধারণা – ১ "কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক দেশের শহর নিজের চাঁদ দেখাকে গণ্য করবে।".... (অপর একজন আলেম লিখেছেন) "এই মাসআলাতে আমার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও গ্রহণযোগ্য আমলটি হল, চাঁদের মাতলার (উদয়স্থলের) পার্থক্যকে গ্রহণ করতে হবে। যা ভৌগলিক ও মহাকাশ বিদ্যার আলোকে বাস্তব ও ব্যাপকভাবে প্রমাণিত।"

সংশোধন ঃ পুস্তিকাটির প্রথমে তারা প্রত্যেক বালাদের (শহরের) জন্য নিজস্ব চাঁদ দেখার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং একে কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত বলেছেন। অতঃপর বলেছেন, যে শহরগুলোর মাতলা' একই হবে ঐ স্থান পর্যন্ত একটি স্থানে চাঁদ দেখলে (অন্য স্থানে না দেখা গেলেও) গ্রহণযোগ্য হবে এবং ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি তা প্রযোজ্য হবে। রমাযান ও ঈদ উভয় ক্ষেত্রেই তা কার্যকরী হবে। আর বাস্তবতা হল হাজার হাজার মাইলের পর পরবর্তী এলাকার মাতলার ভিন্নতা হয়ে থাকে। যার মধ্যে অনেকগুলো শহর গণ্য হয়। সুতরাং তাদের পরবর্তী বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যটির বিরোধী। যদি প্রথমটিকে সহীহ ধরে নিই তবে দ্বিতীয় বক্তব্যটি বাতিল হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিকে সহীহ ধরে নিলে প্রথমটি বাতিল হয়। অতঃপর তারা প্রথম বক্তব্যটির স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস ﷺ'র হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির দাবী হল, "ইবনে আব্বাস ﷺ সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখাকে মদীনাবাসীর জন্য গ্রহণ করেননি।" এর দ্বারা তারা প্রমাণ করেছেন, যে স্থানের মাতলা এক না সেখানকার চাঁদ অপরের জন্য প্রযোজ্য হবে না, কেবল ঐ (মাতলায় অবস্থিত) এলাকার জন্য গণ্য হবে।

প্রথমত, হাদীসটিতে মাতলার ভিন্নতা বা ঐক্যের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং এই হাদীস মাতলার ভিন্নতার আলোচনা থেকে খারিজ (বহির্ভূত)। যারা এ হাদীসকে মাতলার ভিন্নতার স্বপক্ষে দলীল নিয়েছেন তারা নিজেদের ইলমের কমতি ও অসচেতনার জন্যই এটা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এ হাদীসটি দ্বারা সমস্ত মুহাদ্দিস "ইখতিলাফে মাতালে' বা চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা" বিষয়ক কোন **باب** বা অনুচ্ছেদ রচনা করেননি। বরং এই **باب** বা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে "প্রত্যেক বালাদের (শহরের) জন্য নিজ নিজ চাঁদ দর্শন প্রযোজ্য এবং অন্য কোন বালাদের জন্য নয়।" তাছাড়া অনেক আলেম এটা ইবনে আব্বাস ﷺ ও তাঁর শিষ্য ইকরামা'র رحمه الله মাযহাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ "ইখতিলাফে মাতালে" ভিন্ন বিষয় এবং এই আলোচনাটির মাসআলাও ভিন্ন।

অতঃপর অপর একটি হাদীস দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর তাহল, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল।"[৫৯] হাদীসটি দ্বারা তারা প্রত্যেক বসতি ও শহরের জন্য এটি প্রযোজ্য করেছেন। এরপর ইবনে আব্বাসের হাদীসের আলোকে বলেছেন, তিনি ﷺ দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করেননি। বরং মদীনাবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাকেই গণ্য করেছেন।

ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

অতঃপর লিখেছেন, "ইবনে আব্বাস ﷺ সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে এজন্য গ্রহণ করেননি যে – তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ–থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ

"রমাযানের পূর্বে তোমরা সিয়াম পালন করবে না। চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছাড়।"[৬০] এটা থেকে প্রমাণিত হল, ইবনে আব্বাস ﷺ সিরিয়াবাসীদের চাঁদ কবুল না করার সময় তাঁর উক্তি 'আমাদেরকে নবী ﷺ এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন' –এর উদ্দেশ্য তাই ছিল যা পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।" হাদীসটির দাবী হল, 'চাঁদ দেখা ছাড়া সিয়াম রেখ না।' অথচ তারা এর অর্থ নিয়েছেন – 'নবী ﷺ–এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এলাকার চাঁদের খবর গ্রহণ করো না। এর মধ্যে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোন বিষয়েরই উল্লেখ নেই।' এর দ্বারা অপর একটি অর্থও গ্রহণ করেছেন তাহল – 'যেসব স্থানের মাতলা এক, সেসব স্থানের চাঁদ দেখাকে গ্রহণ কর। আর যেখানকার মাতলা এক নয়, সেখানকার চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করো না।' যা সুস্পষ্ট ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা হাদীসটিতে কখনই এই দলীল উপস্থাপিত হয়নি যে, সিরিয়া ও মদীনার মাতলা পৃথক পৃথক হওয়ায় ইবনে আব্বাস ﷺ সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণ করেননি। কেননা যখন প্রশ্নকারী ইবনে আব্বাস ﷺ–কে বললেন, 'আপনি মু'য়াবিয়ার ﷺ চাঁদকে গ্রহণ করবেন না?' তখন তিনি "রসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি হুকুম করেছেন" না বলে বলতেন, "চাঁদতো আঁকাশেই আছে কিন্তু তাঁর ও আমাদের মাতলা ভিন্ন হওয়ায় এটা আমাদের জন্য নয়।" তিনি মু'য়াবিয়া ﷺ–এর চাঁদ দেখা সম্পর্কে কিছু না বলে বললেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।' প্রশ্নকারী তখন এটাই বুঝলেন যে, প্রত্যেক বালাদ, বসতি বা শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য। যদিওবা মাতলা এক বা ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এভাবেই সমস্ত মুহাদ্দিস ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ বুঝেছিলেন 'প্রত্যেক শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দর্শন'। কখনই তারা হাদীসটির দাবী এটা বুঝেননি যে, 'সিরিয়াবাসীদের ও আমাদের চাঁদের মাতলা ভিন্ন ভিন্ন।' এ কারণে কোন মুহাদ্দিসই এই হাদীসটি দ্বারা "ভিন্ন ভিন্ন মাতলার" **باب** বা অনুচ্ছেদ লেখেননি। আপনি ঐ সমস্ত মুহাদ্দিসদের তালিকা দিন যারা হাদীসটি দ্বারা "ভিন্ন ভিন্ন মাতলার" **باب** বা অনুচ্ছেদ লিখেছেন। এ কারণে সমস্ত মুহাদ্দিসদের ইজমা'র আলোকে এটাই দলিলভিত্তিক বিশ্লেষণ যে, ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসটি দ্বারা 'ইখতিলাফে মাতালের' দলীল গ্রহণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং আলোচ্য পুস্তিকার ১ পৃষ্ঠাতে উল্লিখিত বাক্য "যে সমস্ত শহরের মাতলা' একই এবং সাধারণভাবে যে সমস্ত শহরের চাঁদ এক সময়ে সহজভাবে দেখা যায়, সে সমস্ত শহরে যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তবে অপর শহরের চাঁদ দর্শন গ্রহণযোগ্য হবে" – এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল ও বাতিল।

লেখক সম্পূর্ণ পুস্তিকাটি এই স্ববিরোধী বক্তব্যে ভরপুর এবং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে একটি মাযহাব হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেচারা লেখক কোন বিষয়টি উপস্থাপন করছেন আর কোনটিই বা তার দলীল, একটির বিপরীতে অপর বিষয়টির উদ্দেশ্য এবং তার ফলাফলইবা কি – এ ব্যাপারে তিনি নিজেই যেন সন্ধিগ্ন। তিনি পুস্তিকাটিতে ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসটি উপস্থাপনে যথেষ্ট ঘাম ঝড়িয়েছেন। কখনো হাদীসটি দ্বারা প্রত্যেক বসতি বা শহরের জন্য পৃথক পৃথক চাঁদের হুকুম প্রমাণ করেছেন। আবার কখনো এ হাদীসটিকেই 'ইখতিলাফে মাতালের' স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসটির ব্যাপারে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। তাছাড়া কেন (সিরিয়াবাসীর) চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করলেন না এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নববী رحمه الله লিখেছেন :

فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل ان اتفق المطلع لزمهم وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في

---

[৫৯]. **সহীহ** ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

[৬০]. **সহীহ** ঃ তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৬৮৮]

موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد

"কুরায়ব ﵀ থেকে ইবনে আব্বাস ﵄ বর্ণিত হাদীসটি এই ('প্রত্যেক শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দর্শন') অনুচ্ছেদেরই সমর্থক। এ মাসআলাতে আমাদের সহীহ মাযহাব হল, এক স্থানের চাঁদ দেখা সব স্থানের জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং ততদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য যতদূর ক্বসরের (সফরের) দূরত্ব। ঐ দূরত্বের পরে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মাযহাবে অনেকে বলেছেন, যতদূর পর্যন্ত মাতলা এক হবে ততদূর পর্যন্ত চাঁদ দেখার খবর প্রযোজ্য। আর যেখানে মাতলা ভিন্ন সেখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়। আমাদের কেউ কেউ এও বলেছেন, কোন দেশের চাঁদ দর্শন সে দেশের প্রত্যেক স্থান ও শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য। অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অনেকে বলেছেন, এই চাঁদ দর্শন সমস্ত পৃথিবীর জন্যই প্রযোজ্য। যদি এটাই সহীহ হয় তবে আমরা বলব, ইবনে আব্বাস ﵄ এই জন্য কুরায়বের শাহাদাত ক্বুবুল করেননি যে, সেটা ছিল একজন ব্যক্তির শাহাদাত (সাক্ষ্য)। কিন্তু হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ এর সমর্থন করেনা। বরং দূরবর্তী স্থানের চাঁদের খবর হওয়ায় তিনি তা ক্বুবুল করেননি।"[৬১]

এটা ইমাম নববীর ﵀ উপস্থাপনা যা তিনি ইবনে আব্বাস ﵄ এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কেবল শাফেয়ীদেরই অনেকগুলো মাযহাব রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোনটিই ইবনে আব্বাসের ﵄ হাদীস "আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এমনই হুকুম দিয়েছেন"–এর ওপর ভিত্তি করে হয়নি। তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ কি হুকুম দিয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট না হওয়ায় উপরোক্ত বিভিন্ন মতামতের উদ্ভব হয়েছে। এই হাদীসের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় "প্রত্যেক বালাদের (শহরের) জন্য নিজস্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য" শর্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং যদি কোন শহর নিকটবর্তী হয় তবে তা প্রযোজ্য হবে। এ কারণে **باب** বা অনুচ্ছেদটিতে **لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ** শব্দগুলো অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। কিন্তু শহরগুলোর নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হওয়ার কোন

[৬১]. শরহে মুসলিম নববী – কিতাবুস সিয়াম باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ ।

সীমা হাদীসের **باب** বা অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এ কারণে (১) ক্বসরের দূরত্বকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ (২) একটি দেশের চাঁদ দেখাকে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করেছেন। এ সবকিছুই হয়েছে ইবনে আব্বাস ﵄–এর হাদীসটির অস্পষ্টতা থেকে। এ কারণেই উম্মাতে মুসলিমাহ আটটি মাযহাবে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দলীলই হল ইবনে আব্বাস ﵄–এর হাদীসটি। তদুপরি চার ইমাম ও তাদের অধিকাংশ মুক্বাল্লিদ (পরবর্তী অনুসারীরা) কোন স্থানের চাঁদ দেখাকে 'আম (উন্মুক্ত) হুকুম গণ্য করেছেন এবং সবার জন্য প্রযোজ্য করেছেন। আর ইবনে আব্বাস ﵄–এর হাদীসটির অস্পষ্টতার জন্য তা ত্যাগ করেছেন। তাছাড়া ইবনে আব্বাস ﵄–এর বর্ণিত হাদীস যা তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন তারা দলীলটিকে গ্রহণপূর্বক বলেছেন : "খবর পৌঁছানোর শর্তে এক স্থানের মুসলিমদের চাঁদ দেখা অপর স্থানের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য।" ইবনে আব্বাসের হাদীসটি সুনানে তিরমিযীর (সিয়াম অধ্যায়ের) ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে নবী ﷺ বলেছেন :

لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وفي الباب عن أبي هريرة و أبي بكرة و ابن عمر

"রমাযানের পূর্বে সিয়াম পালন করবে না। রমাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম রাখবে আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভাঙবে। যদি অন্য কিছু বাধার সৃষ্টি করে (যেমন মেঘ) তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।" (অতঃপর ইমাম তিরমিযী ﵀ বলেন:) এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ বাকরা ও ইবনে উমার ﵄ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬২]

আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণিত সুনানে তিরমিযীর বর্ণনা নিম্নরূপ :

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[৬৩] ইমাম তিরমিযী ﵀ হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন :

[৬২]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له । আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৬৮৮]

[৬৩]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... **باب ما جاء الصوم يوم تصومو** ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا، الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس

"হাদীসটি হাসান–গরীব। কোন কোন আলেম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : এর মর্ম হল, সিয়াম ভঙ্গ ও তা আদায়ে মুসলিম জামাআত ও অধিকাংশ লোকদের সাথে পালন করতে হবে।"

ইমাম তিরমিযীর رحمه الله উপস্থাপিত ব্যাখ্যাকেই চার ইমামের অনুসারীরা এই দলীল নিয়েছেন যে, 'জামা'আত' অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট শহর বা সুনির্দিষ্ট দেশ বা সুনির্দিষ্ট ক্বওমের জামা'আতবদ্ধতা নয়। কেননা সমস্ত মুসলিম একটিই ক্বওম। বিভিন্ন দেশ, এলাকা, শহর প্রভৃতির আলোকে তারা পৃথক পৃথক নয়। এ কারণে নবী ﷺ–এর বাণী : **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ** "সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর" – কোন সুনির্দিষ্ট শহরের মুসলিমদের জন্য নয় বরং সমস্ত উম্মাতের জন্য। সুতরাং রমাযান হোক বা ঈদের চাঁদ কোন সুনির্দিষ্ট ক্বওম বা সুনির্দিষ্ট দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসটি এর বিরোধী নয়। কেননা ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর কাছে সিরিয়াবাসীদের খবর (পালনযোগ্য) সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছেনি। তারা মদীনাবাসীদের সাথেই জামা'আতবদ্ধ ভাবে সিয়াম শুরু করেছিল। এ কারণে ঐ মুহূর্তের দাবী এটাই ছিল যে, সিয়ামের সমাপ্তিও কেবল তাদের সাথে করবে। এমন কারো সাথে করবে না যারা তাদের পূর্বে সিয়াম রেখেছে। কেননা সে মুহূর্তে সিরিয়াবাসীদের সাথে সিয়ামের সমাপ্তির জন্য জামা'আতবদ্ধতা সম্ভব ছিল না। কারণ সিরিয়া সে সময়ে এক মাসের দূরত্বের পথ ছিল। তাদের ঈদ কোন দিন হবে? তাদের রমাযান ঊনত্রিশ দিন হবে না ত্রিশ দিন হবে – এই খবর মদীনাবাসীদের কাছে (পালনযোগ্য) সময়ের মধ্যে কে নিয়ে আসত? যার ফলশ্রুতিতে মদীনাবাসীরা তাদের সাথে সিয়াম পালন করতে না পারলেও কমপক্ষে ঈদ পালন করত!? এ বিষয়টি ঐ সময়ে অসম্ভব ছিল। আর এ কারণেই ইবনে আব্বাস رضي الله عنه নিজের চাঁদ দেখার উপর আমল করাকেই জরুরী গণ্য করেছিলেন। এছাড়া আর কোন কিছু করা সম্ভবই ছিল না। আমাদের এই বিশ্লেষণের সমর্থন ও সত্যতা আপনার তখনই করবেন, যখন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও তাঁর মাওলা (দাস) কুরায়ব رحمه الله–এর পারস্পরিক আলোচনার দাবীকে সামনে রাখবেন। আর তাহল, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–কে কুরায়বের পক্ষ থেকে এভাবে প্রশ্ন করা – আপনি মদীনাবাসীর চাঁদ দেখার ওপর আমলকে কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন? এক্ষেত্রে মু'য়াবিয়া رضي الله عنه–এর চাঁদ দেখাকে কেন ক্বুবুল করছেন না? এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল? আর মুয়াবিয়া رضي الله عنه–এর আমলের তিনি কি অর্থ নিয়েছিলেন? এর উদ্দেশ্য তা–ই যা তাদের পারস্পরিক সম্পূর্ণ আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, "আপনি সিরিয়াবাসীদের চাঁদের ভিত্তিতে ঈদ করবেন না? ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বললে : না, কেননা সে সময় তাদের সাথে জামা'আতবদ্ধ হয়ে আমলটি করার কোন পরিস্থিতিই বাকী থাকবে না। এমতাবস্থায় আমি নবী ﷺ–এর হুকুম অনুযায়ী 'নিজের চাঁদ দেখা ও নিজের শহরের সাথে জামা'আতবদ্ধ ভাবে আমলটি করব।"

এই বিশ্লেষণের পর মুহাদ্দিসদের রচিত **باب** বা অনুচ্ছেদটিও বুঝে আসে যা তারা ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর হাদীসের ব্যাপারে লিখেছেন। অর্থাৎ **باب لكل بلد رؤيتهم** (অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দর্শন)। পূর্বোক্ত আলোচনার পর কি আলোচ্য অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এটাই বুঝা যায় যে, "এক বালাদ বা শহরের চাঁদ দেখার খবর অন্য শহরে (পালনযোগ্য) সময়ের মধ্যে পৌঁছালেও নিকটবর্তী বা দূরবর্তী অবস্থার শর্ত ছাড়াই তা অগ্রহণযোগ্য?" নাকি এর উদ্দেশ্য হবে "হাদীসে উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ কোন দূরবর্তী স্থানের চাঁদ দেখার খবর যদি (পালনযোগ্য) সময়ের মধ্যে না পৌঁছায় বা রমাযানের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পৌঁছাই, তখন দূরবর্তী স্থানটির খবর অগ্রহণযোগ্য হবে। বরং তখন নিজ নিজ এলাকার চাঁদের উপর জামা'আতবদ্ধ ভাবে আমল করতে হবে। এরই ভিত্তিতে রমাযানের সমাপ্তিও হবে?" যদি মুহাদ্দিসগণ উক্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং শেষোক্ত শর্তে তা প্রয়োগ করে থাকেন – তবে সেক্ষেত্রে ইবনে আব্বাসের বক্তব্যও কার্যকরী হবে এবং মুহাদ্দিসদের উপস্থাপনাও বাস্তবায়িত হবে। এ পর্যায়ে চার ইমামের অবস্থান এবং হাদীসটির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত **باب** বা অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। আমাদের উপস্থাপিত এই পর্যালোচনার সমর্থনে উলামাদের বক্তব্য ও ফাতাওয়াও আছে। যেমন, **الفقه الاسلامي وأدلته** এর লেখক (শাফেয়ীদের মতামত প্রসঙ্গে) লিখেছেন :

وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد، فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوباً في الصوم آخراً، وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم، صار واحداً منهم، فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كُرَيْباً بذلك كما سيأتي.

"অন্য বালাদ বা শহর যা দূরবর্তী তাদের জন্য (চাঁদের খবর অনুযায়ী আমল করা) ওয়াজিব হয় না। সুতরাং কেউ যদি এমন স্থান থেকে সফর করে আসে যেখানে চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করছিল, তার জন্য পরবর্তীদের সাথে সিয়াম পালন করা ওয়াজিব হওয়ার সিদ্ধান্তই পরিপূরক ও বেশী সঠিক। যদিওবা সে ত্রিশটি সিয়াম পূর্ণ করে ফেলে। কেননা শেষাবস্থায় সে তাদের (পরবর্তীদের) বালাদে অবস্থান করছে এবং তাদের মধ্যে সেই ব্যতিক্রম। এ কারণে সে তাদের হুকুমকে আঁকড়ে থাকবে। কুরায়বকে ইবনে আব্বাসের অনুরূপ নির্দেশ দেয়ার বর্ণনা আছে, যা পরবর্তীতে আসছে।"[৬৪]

লেখকের মন্তব্য **وروي أن ابن عباس أمر كُرَيْباً** – "কুরায়বকে ইবনে আব্বাসের অনুরূপ নির্দেশ দেয়ার বর্ণনা আছে।" অর্থাৎ কুরায়বও মদীনাবাসীদের সাথে (জামা'আতবদ্ধ ভাবে) সিয়াম রাখবেন। সিরিয়াবাসীদের সাথে রাখা সিয়ামের গণনা পূর্ণ হওয়ার পরে তিনি তা ছেড়ে দেবেন না। এখন প্রশ্ন হল, যদি ইবনে আব্বাস ﵁–এর উদ্দেশ্য এটা হয় যে, সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নিজের চাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদিওবা খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছে। তাহলে কুরায়বের সিয়াম গণনা পূর্ণ হলে তা ছেড়ে দেয়াই উচিৎ ছিল। তখন ইবনে আব্বাস ﵁–ও এই পরামর্শ দিতেন। পক্ষান্তরে যদি এর উদ্দেশ্য তা–ই হত যা আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ইবনে আব্বাস ﵁–এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন এবং মুহাদ্দিসদের রচিত **باب** বা অনুচ্ছেদের মর্ম নিজেদের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন – তবে এটাই বলতে হবে যে তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তারা হাদীসটির সমর্থনে মুহাদ্দিসদের যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তার সবই উল্লেখ করেছি। আর আমরা আমাদের আলোচনায় আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে মুহাদ্দিসদের উপস্থাপনার সাথে ঐকমত্য রেখেছি, যা **الفقه الاسلامى وأدلته** এর লেখকও করেছেন।[৬৫] সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সাথে কোন ইখতিলাফ নেই।

শায়েখ ইবনে বাযকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ "আমি সউদী আরবে থাকি। এখানে চাঁদ দেখা গেলে সিয়াম শুরু করে দিই। অতঃপর নিজ দেশে ফিরে যায়, যেখানে একদিন পরে চাঁদ দেখা যায়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? আমি কি নিজের দেশে ৩১টি সিয়াম পালনের পর তাদের সাথে ঈদ করব? আমার এ আমলটি কি সহীহ, নাকি এ ব্যাপারে ভিন্ন কোন নির্দেশনা আছে?

শায়েখ ইবনে বায জবাব দিয়েছিলেন :

إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم ، فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما ؛ لقول النبي ﷺ : « الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ » لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق

"আপনি সউদী আরব বা অন্য কোথাও সিয়াম রাখার পর বাকী মাস সিয়াম নিজের এলাকায় রাখেন। সেক্ষেত্রে ঐ স্থানের লোকেরা যখন সিয়াম ভঙ্গ করবে তখন আপনিও সিয়াম ভাঙ্গবেন। যদিওবা তা (গণনার হিসাবে) ৩০ দিনের বেশী হয়ে যায়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। (ঈদুল) ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর।"[৬৬] তবে যদি ২৯টি সিয়াম পূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে ২৯ সংখ্যাটি (পরবর্তীতে কাযার মাধ্যমে) পূর্ণ করা জরুরী হবে। কেননা চন্দ্রমাস ২৯ দিনের কম হয় না। আল্লাহ ﷻ–ই প্রকৃত তাওফিক্বদাতা।"[৬৭]

শায়েখ ইবনে বায ﵀ আলোচ্য ফাতাওয়াটি ইবনে আব্বাস ﵁–এর উক্তির আলোকে করেছেন। আর এই হাদীসটির ব্যাপারে আমাদের বিশ্লেষণযুক্ত মুহাদ্দিসগণের উপস্থাপনাও সেটাই সমর্থন করে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, এক স্থানের চাঁদ সমস্ত মুসলিমের জন্য তখন প্রযোজ্য হবে, যখন এর উদয় হওয়ার খবর

---

৬৪. ওয়াহবাত যুহায়লী, আলফিক্বহুল ইসলামী ও আদিল্লাতাহু (দামেশক ঃ দারুল ফিকর) ৩/৪০ পৃঃ।

৬৫. অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের হাদীসের দাবীনুযায়ী "আল–ফিক্বহুল ইসলামী ও আদিল্লাতাহু" বইটির লেখক জামা'আতবদ্ধ ভাবে সিয়াম ও ঈদ পালনের মর্ম নিয়েছেন এবং একাকী আমলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং যদি পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছায় তবে ঐ একই হাদীসের দাবীর ভিত্তিতে মুসলিমবিশ্ব জামা'আতবদ্ধ ভাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারে। কেননা ইবনে আব্বাসের ﵁ হাদীসের অন্যতম দাবী ছিল, দূরত্বের জন্যে সিয়াম বা ঈদের চাঁদের খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে না পৌঁছানোর কারণে জামা'আতবদ্ধ ভাবে মু'আবিয়ার ﵁ সাথে সিয়াম পালন শুরু ও ঈদ করা সম্ভব নয়। (অনুবাদক)

৬৬. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

৬৭. শায়েখ ইবনে বায, ফাতাওয়া নাসায়িহ পৃঃ ৩৭৩। আরো দ্রঃ মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (মাকাতাবাহ শামেলা সংস্করণ) ১৫/১০০-০১ পৃঃ; আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব (ঢাকা ঃ জনতা পাবলিকেশন্স, আগষ্ট ২০০১) পৃঃ ৮৬।

পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছাবে। আর এভাবেই যাদের কাছে অন্য স্থানের চাঁদের উদয় হওয়ার খবর পৌঁছাবে, তাদের প্রতি দূরবর্তী বা নিকটবর্তী হওয়ার শর্ত ছাড়াই সিয়াম পালন করা ফরয হবে। অনুরূপভাবে যখন ঈদের চাঁদ উদয়ের খবর পাওয়া যাবে তখন সবাই একত্রে একই দিনে সিয়াম ভঙ্গ করে ঈদ পালন করবে।

প্রকৃতপক্ষে ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি। হাদীসটিতে ভিন্ন একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাহল, কোন ব্যক্তি এমন কোন জায়গায় অবস্থান করছিল যেখানে এক বা দুই দিন পর চাঁদ দেখা গেল। তখন সে ঐ স্থানের চাঁদ দেখা সম্পর্কিত আমলেরই অনুসারী। এ কারণে যারা এ ব্যাপারে চার ইমামের সিদ্ধান্তের বিপরীত মত পোষণ করেন তাদের উচিৎ সালাফদের থেকে এমন কোন দলীল উপস্থাপন করা যার দ্বারা সুস্পষ্ট হবে যে, একস্থানের চাঁদ উদয়ের খবর অপর স্থানে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছান সত্ত্বেও তারা এর উপর আমল করেননি।

সমালোচকগণ অপর একটি বর্ণনা ইবনে আবী শায়বার সূত্রে উল্লেখ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, কয়েকজন তাবেয়ী তারকা পূজারীদের চাঁদ দেখার খবর ক্বুবুল করেননি। পুস্তিকাটিতে উল্লিখিত (পৃ:৬৮) বর্ণনাটি হল, "আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ رحمه الله বলেন : তারকা পূঁজারীরা চাঁদ দেখে। এ খবরটি ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বকর رحمه الله ও সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ–এর কাছে পৌঁছায়। তখন তারা বললেন, তারকা পূঁজারীদের চাঁদ দেখাতে আমাদের কি আছে?"[৬৮]

এই বর্ণনাটি দ্বারা কিভাবে প্রমাণ হয় যে উক্ত তাবেয়ীরা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবরটি পেয়েছিলেন। যে রাতে তারকা পূঁজারীদের চাঁদের উদয় হয়, তৎক্ষনাতই কি তাদের কাছে খবরটি পৌঁছেছিল? এরপর তারা কি তা বাতিল করেন এবং নিজেদের চাঁদের অপেক্ষায় থাকেন? এমন কোন বর্ণনাই হাদীসটিতে নেই। আর এমন কোন বর্ণনা যদি হাদীসের কিতাবে থাকে তবে তা প্রকাশ করুন। তাছাড়া এ ধরণের হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, রমাযানের পহেলা বা দ্বিতীয় তারিখের পর তাদের কাছে ঐ খবর পৌঁছায়। কেননা আমাদের বিরোধীদের বক্তব্যও এটাই যে, নিকটবর্তী স্থানের খবর গ্রহণযোগ্য এবং দূরবর্তী স্থানের খবর গ্রহণযোগ্য না। সুতরাং সুস্পস্ট হল, উক্ত খবরটি ছিল দূরবর্তী স্থানের। আর সাধারণভাবে দূরবর্তী স্থানের খবর সে যামানায় এক বা দুই দিন পরেই পৌঁছাত। সুতরাং এই বর্ণনাটিও তাদের দাবীর পক্ষে পরিপূরক নয়।

তাদের অপর দাবীটি হল, (দূরবর্তী স্থানের) খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছালেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচ্য হাদীসে এ ধরণের কোন বক্তব্যই নেই। বরং বর্ণনাটিতে এতটুকুই রয়েছে যে, তারা চাঁদ উদয়ের পরে খবর পেয়েছিল। কিন্তু দিনক্ষণ সুস্পষ্ট নয়। সুতরাং এ দলীলটিও বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করে না। তাছাড়া এটা জানা দরকার যে, মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাসের হাদীসটির অর্থ **لكل بلد رؤيتهم** (প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দর্শন) বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এর দাবী হল, সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র শহরের চাঁদ প্রযোজ্য এবং বাইরের খবর গ্রহণযোগ্য নয়। এই উপস্থাপনা সমগ্র উম্মাতকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেক শহরের এলাকাকেই খাস হুকুম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং **لكل بلد رؤيتهم** (প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দর্শন) অনুচ্ছেদটির দাবী **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[৬৯] হাদীসটির পরিপূরক। কিন্তু ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটির দাবী প্রকৃতপক্ষে এটা নয়। কেননা ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটি ছিল ঈদ করা সম্পর্কিত, রমাযানের চাঁদ সম্পর্কিত নয়। সুতরাং হাদীসটির দাবী রমাযানের সাথে যুক্ত করে মুহাদ্দিসদেরকে সম্পৃক্ত করাটা ভুল হবে। পক্ষান্তরে হাদীসটির ব্যাখ্যায় আলোচ্য ঘটনাটির আলোকে আমরা যা উপস্থাপন করেছি তা মুহাদ্দিসদের রচিত অনুচ্ছেদটির অনেক বেশী পরিপূরক। বিখ্যাত তাবেয়ী মাশরুক رحمه الله বর্ণনা করেছেন :

دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت اسقوا مسروقا سويقا و أكثروا حلواه قال فقلت إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر , فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس , و الفطر يوم يفطر الناس

"আমি আরাফার দিন বিবি আয়েশার কাছে গেলাম। তিনি বললেন : মাশরুক ছাতু বানিয়ে বন্টন কর এবং তাতে বেশী মিষ্টি দিও। মাশরুক বললেন : আজকে এই জন্যে রোযা রাখি নাই যদিবা কোথাও কুরবানীর দিন হয়। বিবি আয়েশা ﷺ বললেন

[৬৮]. আমি মাকতাবাহ শামেলাহর সফ্টওয়্যারের 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ'–তে বিভিন্নভাবে সার্চ দিয়ে হাদীসটি খোঁজার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনভাবেই বর্ণনাটি পেলাম না। (অনুবাদক)

[৬৯]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

: কুরবানীর দিন সেটাই যাতে সব লোকেরা কুরবানী করে আর ঈদুল ফিতর দিন সেটাই যেদিন সব লোকেরা ইফতার করে।"[৭০]

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা ﵂ বললেন : **فلولا أني صائمة لذقته** "আমি যদি সায়িম না হতাম তাহলে ছাতুর স্বাদ নিতাম।"[৭১]

এই হাদীসটি থেকে আয়েশা ﵂–এর অবস্থানও সুস্পষ্ট, অর্থাৎ যদি অন্য শহরের চাঁদের খবর সময়মত না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নিজের শহরের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল অব্যাহত রাখতে হবে। অন্য কোন শহরের চাঁদ দেখার খবর মাসের মধ্যে বা কিছু দিন পর পৌঁছালেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আমাদের দাবীকেই সমর্থন করে।.....

চাঁদ না দেখে কেবল মাতলার ঐক্য অনুযায়ী হুকুম পালন শরিয়াতের খেলাফ

ভুল ধারণা – ২ "ইত্তিফাক্বে মাতালে বা মাতলার ঐক্যের ক্ষেত্রে একক চাঁদ গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে ইখতিলাফে মাতালে বা মাতলার ভিন্নতার ক্ষেত্রে একক চাঁদ অগ্রহণযোগ্য।"[৭২]

সংশোধন ঃ এ পর্যায়ে আমাদের প্রশ্ন হল, সিয়াম পালন ও ভঙ্গের ফরয হুকুমের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা জরুরী নাকি আঁকাশে চাঁদ থাকাটাই যথেষ্ট? কেননা এক স্থানে দেখা গেলেও অন্য স্থানে চাঁদ আঁকাশে থাকলে দেখা নাও যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলামী শরিয়াতের হুকুম কি? আমি সমস্ত হাদীসের কিতাবে এটাই পেয়েছি যে, চাঁদ দেখতে হবে এবং চাঁদের অস্তিত্ব যতক্ষণ না দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদীসের সমস্ত কিতাবে সিয়াম রাখা ও তা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাক্যটি হল, **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল।"[৭৩] হাদীসের হুকুম হল, চাঁদ দেখে এর উপর আমল করতে হবে। তাহলে আপনারা চাঁদ

[৭০]. **জাইয়েদ ঃ** সুনানে বায়হাক্বী, হা/৭৯৯৮। আলবানী হাদীসটিকে জাইয়েদ (সহীহ ও হাসানের মাঝামাঝি) বলেছেন [আসসহীহাহ ১/২২৪ নং]।

[৭১]. মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক (বৈরুত ঃ আলমাকতাবুল ইসলামী. ১৪০৩) ৪/৭৩১০ নং, পৃ: ১৫৭।

[৭২]. বাক্যটির দাবী হল, যেখানকার মাতলা একই সেখানকার জন্য একক চাঁদ প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে চাঁদের মাতলা ভিন্ন হলে, ভিন্ন মাতলার চাঁদের খবর প্রযোজ্য হবে না।

[৭৩]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

দেখা ছাড়াই কিভাবে (মাতলার ঐক্যের অজুহাতে) তা গ্রহণ করছেন? মহাকাশবিদরা যদি বলে, "অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে চাঁদ অবশ্যই দেখা যাবে, কেননা এসব স্থানের মাতলা এক" – (শরিয়াতে) এটা গ্রহণ করার কোন দলীল আছে কি? এর উপর ভিত্তি করে কি সিয়ামের ফরযিয়্যাত পালন করা যাবে? কিংবা সিয়াম ভঙ্গ বা ঈদের হুকুম ইসলামী শরিয়াত অনুযায়ী কি জারি করা যাবে?[৭৪] সম্মানিত লেখক এ পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাত থেকে কোন দলীল উল্লেখ না করে কেবল উলামাদের ফাতাওয়া দ্বারা এই মাসআলা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শরিয়াতে চাঁদ দেখাকে এক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। আসমানে চাঁদ থাকাবস্থায় বিনা দর্শনে[৭৫] তা শরিয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং লেখকের উপস্থাপনা, 'যেখানকার মাতলা এক ঐ সমস্ত শহর বা দেশে চাঁদ দেখা ছাড়াই হুকুম পালনযোগ্য' – এ কথা দলীলহীন বিধায় প্রত্যাখ্যাত।[৭৬] মাতলার ঐক্যের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মুতাআখখিরীনদের (পরবর্তী আলেমদের) আলোচনা আছে। কিন্তু মুহাদ্দিসদের কিতাবসমূহের কোথাও এ সম্পর্কে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি একটি বিদ'আতী পর্যালোচনা। এ পর্যায়ে নবী ﷺ–এর হাদীস ঃ

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

[৭৪]. বাংলাদেশের ঈদুল ফিতর ২০১০ ইং. /১৪৩১ হিঃ উপলক্ষ্যে দৈনিক যুগান্তরে (০৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ২০১০) প্রকাশিত খবর হল ঃ "শুক্রবার ঈদ হলে রোজা হবে ২৯টি আর চাঁদ দেখা না গেলে শনিবার ঈদ উদযাপিত হবে। অর্থাৎ ৩০ রমজান সম্পূর্ণ হবে। দেশব্যাপী ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে ঈদ পালনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তবে আগামী শনিবার ঈদ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আবহাওয়া দফতরের বিশেষজ্ঞরা এক পর্যালোচনা বৈঠকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর দুই থেকে তিন ঘন্টা আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন। এ অবস্থায় চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না। সে হিসেবে শুক্রবার ৩০ রমজান শেষে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখা যেতে পারে। সরকারীভাবেই ইতিমধ্যেই ১০, ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ঈদের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।"
[http://jugantaor.infor.enews/issue/2010/09/09/print0169.php]
মন্তব্য ঃ আলোচ্য দাগানো অংশগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়, সরকারী ভাবে আকাশবিদদের গবেষণার ও মন্তব্যের ভিত্তিতে ঈদের দিন তারিখ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যেক বছর ২৯ রমাযান থেকে এ কারণেই ছুটি ঘোষণা করা হয় – যদি সিয়াম ৩০টি না হয় সেক্ষেত্রে ২৯ রমাযান ছুটি না থাকলে লোকেরা পরবর্তী দিনে বাড়ীতে গিয়ে ঈদ উদযাপন করতে পারবে না। কিন্তু এ বছর (২০১০) আবহাওয়া দফতরের কল্যাণে সরকার পূর্ব থেকেই ঈদুল ফিতরের দিন তারিখ সুনির্দিষ্ট করে নেয়!!!???।

[৭৫]. যেমন আকাশে মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাওয়া। (অনুবাদক)

[৭৬]. কেননা মাতলার ভিন্নতা বা ঐক্য সম্পর্কে কুরআন বা হাদীসে কোন বর্ণনা আসেনি। (অনুবাদক)

"চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি তা তোমাদের উপর (আকাশে থাকাবস্থায় মেঘ প্রভৃতির কারণে) গোপন থাকে, তাহলে মাস ত্রিশ দিন গণনা পূর্ণ করবে।"[৭৭]

হাদীসটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, যদি ২৯ রমাযানে চাঁদ দেখা না যায় অথচ মহাকাশবিদরা ঘোষণা করে : 'আজ আঁকাশে চাঁদ আছে কিন্তু বিশেষ কারণে তা দেখা যাবে না।' এমতাবস্থায় এই গবেষকদের কথার উপর আমল করা যাবে না। কেননা সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটির সুস্পষ্ট নাফরমানী হবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ত্রিশ দিন গণনা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আঁকাশে চাঁদ থাকলেও তা না দেখার কারণে পালনা করা যাবে না।

নতুন চাঁদ দর্শনের পর প্রচারিত চাঁদই 'হিলাল'

দ্বিতীয়ত, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেছেন :

وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي"الْهِلَالِ": هَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَطْلُعُ فِي السَّمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ؟ أَوْ لَا يُسَمَّى هِلَالًا حَتَّى يَسْتَهِلَّ بِهِ النَّاسُ وَيَعْلَمُوهُ؟

"লোকেরা (আলেমরা) এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন যে, হিলাল কি ঐ চাঁদের নাম যা আসমানে আছে যদিওবা তা কেউই দেখেনি, নাকি এটা ঐ চাঁদ যা দেখার পর লোকেরা প্রচার করেছে ও জ্ঞাত হয়েছে?"[৭৮]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله আরও বলেছেন :

تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا، فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ وَلَا غَيْرَهُ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّوْمِ وَكَمَا لَا يَعْرِفُ وَلَا يُضَحِّي وَحْدَهُ وَالنِّزَاعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْهِلَالَ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَطْلُعُ مِنْ السَّمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَظْهَرْ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى هِلَالًا إلَّا بِالِاشْتِهَارِ وَالظُّهُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

"ইখতিলাফে মাতালের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য হল, মাতলা এক হলে সিয়াম (এক সাথে রাখা) আবশ্যিক হবে, অন্যথা হবে না। শাফেয়ীদের মতে এটাই সবচেয়ে সহীহ। ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর একটি মতও এটাই। আর যে ব্যক্তি একাকী চাঁদ দেখে এবং তাঁর শাহাদত যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে তার নিজের শাহাদাতের ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা জরুরী নয়, অন্যের জন্যও পালনীয় নয়। এটা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। সিয়ামের এ বিষয়টি এমন যে, যেভাবে একাকী আরাফার উকুফ (অবস্থান) হতে পারে না এবং কুরবানীও করা যায় না। এই ইখতিলাফের ভিত্তি হল, হিলাল কোন চাঁদের নাম? এটাকি আসমানে অবস্থিত ঐ চাঁদের নাম যা দেখা যায়নি এবং প্রচার হয়নি? নাকি এটা ঐ চাঁদের নাম যা প্রকাশ পাবার পর প্রচারও হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা একেই (শেষোক্তটিকে 'হিলাল') বলা হয়েছে।"[৭৯]

যদি প্রশ্ন করা হয়, যদি এক বা দুইজন ব্যক্তির শাহাদাতকে হিলাল বলা না যায়, তাহলে নবী ﷺ তা কিভাবে ক্বুবুল করলেন? তাছাড়া ফক্বীহগণের উক্তি হল, রমাযানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির শাহাদাতই যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে এর জবাব কি?

এর জবাব হল, যখন একজন ব্যক্তি শাহাদাত আদালত মঞ্জুর করে এবং চাঁদ দেখার খবর প্রচার করে, তখন এই চাঁদের প্রচারণা হয়ে গেল। আর যে স্থান পর্যন্ত এই খবর পৌঁছালো যে চাঁদ দেখা গেছে, তখন এই চাঁদকেই হিলাল বলা হবে। আর যদি এক বা দুইজন ব্যক্তির শাহাদত বাতিল হয়ে যায়, তখন এই শাহাদাত তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে যখন তা প্রচার হল না তখন সেটা পর্দার আড়ালে থাকল। যদিওবা চাঁদ সত্যিই আসমানে উদয় হয়ে থাকে কিন্তু শাহাদাত ক্বুবুল না হওয়ার কারণে তা গুপ্ত থাকল।

এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল, ইসলামী শরিয়াতে চাঁদ আঁকাশে উদয় হওয়ার সাথে সাথে প্রচার হলে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। কেবলমাত্র চাঁদ আঁকাশে থাকাটাই হুকুম হিসাবে যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ তা দেখার শাহাদত প্রচার হয়। এ আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণিত হল, ইত্তিহাদে মাতালেপন্থীদের দাবী "চাঁদ না দেখে গেলেও খবর গ্রহণযোগ্য"- উক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল। যখন এ ধরণের চাঁদের হুকুম নিজেদের এলাকার দর্শনকারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, তখন উম্মাতে মুসলিমার জন্যে না দেখা চাঁদের হুকুম মাতলার ঐক্যের দলীল দ্বারা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এ কারণে সমালোচনাকারী এ সম্পর্কিত আলোচনায় আলেমদের যেসব উক্তি উল্লেখ করেছেন তা দলীলহীন হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতলার ভিন্নতা ও বাস্তবতা

---

[৭৭]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

[৭৮]. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, ফাতাওয়া কুবরা (দারুল কিতাব ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭/১৪০৮) ২/৪৫৭ পৃঃ।

[৭৯]. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, ফাতাওয়া কুবরা ৫/৩৭৫ পৃঃ।

তাছাড়া আলেমদের মধ্যে যারা আঁকাশবিশেষজ্ঞ তাঁরা আজ পর্যন্ত মাতলার সীমানা স্থির করতে পারেননি, যা দ্বারা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তাছাড়া সিরিয়ার মাতলা মদীনার মাতলা থেকে পৃথক হওয়ার কোন দলীল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[৮০] যে সমস্ত ফক্বীহগণ মাতলার ঐক্যের ক্ষেত্রে চাঁদের হুকুম গ্রহণ করেছেন, তারা কোন প্রমাণ ছাড়াই ইবনে আব্বাসের হাদীসটি দ্বারা মদীনা ও সিরিয়ার মাতলা পৃথক হওয়ার দাবী করেছেন। এটা সুস্পষ্ট অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে তারা করেছিলেন। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমের ভিত্তিতে মাতলার ভিন্নতার স্পষ্টতা রয়েছে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দূরত্বের কারণে মদীনা ও সিরিয়ার মাতলা পৃথক করাটা সুস্পষ্ট ভুল সিদ্ধান্ত।[৮১] কেননা চাঁদ পশ্চিমে উদয় হওয়ার পর যখন আঁকাশের প্রান্তে অবস্থান নেয় তখন (ঐ পশ্চিম) বরাবর উত্তর ও দক্ষিণের সম্পূর্ণ অংশে তা প্রকাশ হওয়াটি একটি যৌক্তিক ও বিবেকসম্মত বিষয়। এ জন্যে উলামায়ে ইসলাম ও ফক্বীহদের মধ্যে নবাব সিদ্দীক হাসান খান رحمه الله বলেছেন :

والاقرب لزوم اهل بلد الرؤية وما يتصل بِها من الْجهات التى على سَمتها

"(আলেমদের ইখতিলাফের মধ্যে) নিকটতম (সঠিক) সিদ্ধান্ত হল, চাঁদ দর্শন (এর খবর) ঐ শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে যেখানে চাঁদ উদয় হয়েছে এবং ঐ শহরের সমস্ত প্রান্তভাগ যা এর (দ্রাঘিমা) রেখাতে রয়েছে।"[৮২]

সিরিয়া ও মদীনা একই (দ্রাঘিমা) রেখাতে রয়েছে। কেননা সিরিয়া মদীনার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। লক্ষ্যণীয়, নবাব সাহেব উক্ত 'ফতহুল আল্লাম'-এ চাঁদের উদয়ের খবর ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছেন যা উদয়স্থলের নিকটতর (১/৩৩১ পৃ:)। কিন্তু তিনি 'রওযাতুন নাদিয়া'-তে "একস্থানের চাঁদ সমস্ত মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য, তারা যেখানেই থাকুক না কেন" – এই বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।[৮৩]

[৮০]. বর্তমানে সিরিয়া দেশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌদি আরব তথা মদীনাবাসীদের সাথেই সিয়াম, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালন করে। এ ক্ষেত্রে সিরিয়াকে সৌদি আরবের সরকারীভাবে ঘোষণাকেও অনুসরণ করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কিত তথ্য পরিশিষ্টাংশ-১ এ সংযোজিত হল।

[৮১]. সিরিয়ার দামেস্ক শহরটি মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, বরাবর পশ্চিম দিকে নয়। এ কারণে (মাতলার দৃষ্টিতে) দামেস্কে যে চাঁদ ছিল তা মদীনার আকাশের প্রান্তেও ছিল। সুতরাং (ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর বর্ণিত ঘটনাটিতে) মদীনাতে চাঁদ না দেখা যাওয়াটা স্বতন্ত্র মাতলা হওয়ার প্রমাণ হয় না। [আতাউল্লাহ ডায়রাভী, মাসআলাহ ইখতিলাফে রুইয়্যাতে হিলাল (ইন্টারনেট সংস্করণ) পৃ: ১০]

[৮২]. নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ফতহুল 'আল্লাম ২/৬৯০ পৃ:।

[৮৩]. আমি (অনুবাদক) 'রওযাতুন নাদিয়াতে' (দারুল মা'রিফাহ) ১/২২৪-২৫ পৃষ্ঠাতে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি পেয়েছি, যা উক্ত উদ্ধৃতিটির পরিপুরক ঃ [আরো দ্র: আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত 'আত-তা'লিকাতুর রাযিয়াহ আলা রওযাতুন নাদিয়াহ (দার ইবনে আফ্ফান ২০০৩/১৪২৩) ২/১২-১৩ পৃ:]

وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم

ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটির অপপ্রয়াগ

ভুল ধারণা – ৩ সমালোচনাকারী লিখেছেন, ইমাম কুরতুবী رحمه الله ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর উক্তি **هكذا امرنا رسول الله** সম্পর্কে লিখেছেন, "আমাদের আলেমগণ বলেন : ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর এই বাক্য মারফু' হাদীসের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ প্রত্যেক দূরবর্তী শহর যেমন সিরিয়া ও হিজাজ (সৌদিআরব)-এর দূরত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ চাঁদের উপর আমল করবে।" অতঃপর লেখক লিখেছেন, "এটা একজন মহান সাহাবী ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه উক্তি। আর কোন সাহাবীই এর বিপরীত মত পোষণ করেননি।"

সংশোধন ঃ নিঃসন্দেহে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর এই উক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশেরই ফলাফল। কিন্তু এই হুকুম কোন সময় এবং কোন চাঁদের সাথে সম্পর্কিত? এটা কি রমাযানের চাঁদ সম্পর্কিত ছিল? হাদীসের বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এটা রমাযান সম্পর্কিত ছিল না। বরং ঈদের চাঁদ সম্পর্কে ছিল, যার বিবরণ বর্ণনাটিতে রয়েছে। এ কারণে ঘটনাটিকে রমাযানের চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং উন্মুক্তভাবে একথার সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যে, "সবসময়ই চাঁদ দেখা সে স্থানের ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে যেখানে দেখা গেছে" – সুস্পষ্ট জুলুম ও ভুল উপস্থাপনা।

লেখকের উক্তি, "কোন সাহাবীই ইবনে আব্বাসের বিপরীত মত পোষণ করেননি।" এ সম্পর্কে আমি বলব, ঘটনাটির কোন বিরোধীতা নেই। কিন্তু কখন এবং কোন সময়ে এই হুকুমটি ছিল? যে সময় এই হুকুমটি দেয়া হয়, সেই সময় এর কোন বিরোধীতা হয়নি।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক কুরায়বের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ

ভুল ধারণা – ৪ সমালোচনাকারী লিখেছেন, "যদি কেউ বলে : ইবনে আব্বাস رضي الله عنه খবরে ওয়াহেদ হওয়ার কারণেই কুরায়বের শাহাদাত রদ করেছিলেন। তাহলে আমি বলব : এটা দলীলহীন দাবী ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি সাহাবী ছিলেন, কুফী (বর্ণনাকারী) ছিলেন না যে তাঁর বর্ণনাকে খবরে ওয়াহেদ হওয়ায় যন্নী (সন্দেহযুক্ত

বর্ণনা) হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাছাড়া কুরায়ব চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একক ছিলেন না। যার ব্যাখ্যা হাদীসটিতেই আছে।

সংশোধন ঃ এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, একক শাহাদাত খন্ডন করাটা কুফী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কিত আলোচনার সাথে যুক্ত না। বরং এ ধরণের ঘটনা কিছু সাহাবীদের ﷺ থেকেও প্রমাণিত আছে।

روى أبو رجاء عن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر قال ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال للآخر قال أنا صائم قال ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس أن خرجوا

আবূ রিযা, আবূ ক্বিলাবাহ رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন : "দুই জন ব্যক্তি মদীনাতে আসল। তারা (পূর্বরাতে শাওয়ালের) চাঁদ দেখেছিল। মদীনার লোকেরা (চাঁদ দেখতে না পারায়) সকালে সিয়াম রেখেছিল। তারা উভয়ে উমার ﷺ'র কাছে আসল এবং চাঁদ দেখার বর্ণনা দিল। উমার ﷺ তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি সিয়াম রেখেছ? সে বলল : বরং আমি সিয়াম শেষ (ভঙ্গ) করেছি। উমার জিজ্ঞাসা করলেন : এটা করতে কোন বিষয়টি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল : চাঁদ দেখার কারণে আমি সিয়াম রাখতে পারি না। তিনি ﷺ অপর ব্যক্তিটিকেও জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল : আমি সায়িম। তখন তাকেও উমার ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এটা করতে কোন বিষয়টি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল : লোকেরা সিয়াম পালন করায় আমি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারি না। তখন তিনি ﷺ সিয়াম ভঙ্গকারীকে বললেন : যদি এ অবস্থা (সঙ্গী ব্যক্তিটির সাক্ষ্য) না থাকত তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম। অতঃপর (লোকদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করে ঈদের সালাতের জন্য) বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন।"(ইত্তিহাফুল মুসলিমীন ২/১৯২)[৮৪]

[৮৪]. ইমাম ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী (দারুল ফিকর, ১৪০৫) অধ্যায় ঃ اثبت هلال ; মাসআলা ঃ ولا يفطر إذا رآه وحده ৩/৯২ পৃ:। আরো দ্রঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (বৈরুত ঃ আরমাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩) كتاب الصيام باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال ৪/১৬৫ পৃ:, হা/৭৩৩৮; এবং ইমাম ইবনে হাযম তাঁর মুহাল্লাতে (দারুল ফিকর) ৬/২৩৮ পৃ: নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

বইটির লেখক শায়েখ আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ আস-সালমান। শায়েখ আব্দুল আযীয লিখেছেন : উমার ﷺ সিয়াম ভঙ্গকারীকে এই জন্য ক্ষমা করলেন যে, তার সাথে সাক্ষী ছিল। এ থেকে এটাও সুস্পষ্ট হল যে, উমার ﷺ ঈদের ক্ষেত্রে একজনের শাহাদাত যথেষ্ট মনে করতেন না। কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তির শাহাদাত জরুরী মনে করতেন। সুতরাং আলেমদের মধ্যে যারা এটা বলেছেন : "ইবনে আব্বাস ﷺ এই জন্যই কুরায়বের শাহাদাত বাতিল করেছিলেন যে, তা ছিল একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য" – এটা ভুল সিদ্ধান্ত নয়। এর সমর্থনে সাহাবাদের ﷺ আমলও আছে।

সমালোচনাকারী লিখেছেন : "কুরায়ব একক সাক্ষী ছিলেন না। বরং আরো অনেকে ছিলেন – যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।" আমি বলব, হাদীসটিতে কেবল কুরায়বের সাক্ষ্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ-এর সামনে তখন অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য ছিল না। বাকী থাকল সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার খবর। আর এটাও কুরায়ব একাকী সাক্ষ্য। এটাকে একক সাক্ষ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

চাঁদ দেখার হাক্বীক্বী ও হুকুমী শর্তের উপর আমল

ভুল ধারণা – ৫ সমালোচনাকারী চাঁদ দেখার বিধানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই চাঁদ দেখা হাক্বীক্বী বা হুকুমী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখল অথবা সে যেস্থানে থাকে সেখানকার কেউ চাঁদ দেখল। প্রথম চাঁদ দেখার প্রক্রিয়াটিকে হাক্বীক্বী এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে হুকুমী বলে তথা চাঁদ দেখার ফলে প্রচারিত হুকুমের অনুসরণ করা। এ পর্যায়ে প্রশ্ন দাড়ায়, যে ব্যক্তি এমন স্থানে থাকে যেখানকার মাতলা ভিন্ন, কিংবা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে স্থানটিতে চাঁদ দর্শন না হাক্বীক্বী হয় আর না হুকুমী হয়। এ পর্যায়ে কিভাবে এই আয়াতটির দাবী বাস্তবায়িত হবে?

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلاَلَ فِي سَفَرٍ; فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ ضُحَى الْغَدِ, فَأَخْبَرَا عُمَرَ, فَقَالَ لِإَحَدِهِمَا: أَصَائِمٌ أَنْتَ قَالَ: نَعَمْ, كَرِهْت أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ, كَرِهْت الْخِلاَفَ عَلَيْهِمْ, وَقَالَ لِلآخِرِ: فَأَنْتَ قَالَ: أَصْبَحْت مُفْطِرًا; لاَنِّي رَأَيْت الْهِلاَلَ, فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَوْلاَ هَذَا يَعْنِي الَّذِي صَامَ لاَوْجَعْنَا رَأْسَكَ, وَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ; ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا.

আমরা উভয় বর্ণনাকে সামনে রেখে অনুবাদটি করেছি। বর্ণনাগুলোর উপরে কোন মুহাক্বীক্বের তাহক্বীক্ব (সহীহ-যয়ীফ বিশ্লেষণ) বইটি লেখার মুহূর্তে আমরা পায়নি। (অনুবাদক)

"তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে।"[৮৫]

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, হাক্বীক্বী চাঁদ দেখার হুকুম নবী ﷺ –এর হাদীস : **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[৮৬] – দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু চাঁদ দেখার হুকুমী দলীলের স্বপক্ষে আপনি কোন দলীল উপস্থাপন করবেন? আপনি যে দলীল এই হুকুমী চাঁদ দেখার পক্ষে দেবেন তাতে **قريب** (নিকটবর্তী) কথাটি কোথায় বর্ণিত আছে? কেননা, যদি কোন মুসলিম নিজে চাঁদ না দেখে তার জন্য কোন নিকটবর্তী বা দূরবর্তী স্থানের চাঁদ দেখার খবর পাওয়াটাই শরিয়াতী পরিভাষায় ব্যাপকঅর্থে হুকুমী দলীল হিসাবেই গণ্য হবে। যা আপনার দেয়া হুকুমী চাঁদ দেখা সঙ্গার বিরোধী নয়। বাকী থাকল এটা ইসলামী শরিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ পর্যায়ে ভিন্ন দলীল প্রয়োজন। অথচ ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন দলীল আপনাদের কাছে নেই। আর এটাতেও আপনাদের কোন ফায়দা নেই – যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া এটাতো বলুন, আপনি ইত্তিহাদে মাতালে'র (মাতলার ঐক্যের) ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার খবর গ্রহণ করেছেন – যদিও তা অন্য অঞ্চল হয়। সেখানে চাঁদ দেখা না সত্ত্বেও এর খবর মেনে নেয়াটা – হাক্বীক্বী না হুকুমী চাঁদ দেখার আমল হল? এ পর্যায়ে উক্ত আয়াতটির দাবী কিভাবে পূরণ হল? যদি আপনি বলেন : এটা এ কারণেই হুকুমী আমল হিসাবে গণ্য যে, এখানকার মাতলা' এক। এ কারণেই এর খবরের হুকুম গ্রহণযোগ্য। সুতরাং আমরাও বলব : জনাব! আমরাও দূরবর্তী স্থানের চাঁদের খবর হুকুমী শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছি। যদিওবা আমাদের মাথার উপরে তখন চাঁদ নেই। কেননা **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ"[৮৭] – হাদীসটিতে কোন এলাকা, দেশ, ক্বওম প্রভৃতির চাঁদের কথা বর্ণিত হয়নি। বরং 'আম (ব্যাপক) ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে কোন ক্বওমের চাঁদের শাহাদাত এভাবে গ্রহণযোগ্য হবার বর্ণনা রয়েছে যে, যখন কোন এলাকায় বাস্তবিকভাবেই চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন সেখানকার খবর অন্য এলাকার জন্য হুকুমী শর্তে প্রযোজ্য হবে।[৮৮] আপনাদের কাছে ইত্তিহাদে মাতলার সম্পূর্ণ অঞ্চলব্যাপী চাঁদ না দেখা যাওয়ায় হুকুমী দলীল গ্রহণযোগ্য। সুতরাং

[৮৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

[৮৬]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

[৮৭]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

[৮৮]. অর্থাৎ চাঁদ দেখা বাস্তবিক হওয়ায়, যারা চাঁদ না দেখে খবর শুনে আমল করল তাদের এ আমলটি হুকুমী চাঁদ দেখা হিসাবে গণ্য হল।

দূরবর্তী স্থানের খবরও এই হুকুমী শাহাদাতের ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। আর উভয়ক্ষেত্রেই হুকুম একই। এ কারণেই এ ধরণের চাঁদ দেখার খবর পাওয়াটা কুরআনের উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা আয়াতটির দাবী হল, "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে, সে যেন সিয়াম রাখে" – অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তি হুকুমী দিক থেকে রমাযান মাসটি পেল। এ কারণে তার উপর সিয়াম রাখা ফরয।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র رحمه الله ফাতাওয়া কোনটি?

ভুল ধারণা – ৬ সমালোচনাকারী লিখেছেন, শায়েখ উসায়মীন رحمه الله বলেছেন :

فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الاخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس

"যদি মাতলা এক হয় তবে শহরগুলোর হুকুমও এক হবে। অর্থাৎ তাদের (মাতলার) মধ্যকার একজনের (কোন শহরে) চাঁদ দেখা অন্যান্যদের (শহরের) জন্য প্রযোজ্য। আর যদি মাতলার ইখতিলাফ (ভিন্নতা) থাকে তবে প্রত্যেক শহরের জন্য নিজস্ব হুকুম প্রযোজ্য। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله এটা গ্রহণ করেছেন, যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট এবং ক্বিয়াসেরও দাবী।"[৮৯]

সংশোধন ঃ মূলত শায়েখ উসায়মীন رحمه الله ইখতিলাফে মাতালে'র যে দলীল দিয়েছেন তা সাধারণভাবে মাতলার ভিন্নতার দাবীদারগণ উপস্থাপনা করে থাকেন। এ ব্যাপারে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতিটিতে নেই। আর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله কখনই এই মত পোষণকারী ছিলেন না যা তিনি উল্লেখ করেছেন। শায়খুল ইসলাম رحمه الله তাঁর মাজমু'উ ফাতাওয়াতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন :

ما دل عليه قوله : "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون " ، فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد؛ وجب الصوم . وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقي، سواء كان من إقليم أو إقليمين

[৮৯]. মুহাম্মাদ সালেহ আল–উসায়মীন, মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (শামেলাহ সংস্করণ) ১৯/২৪ পৃঃ।

"এ বিষয়ে দলীল হল, নবী ﷺ বলেছেন : 'সিয়াম হল – যেদিন তোমরা সিয়াম রাখ। তোমাদের ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর। তোমাদের ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।' সুতরাং যখন (চাঁদ দেখার) শাহাদাত (অন্য এলাকায়) শাবানের ত্রিশ তারিখে আসে, তখন চাঁদ দর্শনের স্থানটি নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যা-ই হোক না কেন – তাদের উপর সিয়াম পালন ওয়াজিব হয়ে যায়। এভাবে যদি চাঁদ দেখার শাহাদাত (ত্রিশ তারিখের) দিনের মধ্যে পৌঁছে তবে ঐ রাতের (আগমনের শুরু তথা) মাগরিব পর্যন্ত (অবশিষ্ট দিনে সিয়ামের) হুকুম আঁকড়ে থাকতে হবে। যদিও তা (খবর) নিজের এলাকা বা অন্য এলাকার হয়।[৯০]

শায়েখ উসায়মীন رحمه الله ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা 'আল-ইখতিয়ারাতুল ফাক্বীহিয়্যাহ' ও 'মাজমু'উল ফাতাওয়া' থেকে দিয়েছেন। কিন্তু 'মাজমু'উল ফাতাওয়া'-তে যা আছে তা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। আর 'আল-ইখতিয়ারাতুল ফাক্বীহিয়্যাহ', লেখক আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাস আলবা'লী -এর শব্দগুলো নিম্নরূপ :

تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا، فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ وَلَا غَيْرَهُ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّوْمِ وَكَمَا لَا يَعْرِفُ وَلَا يُضَحِّي وَحْدَهُ وَالنِّزَاعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْهِلَالَ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَطْلُعُ مِنْ السَّمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَظْهَرْ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى هِلَالًا إلَّا بِالِاشْتِهَارِ وَالظُّهُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

"ইখতিলাফে মাতালের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য হল, মাতলা এক হলে সিয়াম (এক সাথে রাখা) আবশ্যিক হবে, অন্যথা হবে না। শাফেয়ীদের মতে এটাই সবচেয়ে সহীহ। ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর একটি মতও এটাই। আর যে ব্যক্তি একাকী চাঁদ দেখে এবং তাঁর শাহাদত যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে তার নিজের শাহাদাতের ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা জরুরী নয়, অন্যের জন্যও পালনীয় নয়। এটা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। সিয়ামের এ বিষয়টি এমন যে, যেভাবে একাকী আরাফার উকুফ (অবস্থান) হতে পারে না এবং কুরবানীও করা যায় না। এই ইখতিলাফের ভিত্তি হল, হিলাল কোন চাঁদের নাম? এটাকি আসমানে অবস্থিত ঐ চাঁদের নাম যা দেখা যায়নি এবং প্রচার হয়নি? নাকি এটা ঐ চাঁদের নাম যা প্রকাশ পাবার পর প্রচারও হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা একেই (শেষোক্তটিকে 'হিলাল') বলা হয়েছে।"[৯১]

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে ইমাম ইবনে তাইয়িমা رحمه الله বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের মতামত উল্লেখ করেছেন।[৯২] এটা তাঁর প্রাধান্যপ্রাপ্ত বক্তব্য নয়। তাঁর প্রাধান্যপ্রাপ্ত বক্তব্য সেটাই যা তিনি 'মাজমু'উল ফাতাওয়া'-তে উল্লেখ করেছেন। শায়েখ উসায়মীন رحمه الله 'মাজমু'উল ফাতাওয়া'র সূত্র উল্লেখ করলেও সেখান থেকে কোন বাক্যের উদ্ধৃতি দেননি। যা প্রকারান্তরে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله পক্ষে ভুল উদ্ধৃতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে (যা তিনি বলেননি)। শায়েখ উসায়মীন رحمه الله নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন : **وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس** "যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট এবং ক্বিয়াসেরও দাবী।"[৯৩] আমি বিনয়ের সাথে বলছি, আপনাদের এই দাবী না কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা স্পষ্ট হয় এবং এটা ক্বিয়াসেরও দাবী নয়।

আল্লাহ ﷻ'র বাণী ঃ "যে এ মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"-এর ব্যাখ্যা

ভুল ধারণা – ৭ অতঃপর সমালোচনাকারী লিখেছেন : কুরআনের বর্ণনা

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে।"[৯৪]

এ আয়াতের দাবী হল, যে সিয়ামের মাসটি পাবেনা সে সিয়াম রাখবে না। সিয়ামের মাস পাওয়া দু' ধরণের। যেমন (১) চাঁদ দেখার মাধ্যমে সিয়াম পালন শুরু করা, এবং (২) শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করার পর সিয়াম শুরু করা। এখন যদি কেউ এমন কোন স্থানে থাকে যেখানে মাতলার ভিন্নতার কারণে শাবানের ঊনত্রিশ তারিখও হয়নি আবার চাঁদ দেখাও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ঐ স্থানের লোকের সিয়াম

---

৯০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উ ফাতাওয়া ২৫/১০৫ পৃঃ।

৯১. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, ফাতাওয়া কুবরা ৫/৩৭৫ পৃঃ।

৯২. পরবর্তীতে ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله এই উদ্ধৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। সেখানে এই দাবীটি সুস্পষ্ট হবে। (অনুবাদক)

৯৩. মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসায়মীন, মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (শামেলাহ সংস্করণ) ১৯/২৪ পৃঃ।

৯৪. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

মাসটি পেলনা। সুতরাং তাদের উপর কিভাবে সিয়াম পালন ওয়াজিব (ফরয) হবে? সুন্নাতে রসূলেও ﷺ দলীলটি এভাবে আছে :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

"যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ এবং যখন চাঁদ দেখ তখন তা শেষ (ভঙ্গ) কর।"[৯৫]

হাদীসটি থেকে এ মর্মও পাওয়া যায় যে, যখন আমরা চাঁদ দেখব না তখন সিয়াম রাখা আবশ্যিক নয় এবং সিয়াম শেষ (ভঙ্গ) করাও আবশ্যিক নয়।

সংশোধন ঃ এ পর্যায়ে আমাদের জবাব হল, আপনি উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে চাঁদ দেখাকে আবশ্যিক গণ্য করেছেন। প্রশ্ন হল, কিভাবে দেখাকে 'চাঁদ দেখা' বলে গণ্য করা হবে? আপনি দু'টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (১) হাক্বীক্বী বা বাস্তবিক দেখা, এবং (২) হুকুমী বা উক্ত বাস্তব দেখার খবর অনুযায়ী আমল করা। আপনি লিখেছেন : "চাঁদ না দেখলে তারা রমাযানও পেল না।" আমি বলব : সঠিক কথা হল, এখানে চাঁদ হাক্বীক্বী অর্থে দেখা যায়নি। কিন্তু ভিন্ন এলাকার চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হুকুমী শর্তের আলোকে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হল। যেভাবে আপনিও মাতলার ঐক্যের ক্ষেত্রে এক স্থানের হাক্বীক্বী চাঁদ অপর স্থানের ক্ষেত্রে হুকুমী চাঁদ হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং আপনার বক্তব্য "যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি সেখানে সিয়াম ফরয হয় না" বাতিল হল। কেননা এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী (হুকুমী শর্তে) চাঁদ দেখা প্রমাণিত। সুতরাং এখন সেটা প্রযোজ্য না করার কারণ কি? এমতাবস্থায় কুরআনুল কারীমের আয়াত : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"[৯৬]–এর দাবী হাক্বীক্বী শর্তে না হলেও হুকুমী শর্তে চাঁদ দেখা গণ্য হবে। মূলত আপনি নিজেও এ ব্যাপারে একমত। আপনি আরো বলেছেন : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ"[৯৭]– হাদীসটিরও দাবী একই। আমরা বলব, দৃশ্যপটে হাদীসটির দাবী এটাই। কিন্তু যখন চাঁদ দেখার মাসআলার অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়ে, তখন চাঁদ দেখার হুকুমী শর্ত প্রমাণিত হওয়ায় – এই হাদীসটি আমাদের পক্ষের দলীল। কিন্তু আপনাদের পক্ষের নয়।[৯৮]

সূর্যের স্থানীয় সময়ের সাথে চন্দ্র মাসের অযৌক্তিক তুলনা

ভুল ধারণা – ৮ অতঃপর সমালোচনাকারী লিখেছেন : এর স্বপক্ষে ক্বিয়াসী দলীল হল, আমরা দেখি সাহারী ও ইফতার করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শহরের সুবহে সাদিক ও সূর্যাস্ত অনুযায়ী আমল করে থাকে। কোথাও আগে আবার কোথাও পরে সাহারী ও ইফতার করা হয়। সুতরাং সাহারী ও ইফতারের ক্ষেত্রে যেভাবে নিজ স্থানের হিসাবে গণনা গ্রহণ করা হয়, সেভাবে সিয়াম ও ঈদের ক্ষেত্রেও নিজ শহরের চাঁদ দেখা গণ্য হবে।

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, আপনার এই উপস্থাপনাটি ঐ মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বলেন, প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য। যদিওবা মাতলার ভিন্নতা বা ঐক্য থাকে। কোন এলাকার চাঁদ দেখার খবর কখনই অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে এই দলীলটি ঐ মাযহাবের বিরোধী যারা বলেন, কোন শহরের চাঁদ দেখা ঐ সমস্ত (দূরবতী বা নিকটবর্তী) শহরের জন্যও প্রযোজ্য যাদের মাতলা একই। আর আপনি নিজেই এই মাযহাবের দাবীদার। সুতরাং আপনার প্রদত্ত দলীলের ভিত্তিতেই আপনার মাযহাবই বাতিল হল।

[অনুবাদকের সংযোজন ঃ ইসলামী শরিয়াতে চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে নতুন মাস গণনা করা হয়। চাঁদের এই উদয় হওয়ার কাজটি চন্দ্রমাস অনুযায়ী মাসে একবারই হয়। ফরয বা নফল সিয়াম পালন, ঈদ ও হজ্জ প্রভৃতি বাস্তবায়নের জন্য চাঁদ উদয়ের সাথে মৌলিক বিষয়গুলো হল : (১) নতুন মাসের ১লা তারিখ গণনা, (২) উনত্রিশ তারিখ পূর্ণ হওয়ার পর নতুন চাঁদ দেখার চেষ্টা করা এবং দেখতে পেলে এর খবর প্রচারের মাধ্যমে পরবর্তী মাসের ১লা তারিখ নির্ধারণ করা, অথবা (৩) উনত্রিশ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে, ত্রিশ তারিখ পূর্ণ গণনার পর পরবর্তী মাসের ১লা তারিখ নির্ধারণ করা। অর্থাৎ স্থানীয় সময়ের পার্থক্য নয়, বরং মাসের পহেলা তারিখ গণনা শুরু করাটাই চন্দ্রমাসের মৌলিক দাবী। তাছাড়া সূর্যের মত চাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের সময়ের পার্থক্যও সৃষ্টি করা যায় না। পক্ষান্তরে সূর্য প্রতিদিনই উদয় হয়। আর এ কারণে প্রতিদিনই সূর্য অনুযায়ী স্থানীয় সময় নির্ধারিত হয়। আর এভাবেই শরিয়াত অনুযায়ী সূর্যের সাথে পালনীয় বিষয়গুলো স্থানীয়ভাবে আমল করা হয়। যেমন – সাহারী, ইফতার, সালাতের ওয়াক্ত। সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক দিনের পালনীয় বিষয়গুলোর সাথে মাসে একবার মাত্র উদয় হওয়া চাঁদের কোন সম্পর্কই নেই। সুতরাং অন্যান্য আমলগুলো প্রত্যেক দিনের উদয় হওয়া সূর্যের স্থানীয় সময় অনুযায়ী হওয়াই, মাসে একবার

---

[৯৫]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

[৯৬]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

[৯৭]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

[৯৮]. কেননা আপনারা তর্কের খাতিরে কখনো তা গ্রহণ করেন আবার কখনো তা বর্জন করেন। অথচ হাক্বীক্বী ও হুকুমী চাঁদ দেখার উভয় শর্তই শরিয়াতে প্রমাণিত। (অনুবাদক)

উদয় হওয়া চাঁদের সাথে কিভাবে ক্বিয়াস করাটা সহীহ হবে। এ পর্যায়ে স্বতন্ত্র দেশ ভিত্তিক চন্দ্র হিসাবের কী যৌক্তিকতা বা বাস্তবতা আছে? আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন ।[অনুবাদক]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রহিমাহুল্লাহ দেয়া উদ্ধৃতিই তাঁর মতামত নয়

ভুল ধারণা – ৯ এরপর লিখেছেন : আলেমদের একটি জামা'আত বলেন, রমাযানের সিয়ামের শুরু ও শেষ চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই হবে। কেননা, চাঁদের মাতলা' ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞগণ তা জানেন। যখন মাতলা ভিন্ন হবে তখন প্রত্যেক শহরের জন্য নিজের চাঁদ দেখার হুকুম প্রযোজ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর দলীলটি হল কুরআনের আয়াত: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"[৯৯] এবং হাদীস ঃ **إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا** "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ এবং যখন চাঁদ দেখ তখন তা শেষ (ভঙ্গ) কর।"[১০০]

সংশোধন ঃ সমালোচনাকারী ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ–এর সাথে যা সম্পৃক্ত করেছেন সেটা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া উদ্ধৃতিটি ইবনে তাইমিয়া'র রহিমাহুল্লাহ ফাতাওয়ার যেস্থান থেকে দেয়া হয়েছে তা আমাদের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি হল, "কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে তা কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পাবে? এটাকি সে স্থানের জন্য সীমাবদ্ধ? নাকি ঐসব স্থানের জন্যও প্রযোজ্য যেখানে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছাবে?" সমালোচনাকারী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার বিষয়বস্তু ছিল :

إِذَا رَأَى هِلَالَ الصَّوْمِ وَحْدَهُ أَوْ هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ فَهَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ ؟ أَوْ يُفْطِرَ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ ؟ أَمْ لَا يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ ؟

"কেউ সিয়াম বা ঈদের চাঁদ একাকী দেখল। সে কি নিজের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে নিজে সিয়াম পালন শুরু করবে? কিংবা নিজের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে সিয়াম ভঙ্গ (ঈদ) করবে? নাকি সিয়াম রাখা ও ভঙ্গের (ঈদের) ব্যাপারে (নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল না করে স্থানীয়) মুসলিমদের সাথে আমল করবে?"[১০১]

উক্ত প্রশ্নের জবাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন :

عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ هِيَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَد : أَحَدُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يُفْطِرَ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي : يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَالثَّالِثُ : يَصُومُ مَعَ النَّاسِ وَيُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ .... وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ : ﴿الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ : وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ

"আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি আছে। এই তিনটি উক্তিই ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি হল, সে একাকী সিয়াম পালন করবে ও সিয়াম ভঙ্গ (সমাপ্ত) করবে। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। দ্বিতীয়টি হল, একাকী সিয়াম পালন করবে কিন্তু সিয়াম ভঙ্গের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকদের সাথে করবে। এটি ইমাম আহমাদ (বিন হাম্বল), ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানিফার রহিমাহুল্লাহ সুবিখ্যাত মাযহাব। তৃতীয়টি হল, লোকদের সাথে সিয়াম পালন ও ভঙ্গ করবে। এই উক্তিগুলোর স্বপক্ষে নবী ﷺ–এর হাদীসটি হল : "তোমাদের সিয়াম হল, যেদিন তোমরা সিয়াম রাখ, তোমাদের ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর, আর তোমাদের ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"..... ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (ধারাবাহিক সূত্রে) .... আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ :** "সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[১০২] ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ

---

[৯৯]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

[১০০]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

[১০১]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১১৪।

[১০২]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

বলেন, "এই হাদীসটি হাসান গরীব। অনেক আলেম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : এর অর্থ হল নিশ্চয় এই সিয়াম ও ঈদ পালনে আল–জামা'আত ও অধিকাংশ লোকদের সাথে হতে হবে।".... [১০৩]

অতঃপর একই মর্মে আরো হাদীস বর্ণনার পর ইবনে তাইমিয়া رحمه الله লিখেছেন :

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً بِمُسَمَّى الْهِلَالِ وَالشَّهْرِ : كَالصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ فَقَالَ تَعَالَى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ . فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ . قَالَ تَعَالَى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ إلَى قَوْلِهِ :﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ أَنَّهُ أَوْجَبَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّ الَّذِي تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ أَنَّ الْهِلَالَ . هَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَظْهَرُ فِي السَّمَاءِ ؟ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ النَّاسُ ؟ وَبِهِ يَدْخُلُ الشَّهْرُ أَوْ الْهِلَالُ اسْمٌ لِمَا يَسْتَهِلُّ بِهِ النَّاسُ وَالشَّهْرُ لِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ : مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ فَقَدْ دَخَلَ مِيقَاتُ الصَّوْمِ وَدَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي حَقِّهِ وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ غَيْرُهُ . وَيَقُولُ مَنْ لَمْ يَرَهُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ طَالِعًا قَضَى الصَّوْمَ

"এই মাসআলার মূল বিষয় হল, আল্লাহ ﷻ সিয়াম, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর শরিয়াতী আহকামকে **هلال** 'হিলাল' ও **شَّهْر** (শাহরুন) ' মাস' শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন : "লোকেরা আপনাকে হিলালগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"[১০৪] অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ হিলালকে (নতুন চাঁদকে) লোকদের জন্য সময় নির্দিষ্টকরণ ও হজ্জের দিন–ক্ষণের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এবং আল্লাহ ﷻ'র বাণী : "তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।"[১০৫] .... "রমাযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত।"[১০৬] এ আয়াতগুলো দ্বারা রমাযান মাসে সিয়াম ওয়াজিব (ফরয) করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু হিলাল বা নতুন চাঁদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। (আর তাহল) আঁকাশে যে চাঁদ রয়েছে এরই নাম কি

[১০৩]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১১৪-১৫।
[১০৪]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।
[১০৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৩ আয়াত।
[১০৬]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

হিলাল, অথচ লোকেরা তা জানেনা? এভাবেই কি মাসের আগমন হবে? নাকি হিলাল হল ঐ চাঁদ যা (দেখার পর) মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মাস শুরু হওয়ার খবর প্রচার হয়েছে? এ ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তিটির মতাবলম্বনকারীরা বলেন : কেউ একাকী চাঁদ দেখল, তার জন্য ঐ রাত থেকে সিয়াম ও রমাযান মাস শুরু করাটা হক্ব (কর্তব্য) হয়ে গেল। যদিও সে রমাযানের ক্ষেত্রে কেবল নিজেই থাকে এবং তা অন্য কেউ না জানে। এরা এটাও বলেন যে : কেউ এমন কোন স্থান থেকে আসল যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি, সেক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে দেয়া সিয়াম কাযা করতে হবে।"[১০৭]

অতঃপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله লিখেছেন :

وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي شَهْرِ الْفِطْرِ وَفِي شَهْرِ النَّحْرِ لَكِنَّ شَهْرَ النَّحْرِ مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا قَالَ مَنْ رَآهُ يَقِفُ وَحْدَهُ دُونَ سَائِرِ الْحَاجِّ وَأَنَّهُ يَنْحَرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيَتَحَلَّلُ دُونَ سَائِرِ الْحَاجِّ . وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الْفِطْرِ : فَالْأَكْثَرُونَ أَلْحَقُوهُ بِالنَّحْرِ وَقَالُوا لَا يُفْطِرُ إلَّا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَآخَرُونَ قَالُوا بَلْ الْفِطْرُ كَالصَّوْمِ وَلَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ الْعِبَادَ بِصَوْمٍ وَاحِدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَتَنَاقُضُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ . وَحِينَئِذٍ فَشَرْطُ كَوْنِهِ هِلَالًا وَشَهْرًا شُهْرَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ وَاسْتِهْلَالُ النَّاسِ بِهِ حَتَّى لَوْ رَآهُ عَشَرَةٌ وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْبَلَدِ لِكَوْنِ شَهَادَتِهِمْ مَرْدُودَةً أَوْ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِهِ كَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَمَا لَا يَقِفُونَ وَلَا يَنْحَرُونَ وَلَا يُصَلُّونَ الْعِيدَ إلَّا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ لَا يَصُومُونَ إلَّا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ :﴿ صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ﴾. وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَتِهِ : يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ . قَالَ أَحْمَد : يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَعَلَى هَذَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُ الشَّهْرِ : هَلْ هُوَ شَهْرٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ ؟ أَوْ لَيْسَ شَهْرًا فِي حَقِّهِمْ كُلِّهِمْ ؟ يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فَإِنَّمَا أَمَرَ بِالصَّوْمِ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَالشُّهُودُ لَا يَكُونُ إلَّا لِشَهْرٍ اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ شُهُودُهُ وَالْغَيْبَةُ عَنْهُ . وقول النَّبِيِّ ﷺ ﴿إذَا رَأَيْتُمُوهُ

[১০৭]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১১৫-১৬।

فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَصُومُوا مِنْ الْوَضَحِ إِلَى الْوَضَحِ ﴾ وَنَحْوُ ذَلِكَ خِطَابٌ لِلْجَمَاعَةِ

لَكِنْ مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ إذَا رَآهُ صَامَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُهُ . وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ رُئِيَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَوْ ثَبَتَ نِصْفَ النَّهَارِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد . فَإِنَّهُ إنَّمَا صَارَ شَهْرًا فِي حَقِّهِمْ مِنْ حِينِ ظَهَرَ وَاشْتَهَرَ . وَمِنْ حِينَئِذٍ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ كَأَهْلِ عَاشُورَاءَ : الَّذِينَ أُمِرُوا بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ الْقَضَاءِ ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

"ক্বিয়াস ও আক্বলের (বিবেকের) দাবী হল, সিয়াম ভঙ্গ বা শাওয়াল মাস এবং কুরবানী বা যিলহজ্জ মাসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কিন্তু কুরবানী বা যিলহজ্জ মাসের ক্ষেত্রে এমন কোন উক্তি দেখি না যে, একাকী ব্যক্তি নিজের একক চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নিজে নিজেই উকুফে আরাফাহ (আরাফাতে অবস্থান) করে। কিংবা একাকীই আরেক দিন কুরবানীও করে, জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করে এবং এভাবে নিজে নিজেই হজ্জের সমস্ত রোকনগুলো সম্পন্ন করে। তবে সিয়াম ভঙ্গের (ঈদুল ফিতরের) ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। অধিকাংশই হজ্জের সাথে সম্পর্ক রেখে বলেন, একাকী ব্যক্তি সিয়াম ভঙ্গ (বা ঈদুল ফিতর পালন) করবে না, বরং মুসলিমদের সাথেই আমল করবে। অন্যান্যরা বলেছেন, বরং সে সিয়াম ভঙ্গ করবে। কেননা এটা সিয়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আল্লাহ ﷻ নিজের বান্দাদেরকে একত্রিশটি সিয়াম রাখার হুকুম দেননি। এই বিতর্কগুলো যে দলীলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যিলহজ্জের মাসের বা হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। এ সময় চাঁদকে 'হিলাল' হিসাবে তখনই গণ্য করা হবে যখন তা প্রসিদ্ধ হবে এবং লোকদের কাছে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। যদি দশজন ব্যক্তিও চাঁদ দেখে কিন্তু তা ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার না হয়, তবে এ কারণেই তাদের শাহাদাত বাতিল হবে। এ প্রক্রিয়ায় তারাও সমস্ত মুসলিমদের আমলের অনুসারী হবে। সুতরাং যেভাবে একাকী আরাফাতে উকুফ (অবস্থান) করে না, কুরবানীও একাকী করে না, ঈদের সালাতও একাকী আদায় করে না – সেভাবে সে সিয়ামও মুসলিমদের সাথেই রাখবে। এটাই ঐ হাদীসের দাবী যেখানে বর্ণিত হয়েছে: "তোমাদের সিয়াম হল, যেদিন তোমরা সিয়াম রাখ, তোমাদের ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর, আর তোমাদের ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।" এ কারণে ইমাম আহমাদ رحمه الله আলোচ্য হাদীসটির আলোকে বলেছেন : এক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের ইমাম ও জামা'আতের সাথে আমল করবে, যদিওবা আকাশ পরিষ্কার থাক অথবা মেঘে ঢাকা থাক। ইমাম আহমাদ رحمه الله আরো বলেছেন : আল্লাহর হাত আল–জামা'আতের উপর। এর উপর ভিত্তি করে মাসগুলোর আহকাম পৃথক পৃথক হয়ে যায়, তাহলে কি এই মাসগুলো সমস্ত শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না? এই মাসের হক্ব কি তাদের প্রত্যেকের জন্য হবে না? এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ ﷻ বলেছেন : **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে।"[১০৮] এ আয়াতের দাবীর ভিত্তিতে যে রমাযান মাসটি পাবে তার জন্য সিয়ামের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর শাহাদাতের মাধ্যমে মাসটির শুরু হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ তা সমস্ত লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। আর শাহাদাতের ভিত্তিতেই অজানা বিষয়টি সবার জানা হয়। এ কারণে নবী ﷺ বলেছেন : "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ এবং যখন চাঁদ দেখ তখন তা শেষ (ভঙ্গ) কর।[১০৯] এই সম্বোধন আল–জামা'আত বা সমস্ত উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। তবে কেউ যদি এমন স্থানে চাঁদ দেখে যেখানে অন্য কেউ নেই, সেখানে তার চাঁদ দেখা নিজের জন্য প্রযোজ্য হবে। কেননা সেখানে আর কেউ নেই। আর যদি কেউ এমন স্থানে থাকে যেখানে সে চাঁদ দেখেনি ফলে সিয়ামও রাখেনি, অতঃপর সে জানতে পারল সেই তারিখে চাঁদ দেখা গেছে কিংবা দিনের মধ্যভাগে চাঁদ দেখল – সেক্ষেত্রে তার উপর সিয়াম কাযা করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আহমাদের رحمه الله একটি মত। কেননা চাঁদের দাবী তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে এবং তা প্রচার হবে। এ কারণে যদি প্রমাণিত হয় চাঁদ রাতে দেখা গেছে আর সেই খবর দিনের বেলায় পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাদের উপর দিনের বাকী সময়টা খাওয়া–পান করা প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। যেভাবে আশুরার সিয়ামের ক্ষেত্রে হুকুম আছে।[১১০] পরবর্তী দিনের সিয়াম (পূর্ণভাবে রাখবে) আর এই

---

১০৮. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

১০৯. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا। হাদীসটির শেষাংশ : وَصُومُوا مِنْ الْوَضَحِ إِلَى الْوَضَحِ ইবনে তাইমিয়ার কিতাব ছাড়া অন্য কোন প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে সাধ্যমত খুঁজেও পেলাম না। (অনুবাদক)

১১০. হাদীসটি হল ঃ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ

সালামা বিন আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, আশুরার দিন নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয়। অথবা বলেছেন,

সিয়ামটি কাযা করতে হবে না – এটাই সহীহ। এ পর্যায়ে কাযা করার হাদীসটি যয়ীফ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"[১১১]

সে যেন সাওম আদায় করে নেয়। আর যে খায়নি সে যেন আর না খায়।" [সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম .... باب اذا نوى بالنار صوما (অনচ্ছেদ ঃ যদি কেউ দিনের বেলা সিয়ামের নিয়্যাত করে ....)। এই নির্দেশটি সে সময়ের যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হয়নি। পরবর্তীতে রমাযানের সিয়াম ফরয করা হলে তিনি আশুরার সিয়াম আদায়ের ব্যাপারে আর নির্দেশ দিতেন না এবং নিষেধও করতেন না (অর্থাৎ তা নফলে পরিণত হয়)। এ মর্মে সাহাবী ইবনে উমার ও আয়েশা ﵄–এর বর্ণনা দেখুন : সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম .... باب وجوب صوم رمضان। সাহাবী জাবের ইবনে সামুরার ﵁ বর্ণনা দেখুন : সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৯৭০।

১১১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১১৬-১৮।

হাওয়াই দ্বীপের (হনুলুলুর) চাঁদের খবর ও জাপানের সিয়াম পালন

এ পর্যায়ে তাদের প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গেল যাদের অভিযোগ ছিল : ধরা যাক, যেদিন জাপান চাঁদ দেখতে পেল না, কিন্তু সূর্যের হিসাবে তারিখ অনুযায়ী সে দিনই আমেররিকার হাওয়ায় দ্বীপে যখন চাঁদ দেখা গেল, সূর্যের হিসাবে তখন জাপানে পরবর্তী দিনের দ্বিপ্রহর। তখন কিভাবে জাপানীরা সিয়াম পালন করবে ও তারাবীহ পড়বে ? জবাব ঃ আলোচ্য উদ্ধৃতির আলোকে খবর পাওয়ার সাথে সাথে জাপানীরা দিনের বাকী সময়টুকু সিয়াম পালন করবে। এই সিয়াম কাযা করা লাগবে না। তারাবীহ'র সালাত আদায়ের সময় না থাকায় তা প্রযোজ্য হবে না। পরবর্তী দিনের তারাবীহ ও সিয়াম তারা ধারাবাহিক ভাবে রাখবে। এছাড়া আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি। সৌদি সরকার ২০১০ সিয়ামের ঘোষণা দেয়ার ৩ ঘন্টা পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার সরকার সিয়ামের ঘোষণা দেয়। আর ইন্দোনেশিয়া থেকে জাপানের সময়ের ব্যবধান প্রায় ২ ঘন্টা। সুতরাং এই সময়ের ব্যবধানের আলোকে জাপানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ৮/৯টার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার খবর পাওয়ার ভিত্তিতে আমল করা সম্ভব। তেমনি সৌদি আরবের খবর জাপানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ১২ থেকে ০১ টার মধ্যে পাওয়া সম্ভব বিধায় – সিয়াম ও তারাবীহও পালন করা সম্ভব। যদি পৃথিবীতে কেবলমাত্র হাওয়ায় দ্বীপেই চাঁদ প্রথমে দেখা যাবার সুনির্দিষ্টতা থাকত তবে সেক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ীও বিষয়টির সমাধান করা যায়। সুতরাং ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব যে, জাপানীদের পক্ষে সুবহে সাদিকের পূর্বে চাঁদ উঠার খবরটি পাওয়া সম্ভব। তাছাড় দু'ঈদের ক্ষেত্রে এটা কোন জটিলতার সৃষ্টি করে না। বিশেষ করে ঈদুল আযহা – যা চাঁদ উঠার ১০ দিন পরে হয়ে থাকে। আর ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে কাফেলার চাঁদের খবর শুনে সিয়াম ভঙ্গ করার নির্দেশমূলক হাদীসে রসূল ﷺ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য সমাধানের আলোকে জাপানীদেরকে দিনের মধ্যে সিয়ামের নিয়্যাত করতে হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যখন আশুরার সিয়াম ফরয ছিল সে সম্পর্কিত নবী ﷺ–এর নির্দেশনার সাথে "ফজরের পূর্বেই সিয়ামের নিয়্যাত করা" সম্পর্কিত হাদীসটির মধ্যে দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে কোনটি সঠিক ? উত্তর ঃ পরিশিষ্টাংশ – ২ দ্রষ্টব্য।

এতক্ষণ আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার সে অংশটি উল্লেখ করলাম যেখানে তিনি ﵀ কুরআনের আয়াত: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে" এবং হাদীস ঃ **إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا** "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ এবং যখন চাঁদ দেখ তখন তা শেষ (ভঙ্গ) কর"–এর বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে এই আলোচনা কোথায় যার দাবী হল, কোন স্থানে বাস্তবিকভাবে চাঁদ দেখার পর এই খবরটি অন্যান্য স্থানে যখন পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয় – যা এ বর্তমান যামানাতে সম্ভব হচ্ছে, এরপরও তারা ঐ খবরের উপর আমল করবে না? এই পরিস্থিতি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ﵀ উপরে উদ্ধৃত কোন বাক্যটি প্রযোজ্য যা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, চাঁদ দেখার হুকুমটি সুনির্দিষ্ট স্থানের জন্য প্রযোজ্য এবং অন্যান্য স্থানের জন্য তা প্রযোজ্য নয়? বরং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ﵀ উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, 'হিলাল' ঐ চাঁদের নাম যা ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে সে অনুযায়ী আমলের উৎসবমূখর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এটা তখনই প্রমাণিত হবে, যখন দুনিয়াব্যাপী এর উপর আমল করা হবে। পক্ষান্তরে নিকটবর্তী বসতিও যদি চাঁদ দেখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল থাকে এবং এভাবেই তাদের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, যার কোন প্রভাবই পড়ে না – তবে এই চাঁদকে কখনই 'হিলাল' বলা হবে না। আর এমন চাঁদের নামও 'হিলাল' নয়। ইসলামী ইবাদাতের লক্ষ্য 'হিলাল' শব্দটির সাথে সম্পৃক্ত, 'ক্বমার' শব্দটির সাথে নয়। যা বিভিন্ন প্রকার চাঁদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবনে তাইমিয়া ﵀ 'হিলাল' শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দ্বারা সমালোচনাকারীর একটি আপত্তি : "তাদের আলেমদের একজন এটাও লিখেছেন যে, হিলাল চাঁদ নয়"–এর জবাবও এসে গেছে, যা তিনি তার প্রথম পুস্তিকাটিতে লিখেছেন। আমরা যা উল্লেখ করেছিলাম তাহল, "জেনে রাখ দরকার! হিলালের অর্থ চাঁদ নয়, বরং এর অর্থ হল – যা প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে পরিচিত।" শায়খুল ইসলামও ﵀ এটাই লিখেছেন। অর্থাৎ 'হিলাল' ঐ চাঁদের নাম যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে এর দাবী পূরণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ও তার প্রতি আমল হচ্ছে। শায়খুল ইসলামের ﵀ এই ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যারই পরিপূরক। আমাদের পুস্তিকাতে লেখা হয়েছিল "হিলাল চাঁদের নাম নয়" এর দাবী এটাই ছিল যে, 'হিলাল' চাঁদের যে কোন অবস্থাকেই বলে না। বরং এটা প্রথম উদিত চাঁদের নাম যা প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। উদ্ধৃতিটির পূর্বে আমাদের যে বক্তব্য ছিল তা হল :"

'اهل' শব্দটি ঐ সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য – যা কেবল আল্লাহর জন্যই নয় বরং আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াটাও প্রসিদ্ধ।" এ পর্যায়ে আমাদের উদ্ধৃতিটি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমালোচনাকারী অভিযোগ করার সুযোগটি পেলেন। এ পর্যায়ে আমরাও তাকে জিজ্ঞাসা করি, শায়খুল ইসলামের رحمه الله নামে আপনি যা লিখেছেন তা কোন কিতাবে পেয়েছেন? আপনি তাঁর নামে যে বিকৃত উদ্ধৃতি দিলেন এটা কি আপনার সুনামের সাথে মানানসই – যার দাবী আপনি করে থাকেন? এটা কিভাবে তাহক্বীক্ব (বিশ্লেষণ)–এর মর্যাদা পেতে পারে? অথচ আপনি একজন মুহাক্কেক্ব হিসাবে পরিচিত। .....[১১২]

আপনি আপনার পুস্তিকায় এটা ব্যাখ্যা করেননি যে, কেন প্রত্যেক এলাকার জন্য নিজস্ব চাঁদ এবং কেন অন্য এলাকার চাঁদ গ্রহণযোগ্য নয়? ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসে কেবল একটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এক স্থানের চাঁদ অন্য স্থানের জন্য মাতলার ঐক্যের শর্তে প্রযোজ্য হওয়ার মতটি কখনই ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর হাদীসটির দাবী নয়, বরং বিরোধী। তাছাড়া এটাও সুস্পষ্ট যে, মুহাদ্দিসদের কেউই এ মতের দাবীদার নয়। তারা ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসের ভিত্তিতে যে باب বা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন তা প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত। অথচ আপনি এবং আপনার কিতাবে মুফতী সাহেব কর্তৃক সংযোজিত ফাতাওয়ায় লিখেছেন : "প্রত্যেক বসতি ও শহরের জন্য পৃথক পৃথক চাঁদ। ইবনে আব্বাসের হাদীসটি তারই দলীল।" সাথে সাথে এটাও লিখেছেন : "একই মাতলাতে অবস্থিত এলাকার ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য।" এটা কি দলীলটির দাবী? একই ঐক্যের মাতলার এলাকাগুলোর কোন সীমানা আছে কি? প্রকৃতপক্ষে আপনি ও আপনার সহযোগীরা মাতলার ঐক্য ও এর সীমানা নির্ধারণের পক্ষে ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه দলীলটি উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ আপনাদের কাছে ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটি 'প্রত্যেক বসতি বা শহরের জন্য নিজস্ব চাঁদ দেখার হুকুম প্রযোজ্য', আবার এই হাদীসটিকেই 'মাতলার ঐক্যের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার হুকুম প্রযোজ্য' হওয়ার দলীল হিসাবে নিয়েছেন!!

মাতলার দূরত্ব

[১১২]. অতঃপর লেখক সমালোচনাকারীর আরো কিছু দূর্বল দিক উল্লেখ করেছেন, যা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে উত্তর হলেও, আমাদের ঐ আলোচনার প্রয়োজন নেই। এজন্য ঐ আলোচনা প্রকাশ করা থেকে আমরা দূরে থাকছি। (অনুবাদক)

ভুল ধারণা – ১০ সমালোচনাকারী পক্ষে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে : "ইখতিলাফে মাতালে'র পক্ষে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, এতে কোন সাহাবী رضي الله عنهم বা তাবেয়ী رحمه الله ইখতিলাফ করেননি।

সংশোধন ঃ এটি একটি অদ্ভুত মন্তব্য। কেননা ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসে ইখতিলাফে মাতালে'র আলোচনা কোথায়? কোন হাদীসের কিতাবেই এ সম্পর্কে কোন باب বা অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়নি। সম্ভবত তিনি মুহাদ্দিস উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর رحمه الله কিতাব 'মিরআতুল মাফাতীহ' থেকে এই বিষয়টি নিয়েছেন। তিনি رحمه الله লিখেছেন : "অধিকাংশ আলেমের মত হল, মাতলার ভিন্নতা এক মাসের দূরত্বের পথ।"(মিরআত ৩/২০৬ পৃ:)[১১৩] কিন্তু বাস্তবতা হল, শায়েখ মুবারকপুরীর এই উদ্ধৃতির পক্ষে কোন দলীল নেই।

ভুল ধারণা – ১১ অপর একজন লিখেছিলেন : "সাধারণভাবে এটা বলা হয় যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ঈদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলো কেন এক সাথে পালন করছে না, কেন তারা এ ব্যাপারে এক হচ্ছে না?" এর জবাবে সমালোচনাকারী লিখেছেন : সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, মুসলিমরা দুই ঈদ, হজ্জ প্রভৃতি একত্রেই পালন করে থাকে। কেননা দুনিয়াব্যাপী ঈদুল ফিতর পহেলা শাওয়ালেই পালিত হয়। অর্থাৎ যেখানেই সিয়াম পালিত হয় সেখানেই পহেলা রমাযান ও পহেলা শাওয়ালও গণনা করা হয়।

সংশোধন ঃ এটি একটি অদ্ভুত ও দূর্বল উপস্থাপনা। কেননা প্রশ্নটি ছিল, যে স্থানে রমাযানের সিয়াম পালিত হচ্ছে, সে স্থান ছাড়া অন্য স্থানে যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি সেখানকার মুসলিমরা কেন সিয়াম রাখবে না? তারা কেন অন্যান্য মুসলিমদের সাথে এই ইবাদাতে শরীক থাকছে না? এই চাঁদ কেন তাদের জন্য নয়? এভাবে এক স্থানে শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর সেখানকার লোকরা ঈদ পালন করে, পক্ষান্তরে অন্য এলাকার মুসলিমরা সিয়াম পালনরত থাকে। অথচ সমালোচনাকারী প্রশ্নের উত্তরে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোন ইঙ্গিতও দেননি। বরং তিনি লিখেছেন : 'এ প্রশ্ন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, যারা খৃষ্টানদের পঞ্জিকা চালু করতে চায়।' অথচ এটা সুস্পষ্ট ভুল উপস্থাপনা। বরং উক্ত অভিযোগগুলো মুসলিমদের পক্ষ

[১১৩]. শায়েখ উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী رحمه الله উদ্ধৃতিটি আমরা এভাবে পেয়েছি :

وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر

দ্র: মিরআতুল মাফাতীহ ৬/৮৪৬ পৃ:। (অনুবাদক)

থেকেই করা হয়েছে। মুসলিমরা যখন দেখে, হারামাইন শরীফাইনের সিয়াম পালিত হচ্ছে আর পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি আরো অনেক স্থানের লোকেরা পানাহারে লিপ্ত আছে। আবার যখন হারামাইন শরীফাইনে ঈদ পালিত হচ্ছে তখন অন্যান্য দেশে সিয়াম পালন করা হচ্ছে। এ কারণে মুসলিমদের পক্ষ থেকেই এই প্রশ্ন উঠেছে যে, হারামাইন শরীফাইনের চাঁদ কেন অন্য মুসলিমদের জন্য নয়? এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা না করে তিনি এমন বিষয়ের দিকে পাঠকের চিন্তা ঘোরানোর চেষ্টা করেছেন যা এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

ভুল ধারণা – ১২ ভিন্ন প্রস্তাবনায় অপর একজন লিখেছেন ঃ খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার যেখানে তারিখের পরিবর্তন সূর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, সেখানে তারিখের বিভিন্নতা সৃষ্টি হলে সাধারণ নিয়ম–শৃঙ্খলায় জটিলতা সৃষ্টি হবে।

সংশোধন ঃ আপনার খেদমতে আমরাও এটাই বলতে চায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ইসলামী তারিখ মেনে নেয়াটাও ইসলামী নিয়ম–শৃঙ্খলা ও ঐক্যের বিরোধী হয়ে থাকে।

ভুল ধারণা – ১৩ 'লায়লাতুল ক্বদর' যা ইসলামী শরিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলত সমৃদ্ধ রাত। যদি রমাযানের একটি তারিখও নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন করে নেয়া হয়, তবে এর শেষ দশকের বেজোড় রাত নিজের অবস্থান থেকে সরে যাবে। ফলে আমরা এর ফযিলত থেকে বঞ্চিত হব।

সংশোধন ঃ এই তারিখ পরিবর্তন বলতে আমরা কোনটি বুঝব – সারা বিশ্বের একই তারিখ হওয়াটিকে পরিবর্তন বলব? যা পালিত হলে আমরা কি ক্বদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হব? নাকি প্রত্যেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তারিখকে পরিবর্তন হিসাবে ধরব? যার ফলে রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত তথা ক্বদরের রাতও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।[১১৪] .... এ প্রক্রিয়ায় রমাযান মাস শাওয়ালে পরিণত হয়, আবার ক্ষেত্র বিশেষে রমাযান মাসকে শাবান মাস হিসাবেও গণ্য করা হয়।

ভুল ধারণা – ১৪ খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার মূলত পশ্চিমাদের উপনিবেশিক আধিপত্যের ফলাফল। এ ধারাবাহিকতায় ১৯২৬ ঈসায়ী সালে আতাতুর্কী মুস্তাফা কামাল পাশা স্বৈরাচারী হুকুমাতের বলে হিজরী তারিখ গণনাকে (রাষ্ট্রীয় ভাবে) উঠিয়ে দেয়।[১১৫] যেভাবে সে আরবী হরফে লেখা তুর্কী অক্ষর ও আরবীতে আযান দেয়াও বন্ধ করে দেয় – উদ্দেশ্য মুসলিমরা যেন তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা সময়ের ব্যবধানে ভুলে যায় (হারিয়ে ফেলে)।

সংশোধন ঃ আমরা বলব, যেভাবে আতাতুর্কী কামাল পাশা স্বৈরাচারী হুকুমাতের বলে হিজরী তারিখ গণনাকে উঠিয়ে দেয়, সেভাবে মুসলিমরাও হিজরী তারিখ গণনাকে ভিন্ন ভিন্ন করার মাধ্যমে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিষয়ে পরিণত করেছে। কেননা যদি চাঁদই এই উম্মাতের জন্য এক না হয়, তাহলে হিজরী তারিখ কিভাবে এক থাকবে? এখনতো যতগুলো মুসলিম রাষ্ট্র, চাঁদের সংখ্যাও ততটা – আর হিজরী তারিখও সেভাবে বিভক্ত।

চাঁদের বৈজ্ঞানিক হিসাব

ভুল ধারণা – ১৫ যেভাবে সূর্য অনুসারে কাল্পনিক সুনির্দিষ্ট হিসাব আছে, আর এরই ভিত্তিতে সালাতের ওয়াক্তের ক্যালেন্ডার ছাপানো হয়। তেমনি চাঁদের ক্ষেত্রেও এ ধরণের গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন জরুরী বলেই অনুমিত হয়। তবে বাস্তবতা হল, চাঁদ সম্পর্কিত গবেষণা ও ইসলামী দাবীর মধ্যে সমন্বয় করে সম্ভব হচ্ছে না। কেননা বৈজ্ঞানিক হিসাবে চন্দ্রমাসের যে বিবরণ দেয়া হয় তা ইসলামী নীতির পরিপূরক নয়। যেমন– ইসলামের দাবী হল, চাঁদ দেখা – যা স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান নতুন চাঁদের জন্ম হওয়াকে হিসাব করে। চাঁদের জন্ম হওয়া থেকে শুরু করে চাঁদ পৃথিবীতের দেখার সময়ের ব্যবধান (স্থান বিশেষে) প্রায় ৩০-৯৬ ঘন্টা।[১১৬] .... আর এই পার্থ্যক্যগুলো সামনে রেখেই বিজ্ঞান ও শরিয়াতের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

---

১১৪. মূলত শেষোক্তটির মাধ্যমেই আমরা ক্বদরের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হই, যখন আমলযোগ্য সময়ের মধ্যে অন্য এলাকার রমাযানের চাঁদের খবর পৌছানোর পরেও আমরা সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকি। তবে যে এলাকায় পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবর পৌছেনি বরং পালনযোগ্য সময়ের পরে চাঁদের খবর পৌছায়, তারা ইবনে আব্বাসের (রাঃ) হাদীসের অনুসরণে নিজের এলাকার ভিত্তিতেই আমল করবে। – অনুবাদক

১১৫. স্বৈরাচারী, ধর্মদ্রোহী এই শাসকের অন্যতম যুক্তি ছিল – যে ক্যালেন্ডারের হিসাবই স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন তা সরকারীভাবে কার্যকরী করাটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা এক্ষেত্রে ক্যালেন্ডার থেকে কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব রাখা সম্ভব নয়। এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের দালালীও এর অন্যতম কারণ।(অনুবাদক)

১১৬. প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঃ " নবচন্দ্র প্রথম দৃশ্যমান হওয়ার পর প্রায় ৩৬ ঘন্টার মধ্যে সারা পৃথিবীতে (মেরু অঞ্চল ছাড়া) দৃশ্যমান হবে, অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র চাঁদ দৃশ্যমান হতে তথা নবচন্দ্র উদিত হতে দুই দিন সময় লাগবেই, এমনকি কোন কোন সময় তিন দিনও লেগে যেতে পারে।" [চন্দ্রমাসের ইসলামী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব (ঢাকা ঃ সরণী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১০) পৃ:৬]

সংশোধন ঃ আমরা বলব, চাঁদের এই মাসআলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহযোগীতা নেয়ার প্রয়োজন নেই। এটা খুব সহজ মাসআলা। আর এই আধুনিক যুগে এই মাসআলা আরো সহজ হয়েছে। কেননা চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত মাসআলা জড়িত। বর্তমানে দুনিয়ার প্রথমে যেখানেই চাঁদ দেখা যাক তা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পৌঁছে যাচ্ছে। আর এ কারণে আর অন্য কোন নতুন উপায়–পদ্ধতির সহযোগীতা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

সৌদি আরবের দ্বিবিধ ক্যালেন্ডার

ভুল ধারণা – ১৬ ভিন্ন প্রস্তাবদাতা আরো লিখেছেন ঃ যতক্ষণ না আমরা বিজ্ঞান ও শরিয়াতের বিশ্লেষণের মধ্যে সমন্বয় করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে যা সৌদি আরব অনুসরণ করে থাকে। সৌদি আরবে হিজরী ক্যালেন্ডারের দু'টি মডেল একত্রে প্রয়োগ করা হয়। একটি হল, বাস্তবিকভাবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তারিখ গণনা করা। এর মাধ্যমে ইবাদাত, রমাযান, দুই ঈদ, হজ্জ প্রভৃতির দিনক্ষণের তারিখ নির্ধারিত হয়। অপরটি হল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত চন্দ্র মাসভিত্তিক ক্যালেন্ডার। যা 'উম্মুল কুরা' আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করেছে। এরই উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত তারিখ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।[১১৭]

সংশোধন ঃ আমরা বলব, সৌদি আরবের যে মডেলটি চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ চাঁদ দেখে সমস্ত ইবাদাত কার্যাদি সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াটির সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু অন্য মডেলটি যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকে সম্পূর্ণ বছরের নির্ধারিত ক্যালেন্ডার ছাপানো হয় এবং এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় – আমরা এই প্রক্রিয়াটির সাথে একমত নই। কেননা ইসলামী দৃষ্টিতে চাঁদ স্বচক্ষে দেখে (ও সেই খবর প্রচারের মাধ্যমে) মাসের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকে চাঁদ গণনা এবং সেটাকে দুনিয়াবী কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার রীতি সালফে–সালেহীনের মধ্যে নেই। আর এ ব্যাপারে শরিয়াতের এমন কোন দ্বিবিধ হুকুমও নেই যে, দ্বীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে চাঁদ চোখ দিয়ে দেখার ভিত্তিতে ইবাদাত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদির এক ধরণের হিজরী তারিখ হবে, এবং দুনিয়াবী কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অইসলামী পদ্ধতি অনুসরণে নির্ধারিত চন্দ্রমাসের হিসাব মেনে চলতে হবে। এ পর্যায়ে এ অভিযোগও সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ এবং এ কারণেই ইসলামী পদ্ধতি ছেড়ে অইসলামী পদ্ধতির অনুসরণে মুসলিমরা বাধ্য হচ্ছে। সমগ্র বছরব্যাপী সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার তৈরীর প্রয়োজন নেই, বরং যেভাবে আমরা সিয়াম, ঈদ ও হজ্জ পালনে চোখে দেখার প্রমাণের ভিত্তিতে করে থাকি এভাবে দুনিয়াবী ব্যাপারেও একই পদ্ধতির অনুসরণ করব – যা সালফে–সালেহীনরা করেছিলেন। কেননা কেবল সিয়াম, ঈদ ও হজ্জ পালনই নয় বরং হায়েয, তালাক্ব, ঈদ্দাত, ঋণআদায় প্রভৃতি দুনিয়াবী লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা চাঁদ দেখে হিজরী মাস নির্ধারণ আবশ্যিক মনে করি। সৌদি আরব – যে দুই হারাম শরীফের খাদেম বলে দাবী করে সে কিভাবে ফিরিঙ্গী রীতি অনুসরণ করতে পারে – এটা খুবই আফসোসের বিষয়। সার্বিক পর্যালোচনায় বলতে হয়, তারা আধা মুসলিম এবং আধা ফিরিঙ্গী। [লেখকের নিজস্ব পর্যালোচনা -অনুবাদক]

শরিয়াত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়

ভুল ধারণা – ১৭ ভিন্ন প্রস্তাবদাতা আরো লিখেছেন ঃ শরিয়াতের দাবী হল রমাযানের শুরুতেই চাঁদ দেখা নিশ্চিত করা। কিন্তু ইসলাম কখনোই বিজ্ঞান বিরোধী নয়। যেমন যদি বিজ্ঞান বলে, মাগরিববাদ চাঁদ অমুক অমুক স্থানে এই এই সময় পর্যন্ত দেখা যাবে, তবে মুসলিমদের দায়িত্বশীলরা এ তথ্যের সহযোগীতা নিতে পারে। এর সাথে সাথে তাদের চাঁদ দেখার উদ্যোগও থাকতে হবে যেন শরিয়াতের দাবী অনুযায়ী চাক্ষুষ ভাবে চাঁদ দেখার প্রমাণও হয়। এর ফলে কোন সন্দেহ ও সংশয় অবশিষ্ট থাকবে না।

সংশোধন ঃ আমরা পূর্বেই বলেছি, 'হিলাল' ঐ নতুন চাঁদের নাম যা আঁকাশে উদয়ের পরে তা দেখার খবর সর্বত্র প্রচার ও প্রকাশ হয়। অন্যথা কেবল আঁকাশে থাকলে এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার না হলে তা কেবল 'ক্বমার' হিসাবে গণ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী 'হিলাল' প্রত্যেক ঐ নতুন চাঁদের নাম যা কারো থেকে (দেখা ও খবরের ভিত্তিতে) গোপন নয়। এ কারণে একাকী ব্যক্তির চাঁদ দেখা (যা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা) যার সাক্ষ্য বাতিল হয়েছে, সেক্ষেত্রে চাঁদ উদয় হলেও 'হিলাল' শব্দটির বৈশিষ্ট্য ও দাবী না থাকায় ঐ ব্যক্তির নিজের জন্যও আমল করার অনুমতি নাই। তেমনি অন্য কারো জন্য ঐ চাঁদ দেখার উপর আমল করা জায়েয নয়। বরং তারা মুসলিম সর্বসাধারণের সাথেই সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালন করবে।

---

[১১৭]. বিভিন্ন ওয়েব সাইট ও বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু বই–পত্রে সৌদি আরবের হিজরী ও চন্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে – আলোচ্য উদ্ধৃতিতে এর প্রকৃত কারণ আমরা জানতে পারলাম। (অনুবাদক)

এই ব্যাখ্যার পর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শরিয়াতে চাঁদ দেখার প্রয়োজন বাকী থাকে না। তেমনি সাধারণ চোখে চাঁদ না দেখা গেলে দূরবীনের মাধ্যমে তা দেখার ব্যবস্থা করার স্পষ্টতা শরিয়াতে নেই। এ পর্যায়ে সবচে' সহজ সিদ্ধান্ত তা–ই যা চার ইমাম ও অধিকাংশ সালাফগণ رحمه الله মতামত পেশ করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের প্রথম উদিত চাঁদ দেখার খবর যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে, ততদূর পর্যন্ত এর হুকুম বলবৎ হবে, এ পর্যায়ে দূরত্বের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। আমাদের প্রথম সমালোচনাকারী তার পুস্তিকাটিতে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জায়েয করেছেন। এর সমর্থনে শায়েখ উসায়মীন رحمه الله উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তা সহীহ নয়। কেননা এই ধরণের চাঁদ 'হিলাল' শব্দটির দাবীর পরিপূরক নয়। এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله এর 'হিলাল' সম্পর্কিত যে ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি এর সমর্থনে শায়েখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল–বাস্‌সাম তাঁর "তাওযিহুল আহকাম মিনাল বুলূগুল মারাম"–এ লিখেছেন :

قال شيخ : من رأى وحده هلال رمضان فلا تلزمه الصوم ولا جميع أحكام الشهر وإنّما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال. وأصل الْمسألة أن الله علق أحكامًا شرعية بِمسمى الْهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر فشرط كونه هلالاً وشهرًا فلو طلع فى السماء ولَم يعرفه الناس لَم يكن هلالاً فلا يسمى هلالاً إلا بالظهور والاشتهار كما دل عليه الكتاب والسنة .

"শায়খুল ইসলামের বক্তব্য : 'যে একাকী রমাযানের চাঁদ দেখল তার জন্য সিয়াম আবশ্যক নয় এবং অন্যদের উপরও রমাযানের হুকুম কার্যকরী নয়। বরং সে সর্বসাধারণের সাথে সিয়াম ও ঈদ করবে – সমস্ত উদ্ধৃতির মধ্যে এটাই সবচে স্পষ্ট উক্তি।' কেননা প্রকৃতপক্ষে এ মাসআলাতে আল্লাহ ﷻ '**هلال**' (হিলাল) ও '**شهر**' (মাস) শব্দের সাথে বেশকিছু আহকাম সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন সিয়াম, ঈদ, কুরবানী প্রভৃতি শুরু হওয়া '**هلال**' ও '**شهر**' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে যদি চাঁদ আসমানে থাকে কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে তা প্রচার না হয় তবে তা 'হিলাল' নয়। আর একে 'হিলাল' সম্বোধন করাও যাবে না, যদিনা স্পষ্ট দেখা ও প্রচারনা হয়। যা কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।"[১১৮]

মাতলার ভিন্নতা, ইজমা' ও হানাফী মাযহাব

ভুল ধারণা – ১৮ অতঃপর লিখেছেন ঃ চাঁদের উদয় স্থানকে মাতলা' বলে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত যে, দুনিয়াব্যাপী মাতলার ভিন্নতা রয়েছে এবং দূরবর্তী শহরের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ইবনে আব্দুল বার رحمه الله ইজমা' হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যে, আন্দালুস (স্পেন)–এর চাঁদ দেখা খুরাসান (ইরান)–এর জন্য প্রযোজ্য নয়। (আল–ইসতিযকার ১০/৩০ পৃ:)[১১৯]

সংশোধন ঃ আমাদের বক্তব্য হল, ইবনে আব্দুল বারের رحمه الله উক্ত বক্তব্যের বিপরীতে হানাফী আলেমদের সমস্ত কিতাবে এ কথাই রয়েছে যে, মাতলা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। এ কারণে পশ্চিমের চাঁদ পূর্বের জন্য গ্রহণযোগ্য। দ্রঃ ফতহুল ক্বাদীর শরহে হিদায়াহ ২/২৪৩ পৃ:, তাবয়ীনুল হাক্বায়েক্ব শরহে কানযুক দাক্বায়েক্ব ১/৩২১ পৃ:, ফাতাওয়া হিন্দিয়া বা আলমগীরী ১/১৯৮পৃ:, বাহরুর রায়েক ১২/২৭০ পৃ: ।

আর বাহরুর রায়েক–এ এটাও উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ ، وَلَمْ يَرَهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بِرُؤْيَةِ أُولَئِكَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ ، وَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ إذَا اخْتَلَفَ الْمَطْلِعُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ الْمَطْلِعُ أَوَّلًا وَقَيَّدْنَا بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلَدِ كَذَا رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ

---

১১৮. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল–বাস্‌সাম, তাওযিহুল আহকাম মিনাল বুলূগুল মারাম (জিদ্দাহ ঃ দারুল ক্বিবলাতি লিস–সাক্বাফাতিল ইসলামিয়্যাহ এবং হাইয়্যাতুল ইগাসাতিল ইসলামিয়্যাহ) ৩/১৪৩ পৃ: । এ পর্যায়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله উদ্ধৃতি নিয়ে অনেকেই দ্বিধা–দ্বন্দের মধ্যে পড়েন। এ পর্যায়ে পরিশিষ্টাংশ–৩ এ আরো তথ্য সংযুক্ত হল।

১১৯. ইমাম ইবনে বার رحمه الله এর উদ্ধৃতি ঃ

قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان

[আবূ উমার ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল বার, আল–ইসতিযকার (বৈরুত ঃ দারুল কিতাব ইলমিয়্যাহ, ১৪২১/২০০০) পৃ: ৩/২৮৩ পৃ:] (অনুবাদক)

قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا تُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ ، وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ مِنْ وَاقِعَةِ الْفَضْلِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَا رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي ،

"যখন কোন শহরবাসী চাঁদ দেখল এবং অন্য শহর চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সিয়াম রাখা ফরয। যখন চাঁদ দেখার শাহাদাত কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিস্তার লাভ করে তখন পূর্বের লোকদের জন্যও পশ্চিমের চাঁদের হুকুম প্রযোজ্য। আর এই উক্তি 'ভিন্ন এলাকার চাঁদের শাহাদাত মাতলার ভিন্নতার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়' – ক্বিয়াসী সিদ্ধান্তটি যায়লায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাবয়ীনুল হাক্বায়েকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্তটিই যাহেরী বর্ণনা আর এর মধ্যে বেশী সতর্কতার দাবী পূর্ণ হয়, তাছাড়া ফাতাওয়াও এরই উপরে। এটা খুলসাতে উল্লিখিত হয়েছে।" কিতাবটিতে আরো উল্লিখিত হয়েছে ঃ "যদিও মাতলা এক হয় অথবা ভিন্ন ভিন্ন হয় – তবে আমরা বলি, এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন চাঁদ দেখার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং কোন সংশয় থাকবে না। এ পর্যায়ে যদি খবর পৌঁছে যে, অমুক শহরের লোকেরা তোমাদের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছে এবং এরই ভিত্তিতে তারা সিয়াম রেখেছে। যদি দিনটি তাদের হিসাবে (শাবানের) ত্রিশ তারিখ হয়, অথচ তারা (পূর্বের রাতে) চাঁদ দেখেনি, তবে দিনের পরবর্তী সময়গুলোতে সিয়াম ত্যাগ করা জায়েয নয়। আর (আগত) এই রাতে তাদেরকে তারাবীহর সালাত পড়তে হবে। এ কারণে যে জামা'আতটি (কেবল এভাবে) বলে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে কিন্তু তারা নিজেরা চাঁদ দেখার কথা বলে না। এমনকি চাঁদ দেখেছে এমন ব্যক্তিদের শাহাদাতের সাক্ষ্যও দেয় না। বরং কেবল ঘটনা হিসাবে তা বর্ণনা করে যে, অমুক লোকেরা চাঁদ দেখেছে। (তবে কেবল ঘটনা বর্ণনার দ্বারা তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। - অনুবাদক) কিন্তু এ ধরণের লোকেরা নিজেদের কাযীর সামনে যদি এভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক শহরের দু'জন ব্যক্তি রাতে চাঁদ দেখার শাহাদাত দিয়েছে এবং কাযীও তাদের সাক্ষ্য ক্বুবুল করেছেন। এ পর্যায়ে কাযীর জন্য তাদের চাঁদ দেখার খবর ক্বুবুল করা জায়েয। এভাবে রমাযান শুরু করাও ঐ স্থানের লোকদের জন্য প্রমাণিত হবে। আর যে ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু–এর হাদীস দ্বারা 'ইখতিলাফে মাতালে'র দলীল গ্রহণ করে – তার জন্যে এ মাসআলার স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। যেখানে বলা হয়েছে সিরিয়াবাসী জুমআর রাতে চাঁদ দেখেছে এবং লোকদের সাথে মু'আবিয়াও রাযিয়াল্লাহু আনহু সিয়াম রেখেছেন। অথচ মদীনাবাসীরা শনিবারে চাঁদ দেখে। এটা চাঁদ দেখার শাহাদাত হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি, বরং এটাতো একটি ঘটনার বর্ণনা ছিল। কোন শাসকের প্রচারিত হুকুম ছিল না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এতে শাসকের আমল ছিল। তাহলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস কোন শাহাদাতের দাবী করেননি। বর্ণনাকারীও এটা বলেননি যে, আমি শাহাদাত দিচ্ছি। আর যদি শাহাদাত হিসাবে ধরেও নিই, তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা ছিল খবরে ওয়াহেদ। এমতাবস্থায় কাযীর জন্য জরুরী নয় যে, সে এ ধরণের খবরে ওয়াহেদের উপর ফায়সালা জারি করে।"[১২০]

এতক্ষণ বাহরুর রায়েক ও অন্যান্য হানাফী ফিক্বাহর উদ্ধৃতি দেয়া হল, যা এ বিষয়ে হানাফীদের অনুসরণীয় ইমামদের যাহেরী মাযহাবের সুস্পষ্ট দলীল ভিত্তিক আলোচনা। তাঁরা বলেছেন পশ্চিমের চাঁদের খবর পূর্বের জন্যও দূরত্বের শর্ত ছাড়াই প্রযোজ্য। আর যে সমস্ত হানাফী আলেম মাতলার ভিন্নতা গ্রহণ করেছেন তারা হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে তা করেননি, বরং এক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রকৃত হানাফী মাযহাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতলা নাকি দেশের ভিন্নতা?

ভুল ধারণা – ১৯ অতঃপর লিখেছেন ঃ একই অবস্থা মক্কার চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাকিস্তানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌদি আরবের একটি সিয়ামের পরে চাঁদ দেখা যায়। ফলে মক্কার দেখা চাঁদকে পাকিস্তানবাসী গ্রহন করে না। আর এটাই মাতলার ভিন্নতার দাবী। এরই ভিত্তিতে আমেরিকায় অবস্থিত মুসলিমরা মক্কার মুসলিমদের সাথে ঈদ করাটাও সম্ভব না।

---

১২০. আল–বাহরুর রায়েক শরাহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব (মাকতাবাহ শামেলাহ সংস্করন) ৬/১৮০ পৃ:।

সংশোধন ঃ আমাদের বক্তব্য হল, পাকিস্তানের পূর্ব এলাকার জন্য এ কথাটি প্রযোজ্য হলেও, পশ্চিম এলাকার জন্য তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বেলুচিস্তান ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে সৌদি আরবের সাথে চাঁদ দেখা গেলেও ইসলামাবাদের চাঁদ দেখা কমিটি তা গ্রহণ করে না। অনেক ক্ষেত্রে ঐ পশ্চিমা এলাকার লোকেরা বেসরকারী লোকদের ডেকে সৌদি আরবের চাঁদ দেখার রাতে তারাও চাঁদ দেখার প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং সমালোচনাকারী উপস্থাপনা মোতাবেক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের রমাযান ও ঈদের পার্থক্য করাটা ভিত্তিহীন। একে 'মাতলার ভিন্নতা' না বলে 'দেশের ভিন্নতা' বলা উচিৎ। অর্থাৎ পাকিস্তানী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য থেকে পৃথক হয়েছে। আর এটাই বলা হচ্ছে যে এখানে 'মাতলার ভিন্নতা' বাঁধার সৃষ্টি করেছে। ..... প্রকৃত পক্ষে সমালোচনকারী ঐ মতের পক্ষপাতী যারা ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসটি দ্বারা 'ইখতিলাফে মাতালে'র দলীল গ্রহণ করেছেন। যদিও ঐ হাদীসটির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অপর মতটি হল, প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য। এ মতটির সাথেও হাদীসটির কোন সম্পর্ক নেই। .... কেউ কেউ পূর্বে বর্ণিত ইবনে আবী শায়বাহ'র তারকা পূঁজারীদের চাঁদ দেখা সম্পর্কিত হাদীসটি উপস্থাপন করেন। যেখান ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর ও অপর কয়েকজন তাবেয়ী رحمهم الله বলেছিলেন 'তাদের চাঁদ দেখাতে আমাদের কি বিষয় রয়েছে।' এই বর্ণনাটিও 'মাতলার ভিন্নতার' পক্ষে দলীল নেয়া হয়। বর্ণনাটিকে দলীল হিসাবে গণ্য করা হলেও তা 'মাতলার ভিন্নতার' পক্ষে দলীল হয় না। কেননা তাদের শাহাদাত 'মাতলার ভিন্নতার' ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়েছে মর্মে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। তাছাড়া হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله তাঁর 'ফতহুল বারী'তে ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর رحمه الله–এর মাযহাব হিসাবে 'প্রত্যেক বালাদ বা শহরে জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য' হওয়ার উক্তিটি এনেছেন।.....[১২১]

[১২১]. অতঃপর সমালোচক পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে কিছু হানাফী আলেমদের তাদের মাযহাবী মত থেকে ফিরে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোশকতায় ভিন্ন ভিন্ন মাতলার মতকে মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। ঐ সমস্ত হানাফী আলেম তাদের স্বপক্ষে ইমাম যায়লায়ী ও আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী رحمه الله–এর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। আমাদের সম্মানিত লেখক বিভিন্ন হানাফী ফিক্বাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের রাষ্ট্রীয় তোষামোদীর চেহারা স্পষ্ট করেছেন। যেহেতু পূর্ববর্তী আলোচনায় এ ধরণের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, সেহেতু একই মর্মে অন্যান্য হানাফী ফিক্বাহ ও ফাতাওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া থেকে বিরত থাকছি। লেখক প্রদত্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে দেওবন্দী ও ব্রেলভী উভয় হানাফীদের কিতাবসমূহ থেকে لاعبرة باختلاف المطالع (ইখতিলাফে মাতালে'র কোন ভিত্তি নেই) বিষয়টি প্রমাণ

মাতলার ভিন্নতার অঞ্চল ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চার্ট

ভুল ধারণা – ২০ অতঃপর লিখেছেন ঃ দূরবর্তী শহরের মাতলার ভিন্নতার ক্ষেত্রে আলেমদের মতপার্থক্য হয়েছে। 'মাজলিসে তাহক্বীক্বাতে শারইয়্যাহ, লাক্ষ্ণৌ' এ ব্যাপারে ১৯৬৭ সালে একটি চার্টের সুপারিশ করে। যেখানে মাতলার ভিন্নতা সম্পর্ক বিস্তারিত বিবরণ ছিল। তবে যদি মাতলার ভিন্নতা একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল বিষয় হয় তবে এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবশ্যই সহযোগীতা নিতে হবে। আর এ ধরণের চার্টের ব্যাপারে শরিয়াতের ভিত্তিতে ব্যাপক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে। যেন চার্টটি সামনে রেখে চাঁদ দেখা সম্পর্কিত জটিলতার সহজ সমাধান হয়। মোটকথা মাতলার ভিন্নতার এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরই ভিত্তিতে যদি পেশওয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে মাতলা একই দেশের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও পৃথক হয়, তবে ঐ অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালনের অনুমতি দেয়া যাবে। কিন্তু এই মাসআলাটির ব্যাপক পর্যালোচনা দরকার। আর এ বিষয়ে সমাধানের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতিকেই মেনে নিতে হবে।

সংশোধন ঃ আমাদের বক্তব্য হল, মাতলার ভিন্নতা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে কোন দলীল–প্রমাণ নেই। যদি ইসলামী শরিয়াতে এটার ভিত্তি থাকত তবে মুসলিম আলেমরা অবশ্যই এর সীমানাগুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত নিতেন। এরফলে এত মতপার্থক্য করার সুযোগও হত না। স্বয়ং নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় যেসব শহরগুলো বিজয় করেছিলেন সেসব শহরের মাতলার ভিন্নতা সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। যেমন তিনি ﷺ বলেন নাই – মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের চাঁদের মাতলা এক বা ভিন্ন, ইয়ামানবাসী ও মদীনাবাসীদের চাঁদের মাতলা এক বা ভিন্ন। এভাবে যদি মাতলার ঐক্য বা ভিন্নতা থাকত তাহলে, সাহাবাগণ ﷺ–ও যেসব অঞ্চল বিজয় করেন সেসব অঞ্চলের মাতলা সম্পর্কে অবশ্যই কথা বলতেন। ফলে মুসলিমরাও সেই ধারাবাহিকতায় যেখানকার মাতলা এক, সেখানকার চাঁদের খবর গ্রহণ করতেন এবং যেখানকার মাতলা ভিন্ন সেখানকার খবর গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বাস্তবতা হল, এ সম্পর্কে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং শরিয়াতের দৃষ্টিতে মাতলার চার্টের ভিন্নতা তৈরীর চেষ্টা–পরিশ্রমটাই অহেতুক। তাছাড়া চাঁদ আঁকাশে থাকার দাবীর বৈজ্ঞানিক দাবীর ভিত্তিতে এ মাসআলাটিকেও বলবৎ করা হয় যে, যেসব অঞ্চলের মাতলার ঐক্য রয়েছে সেসব অঞ্চলে চাঁদ দেখা না গেলেও তারা চাঁদের হুকুম

করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেগুলোও প্রকাশ করব, ইনঁশা আল্লাহ। (অনুবাদক)

মানবে। অথচ এ সিদ্ধান্তটি সুস্পষ্টভাবে صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১২২] – হাদীসটির বিরোধী। আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছে যে, পাকিস্তানী হানাফী আলেমগণ এলাকাভিত্তিক মাতলা নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য–উপাত্তকে গ্রহণ করেছেন। যা সুস্পষ্টভাবে তাদের মাযহাবী ইমামদের মতামতের বিরোধী। সুতরাং এ পর্যায়ে তাদের স্বার্থই বা কি?

চাঁদ দেখার সরকারী ও বেসরকারী কমিটি গঠন

ভুল ধারণা – ২১ অতঃপর লিখেছেন ঃ পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোগে চাঁদ দেখার কমিটি গঠনও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এ কারণেও এদেশে চাঁদ দেখা নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ মতের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছেই – এবং তা শরিয়াতের দাবীও পূরণ করছে তখন অন্য কোন প্রাইভেট কমিটির অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায় না। স্মরণ রাখা দরকার যে, সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেবল চাঁদ দেখায় জরুরী নয়। বরং চাঁদ দেখার শাহাদাত আসার পর কাযী কর্তৃক তার ফায়সালা হওয়াটাও জরুরী – যা নবী ﷺ–এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সংশোধন ঃ আমাদের বক্তব্য হল : সমালোচক প্রাইভেট কমিটি সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা সঠিক উপস্থাপনা নয়। কেননা চাঁদের সাক্ষ্য দেয়া প্রত্যেক মুসলিমেরই হক্ব। আর এই সাক্ষ্য কোন প্রাইভেট বা সরকারী চাঁদ দেখা কমিটিকে দেয়াটা শরিয়াতের উপস্থাপনা নয়, বরং আমীরুল মুসলিমীনের সামনে দিতে হবে। তিনিই সেই শাহাদাতের গ্রহন বা বর্জনের বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিবেন। যেভাবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ–এর সামনে চাঁদ দেখার শাহাদাত দেয়া হয়েছে, কিন্তু (নবী ﷺ–এর জীবদ্দশায়) আবূ বকর বা উমার ﷺ–এর সামনে দেয়া হয়নি। নবী ﷺ এ জন্য কোন কমিটিও বানাননি। সুতরাং আপনাদের ক্বিয়াস অনুযায়ী যদি সরকারী কমিটি জায়েয হয়ে থাকে, তবে প্রাইভেট কমিটি কেন শরিয়াত বিরোধী হতে যাবে? তাছাড়া আপনার বক্তব্যের দাবী : 'চাঁদ দেখার শাহাদতই যথেষ্ট নয়, বরং তা কাযী কর্তৃক ফায়সালাকৃত হতে হবে' – আপনি এটাকে শরিয়াতের পদ্ধতি বলেছেন। এর কোন উদাহরণ নবী ﷺ–এর যামানায় আছে কি? নবী ﷺ–এর জীবদ্দশায় তিনিই এর হুকুম জারী করতেন। অতঃপর খলিফাদের যামানায় তারাই এ বিষয়টি জারী করতেন। কোন কাযীর সামনে শাহাদাত দেয়ার পর তার মাধ্যমে চাঁদের হুকুম জারী করা হয়নি। আর আজকের যামানার সরকারী কাযীরাও তো ... মাশা–আল্লাহ!! [প্রচলিত চাঁদ দেখার সরকারী কমিটিকে সর্বসম্মত বলা যায়না। কেননা যেখানে উম্মাতে মুসলিমাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেনা সেক্ষেত্রে "সর্বসম্মত কমিটি" কথাটি কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? - অনুবাদক]

ভিন্ন ভিন্ন মাতলার দাবীদারদের স্ববিরোধী আমল

ভুল ধারণা – ২২ অতঃপর লিখেছেন ঃ সুতরাং সুস্পষ্ট হল, এ নির্দেশটি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সাথে জড়িত। কোন ব্যক্তি একাকী ঈদ করতে পারবে না। এ কারণে কিছু আলেম সমস্ত দেশব্যাপী একই দিনে ঈদ, সিয়াম করার পক্ষে তাদের মতামত পেশ করেছেন। অন্যথা দেশভিত্তিক সীমাবদ্ধতার কোন অর্থই থাকে না। আল্লাহ ﷻ তো মুসলিমদেরকে চাঁদ দেখার উপরই নির্ভরশীল করেছেন। পক্ষান্তরে চাঁদের মাতলার ভিন্নতা দেশীভিত্তিক সীমানার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকজন বিখ্যাত হানাফী আলেমের বক্তব্যও এটাই। অর্থাৎ পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন (দু'টি) মাতলা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্যে খাতিরে একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে হবে। মুফতী শফী رحمه الله লিখেছেন : "যেহেতু শরিয়াতে মাতলার কোন ভিত্তি নেই, আর এ কারণে সমস্ত দেশব্যাপী একই দিন (সিয়াম ও ঈদ) হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য মাতলার ভিন্নতা জটিলতার সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে পাকিস্তানের জনগণ ও সরকার যদি ইচ্ছা করেন সম্পূর্ণ পাকিস্তানে একই দিনে ঈদ করতে হবে – তবে তারা তা করতে পারেন। শর্ত হল এর প্রচারের কাজটি শরিয়াতের শক্ত দাবীর ভিত্তিতে হতে হবে।" 'জাওয়াহারুল ফিক্বাহ'র উল্লিখিত এই ফাতাওয়ার উপর শায়েখ মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী, শায়েখ যা'ফর আহমাদ উসমানী ও মুফতী রশীদ আহমাদের সাক্ষর আছে। যা ১৩৮৬ হিজরী/১৯৬৬ ইসায়ী সালে লেখা হয়।[১২৩]

সংশোধন ঃ সমালোচকের উল্লিখিত হানাফী আলেমদের সূত্র থেকে সুস্পষ্ট হল যে, এ যুগের হানাফী আলেমগণও সেভাবেই একসাথে ঈদ করার পক্ষপাতী যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী ফক্বীহগণও মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান যামানার উক্ত হানাফী আলেমদের বিশ্লেষণটি প্রশংসার দাবী রাখে, কিন্তু কর্তৃত্ব ভিন্ন আলেমদের হাতে। এ কারণে এই আলেমগণ কর্তৃত্বসম্পন্ন আলেমদের কাছে নিরুপায়।[১২৪].....

---

[১২২]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।

[১২৩]. এ উদ্ধৃতিতে মাতলার ভিন্নতার দাবী হ্রাস পেয়ে দেশভিত্তিক সীমাবদ্ধতার দাবী প্রগাঢ় হয়। যা সমালোচকের উপস্থাপিত মাতলার স্বপক্ষের বক্তব্যের বিরোধী। (অনুবাদক)

[১২৪]. পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল সৌদি আরবের সাথে একই দিনে চাঁদ দেখে থাকে। এ কারণে হানাফী আলেমদের উক্ত ফাতাওয়াটি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। যার কারণে লেখক তাদের ফাতাওয়াটির প্রশংসা করেছেন। (অনুবাদক)

পূর্বের লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বে চাঁদ দেখলে করণীয়

ভুল ধারণা – ২৩ অতঃপর কীলানী সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ এই ব্যক্তিদের 'নেক তামান্না (আকাঙ্ক্ষা)' প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু আফসোস তাদের মুসলিম ঐক্যের বাসনা আকাশবিদ্যার বাস্তব দাবীর ভিত্তিতে কখনো পূরণ হতে দেখা যায় না। চাঁদ দেখার সাথে আরো কতগুলো বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। এগুলো ছাড়া নতুন চাঁদ বা কুরআনকে ভিত্তি বানানো হলেও সমগ্র দুনিয়াতে এ ধরনের ঐক্য আনা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লন্ডনে ১৯৮৭ সালের শাওয়ালের চাঁদ সন্ধ্যা ০৪ টা ০৯ মিনিটে উদয় হয় যা ছিল ০২ সেপ্টেম্বর।[১২৫] সে মুহূর্তে সৌদি আরবে সন্ধ্যা ০৭ টা ০৯ মিনিট, পাকিস্তানে রাত ০৯ টা ০৯ মিনিট। পাকিস্তানের পূর্বদিকে রাত ১০ টা ০৯ মিনিট। আর ফিজি ও সাইবেরিয়াতে তখন ভোর ০৪ টা ০৯ মিনিট তথা সাহারীর ওয়াক্ত হয়েছে। তখনও তাদের তারিখ ছিল ০২ সেপ্টেম্বর। কেননা এই তারিখের উদয় হয় পূর্ব দিকে থেকে (সূর্যের হিসাবে)। সৌদি আরব সরকার সেই মুহূর্তে অর্থাৎ ০২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ০৭ টা ০৯ মিনিটে পরবর্তী দিনে ঈদ করার ঘোষণা দেয়। তখন ফিজি ও সাইবেরিয়ার মুসলিমরা কি করবে? যদি ০২ সেপ্টেম্বর ঈদ করে তবে ঐক্য হলো না। কেননা সৌদি আরব তো ০৩ সেপ্টেম্বর ঈদ করছে। আর ঐক্যের যে দাবী করা হচ্ছে – যদি তা মেনে নেয়া হয় তবে শাওয়ালের চাঁদ উঠে যাওয়ায় তারা কিভাবে সিয়াম রাখবে? একই অবস্থা সিয়াম শুরু করার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও?

সংশোধন ঃ মুহতারাম শায়েখ কীলানী সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল, অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান, বাংলাদেশে, মিশর, সুদান, সোমালিয়া, ইয়ামেন, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন প্রভৃতি রাষ্ট্র একই তারিখ সহজেই গণনা করতে পারে। ফলে তারা সিয়ামও একই দিনে পালন করতে পারে। কেননা এই রাষ্ট্রগুলোর চাঁদ উদয় মুহূর্তের তারিখের রাত ও সকাল একই দিনে কাছাকাছি সময় সংঘটিত হয়। এ কারণে তারা নিজ নিজ এলাকা অনুযায়ী একই সাথে সিয়াম ও ঈদগুলো পালন করতে পারে। তাহলে এই রাষ্ট্রগুলো কেন তা করে না, কোন বিষয় তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে? অথচ এখানে ঐক্যের শর্তগুলো পরিপূর্ণ আছে?

[১২৫]. বিভিন্ন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি, লন্ডনে উক্ত সময়ে মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত নভেম্বরের শেষাংশ থেকে জানুয়ারীর পর্যন্ত হয়ে থাকে (যঃঃঢ়://ীীী.ংধষধযঃরসবং.পড়স)। যেমন আমাদের দেশে ঐ সময়ে মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত ৫টা ১৫-৪০ মিনিটের মধ্যে হয়ে থাকে। এরপরও উদাহরণ হিসাবে আমরা আলোচনাটি উল্লেখ করছি। (অনুবাদক)

বাকী থাকল ঐ সব অঞ্চলগুলো যাদের সাথে রাত ও দিনের পার্থক্য হয়। যেমন – যেস্থানে চাঁদ উদয় হয়েছে সেখানে রাত, কিন্তু অপর স্থানে তখন দিন। এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সমাধান হল, যেমন – যেখানে চাঁদের উদয় হয়েছে সেখানকার তারিখ হল পহেলা রমাযান বা পহেলা শাওয়াল। একারণে যেসব স্থানে তখন রাত সেসব স্থানের তারিখটিও হবে সেই তারিখ। কেননা তারিখ চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর বদল হয়। আর দুনিয়ার কোথাও চব্বিশ ঘন্টার বেশী পার্থক্য হয় না। এ সব স্থানে নতুন তারিখের ভিত্তিতে দেশগুলোর ঐক্য থাকবে।

কীলানী সাহেবের উপস্থাপনা : 'ফিজি ও সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা সৌদি আরবের সাথে ঈদ করতে পারবে না। কেননা সৌদি আরব ঈদ করবে ০৩ সেপ্টেম্বর আর তারা করবে ০২ সেপ্টেম্বর। সুতরাং উভয় ঈদ পালনে তারিখের ঐক্য থাকল না।'

এর সমাধান হল – ঐক্যের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী হিজরী তারিখ দেখব। ইংরেজী ক্যালেন্ডারের হিসাবে তারিখ দেখব না। স্বয়ং কীলানী সাহেব নিজেই লিখেছেন : 'যখন চাঁদ লন্ডনে সন্ধ্যা ০৪ টা ০৯ মিনিটে উদয় হয়, তখন সৌদি আরবে সন্ধ্যা ০৭ টা ০৯ মিনিট, আর ফিজিতে ভোর ০৪ টা ০৯ মিনিট তথা সাহারীর ওয়াক্ত।' এ থেকে বুঝা গেল ফিজি ও সাইবেরিয়াতে পহেলা শাওয়াল সেটাই যা সৌদি আরব ও অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে গণনা শুরু হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল তারিখটি এক হওয়া, ওয়াক্ত বা সময়ের ঐক্য আমাদের আলোচ্য বিষয় না। কেননা ওয়াক্ত বা সময়ের ঐক্য কখনোই সম্ভব নয় – যা সবাই জানে। আমাদের সম্মানিত আলেমগণ যার মধ্যে চাঁর মাযহাবের ইমামগণও আছেন, এক্ষেত্রে ঐক্য বলতে তারিখের ঐক্যকেই বুঝিয়েছেন, কখনই ওয়াক্তের ঐক্যকে বুঝাননি। এ কারণে ফিজির অধিবাসীরা নিজেদের ওয়াক্ত অনুযায়ী রমাযান, ঈদ প্রভৃতি পালন করবে। যা পশ্চিমাঞ্চলে তাদের সময়ের কারণেই পূর্বেই সংঘটিত হবে। সুতরাং কীলানী সাহেবের উপস্থাপনা অনুযায়ী, যখন লন্ডনে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যাবে তখন ফিজির লোকেরা এ খবর শুনে নিজের স্থানীয় সময় অনুযায়ী পরবর্তী সকালে ৮ টার মধ্যে ঈদের সালাত আদায় করবে। এই সময় সৌদি আরব ও অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে রাত থাকার কারণে তা কখনই তারিখী ঐক্যের বিরোধী হবে না।[১২৬]

[১২৬]. প্রকৃতপক্ষে হিসাবটি হল, সূর্য উদয় হয় পূর্ব দিকে। আর এ কারণে সূর্য ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের তারিখ গণনা পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বে হবে। পক্ষান্তরে চাঁদ পশ্চিম দিকে থেকে উদয় হয়। ফলে পূর্বাঞ্চল যদি পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বে চাঁদ দেখে, তবে সেক্ষেত্রেও পশ্চিমাঞ্চল পহেলা চন্দ্র তারিখ গণনার ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের পূর্বে গণনা শুরু করবে। (অনুবাদক)

ভুল ধারণা – ২৪ অতঃপর কীলানী সাহেব লিখেছেন ঃ নতুন চাঁদের মাসআলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যদি নতুন চাঁদ ছাড়াই চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানানো হয় তবে সেক্ষেত্রে ঐক্য সম্ভব। আকাশবিদ্যার আলোকে চাঁদ দেখার পর তা বাস্তবায়নে ২৪ ঘন্টার থেকে ২৪ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময় দরকার। এ পর্যায়ে দুনিয়াব্যাপী চাঁদের তারিখ ঘোষণা করা হলে বিষয়টি আরো ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যেমন – ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা ০৭ টা ৩০ মিনিটে পরবর্তী দিন ঈদ করার ঘোষণা দেয়া হল। তখন মেক্সিকো, উত্তর আমেরিকাতে সকাল ০৯ টা ৩০ মিনিট। এ অঞ্চলের লোকেরা কি তখন দিনটি সিয়াম পালনের পর পরবর্তী দিন কি ঈদ করবে? নাকি তাৎক্ষনিকভাবে সেই মুহূর্তেই তারা ঈদ করবে? এই দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাটি মক্কার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে পালিত হবে?

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, আমরা কোন একটি স্থানের চাঁদ সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য মনে করি। এক্ষেত্রে আবশ্যক হল, যখন বর্তমান যোগাযোগের মাধ্যমে প্রথম চাঁদ দেখার খবর আমেরিকাতে পৌঁছাবে, তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিয়াম ভঙ্গ করবে। তখনই তারা ঈদের সালাত আদায় করবে। কেননা তখন ঈদের সালাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। যেভাবে বিগত রাতে দেখা চাঁদের খবর পাওয়ার ভিত্তিতে ঈদের সালাতের ওয়াক্ত থাকলে তা আদায়ের হুকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব অঞ্চলের সাথে মক্কার দিন ও রাতের সম্পর্ক রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে (সূর্য ক্যালেন্ডারের) তারিখ একই থাকবে। কেননা যখন মক্কাতে রাত ০৭ টায় চাঁদ দেখা গেল তখনই শাওয়াল মাসের ০১ তারিখ শুরু হল। যা পরবর্তী দিন রাত ০৭ টায় আবারও পরিবর্তিত হবে। কীলানী সাহেবের মন্তব্য : যখন মক্কাতে রাত ০৭ টা বাজে তখন আমেরিকাতে সকাল ৯ টা বাজে। তখনকি উভয় দেশের তারিখটি এক হল? আমরা তো পূর্বেই বলেছি, অধিকাংশ ফক্বীহ এখানে তারিখের ঐক্যের অর্থ নিয়েছেন, সময়ের ঐক্যের অর্থ গ্রহণ করেননি। শায়েখ কীলানী ও তাঁর সাথী আলেমরা এই প্রশ্ন করার কারণ হল, তাঁরা অধিকাংশ আলেমদের ঐক্যের বক্তব্যকে তারিখ, দিন, ওয়াক্ত সবকিছুকেই যুক্ত করেছেন। যা কখনই সম্ভব নয়। আর আমাদের বুঝ হল, ঐ সমস্ত ফক্বীহদের উদ্দেশ্য হল কেবল তারিখের ঐক্য। দিন ও ওয়াক্তের ঐক্য তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আর এভাবে ঐক্য সম্ভব।....

ভুল ধারণা – ২৫ অতঃপর কীলানী সাহেব লিখেছেন ঃ ঘোষণার মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী চাঁদের তারিখ এক করার মাসআলাটি খুবই জটিল। আর কোন সুনির্দিষ্ট দিন, সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তে শরিয়াতের হুকুমগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে আরো জটিলতার সৃষ্টি করে। যদি আমরা এটা চায় যে, হজ্জের দিন হাজীদের দু'আর সাথে শরীক থাকব – তবে তা খুবই কঠিন কাজ হবে। কেননা হাজীরা ০৯ জিলহজ্জ সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরাফার ময়দানে উপস্থিত হয়ে দু'আ করতে থাকে। এটা হজ্জের একটি বড় ও মূল রোকন। সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে রওনা দিয়ে তারা হারাম শরীফে পৌঁছাবে। তখন চীন ও হিন্দুস্তানের মুসলিমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আর অষ্ট্রেলিয়ায় সাহারীর ওয়াক্ত। মুসলিমদের কি ওয়াক্তের বিষয়েও বাধ্য করা যেতে পারে?

সংশোধন ঃ এ থেকে বুঝা গেল, কীলানী সাহেব ও তাঁর সাথী আলেমরা এ মাসআলায় ওয়াক্তের ঐক্যকেই বুঝিয়েছেন। এ কারণেই তাঁরা এ ধরণের জটিল অবস্থার কথা বারবার বলছেন।.... কীলানী সাহেব লিখেছেন : 'সৌদিতে চাঁদ দেখা গেলে ফিজি কিভাবে ঈদ করবে ? তখন সেখানকার লোক কেবলমাত্র ফজরের সালাত আদায় শেষ করেছে। উভয় দেশের সময়ের ব্যবধান প্রায় ৯/১০ ঘন্টা।.... এই ঐক্য কিভাবে পালন করা সম্ভব?....'

পূর্বেই বলেছি, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله , চার ইমাম ও ফক্বীহগণের উক্তির উদ্দেশ্য হল, সমগ্র বিশ্বে ইসলামী তারিখ একই দিন (অর্থাৎ একই তারিখ) হতে হবে। কেননা **يوم** (ইয়াওম–দিন) শব্দটি রাত ও দিন উভয়কে একত্রে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারবে। কোন সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তের ঐক্যকে বুঝানো হয়নি। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানের ওয়াক্ত অনুযায়ী আমলটি সম্পন্ন করবে। কিন্তু তাদের রমাযান বা শাওয়ালের তারিখটি একই হবে। যদি (চাঁদ দেখার খবর পাবার পর) কারো রাত থাকে তবে সে পরবর্তী দিন সিয়াম করবে।[১২৭] আর যাদের সে মুহূর্তে দিন তখন খবর পাবার সাথে সাথে ইমসাক করবে। অর্থাৎ সে মুহূর্তে সিয়াম রাখবে এবং পানাহার ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকবে।[১২৮] আর যদি ঈদের চাঁদ হয়, তবে যে অংশে রাত থাকে সে অংশ পরবর্তী দিনে ঈদের সালাত আদায় করবে। আর ঈদের চাঁদের খবর পাওয়ার পর যাদের দিন থাকবে তারা সে সময় ঈদের সালাত আদায় করবে।[১২৯] তাছাড়া পূর্বের দেশগুলোর

---

১২৭. কেননা চাঁদ দেখার প্রমাণিত খবর পাবার সাথে সাথে পহেলা তারিখ শুরু হল। (অনুবাদক)

১২৮. যেমন – হনুলুলুর (হাওয়ায় দ্বীপের) সন্ধ্যায় চাঁদের খবর পাওয়ার পর – জাপানের আমল। তখন জাপানে দ্বিপ্রহর। (অনুবাদক)

১২৯. ওয়াক্ত না থাকলে পরবর্তী দিন ঈদের সালাত আদায় করবে। এ মর্মে প্রথম পর্বে হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। (অনুবাদক)

কাছে যখন পশ্চিমা দেশের চাঁদের খবর পৌঁছাবে তখন তারা পশ্চিমাদের পূর্বেই ঈদের সালাত আদায় করবে। পশ্চিমাদের যখন চাঁদ উদয় হয় তার কয়েক ঘন্টা বাদেই পূর্বাঞ্চলে দিন শুরু হলে নিজেদের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঈদের সালাত আদায় করবে। মোটকথা ফক্বীহদের ঐক্যের দাবী তারিখের ব্যাপারে, ওয়াক্তের ব্যাপারে নয়। এটা ঠিক তেমনি যেভাবে নাসারাগণ সূর্য ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকার ওয়াক্তের ভিত্তিতে তাদের অনুষ্ঠানগুলো পালন করে, কিন্তু ইংরেজি তারিখ তাদের একটিই। .....

ভিন্ন জাতির অনুসরণের অপবাদ

ভুল ধারণা – ২৬ অতঃপর সমালোচক লিখেছেন : .....[১৩০] মওদূদী সাহেব বলেছেন, "তাদের প্রথম ভুল হল তারা ঈদকে ক্রিসমাস (বড়দিন), হোলি ও দেওয়ালির মত উৎসব বা কৃওমী অনুষ্ঠান মনে করে মুসলিমদেরও ঐক্যবদ্ধ কৃওমী উৎসব বানাতে চেয়েছেন। অথচ ঈদের সাথে একটি ইবাদাত সম্পৃক্ত, যা রমাযান মাস থেকেই শুরু হয়।"

সংশোধন ঃ মওদূদী সাহেবের উক্তি থেকে বুঝা গেল, তিনি ঈদকে এমন কোন 'কৃওমী উৎসব বা অনুষ্ঠান' মনে করেন না – যা ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা জরুরী। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল, মওদূদী সাহেব কৃওমী উৎসব বলতে কি বুঝেছেন? যদি এর অর্থ কৃওমী দিন হয় – যখন মুসলিমরা আনন্দ করে, আল্লাহর শোকর আদায় করে, পানাহার করে, ভাল বা নতুন কাপড় পরিধান করে – তবে তো সেটা ঈদের দিনেরই দাবী হয়। এমর্মে আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত হাদীসটি হল:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ

"আবূ বকর ﵁ ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিনে আয়েশাকে দেখতে এলেন। তখন নবী ﷺ আয়েশার ﵂ গৃহে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় দু'জন বালিকা (দফ বাজিয়ে) গান গাইছিল যা আনসারগণ বু'আস যুদ্ধে গেয়েছিল। তখন আবূ বকর ﵁ বললেন: এটা হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নবী ﷺ বললেন : হে আবূ বকর! তাদেরকে ছেড়ে দিন। কেননা প্রত্যেক কৃওমের ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের ঈদ।"[১৩১]

হাদীসটিতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ। "প্রত্যেক কৃওমের ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের ঈদ।" সুতরাং আপনি কি এখানে উল্লিখিত 'কৃওমের ঈদ'–কে অমুসলিমদের উৎসবের অর্থ নেবেন না? নবী ﷺ–এর হাদীসটির দাবীতো এটাই যে, 'তাদের উৎসব রয়েছে আর আজ আমাদের উৎসব।' তাছাড়া অমুসলিমদের উৎসব নবী ﷺ–এর যামানাতে ছিল, এমনকি আজও আছে। এ কারণে নবী ﷺ তাদের উৎসবের দিকে ইঙ্গিত করেই উক্তিটি করেছেন। উদ্দেশ্য হল 'ঈদ, রমাযান আমাদের কৃওমী উৎসব, এভাবে জুম'আ সাপ্তাহিক উৎসব, হজ্জও একটি উৎসব – কিন্তু এর কোনটিকেই ইবাদাত হওয়া থেকেও খারিজ করা যাবে না।

ইজমা'য়ে সাহাবার দাবী

ভুল ধারণা – ২৭ অতঃপর সমালোচক লিখেছেন : সিরিয়া ও হিজাজের (সৌদি আরবের) দূরত্ব সুস্পষ্ট। তবে সিরিয়ার দেখা চাঁদ মদীনার জন্য প্রযোজ্য নয়। এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ–এর নির্দেশ ও শরিয়াতী মাসআলা হিসাবে বর্ণিত। কেননা তখন সাহাবাদের একটি বড় জামা'আত মদীনাতে উপস্থিত ছিল। যারা সিরিয়াতে মু'আবিয়া ﵁–এর জুমাবারে চাঁদ দেখার মাধ্যমে সিয়াম শুরু করার সত্য খবর পেয়েছিলেন। অর্থাৎ মদীনার একদিন পূর্বে সিরিয়াতে সিয়াম পালন শুরু হয়। কিন্তু মদীনার সাহাবীদের ﵃ ইজমা ছিল সিরিয়ার চাঁদ এখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাঁরা মদীনাবাসীদের আমলকে দলীল গণ্য করেছিলেন। সুতরাং আজকে এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। কেননা নবী ﷺ–এর নির্দেশ ও সাহাবাদের ইজমা' অনুযায়ী দূরবর্তী এলাকার খবর গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশোধন ঃ সমালোচকসহ অনেক আধুনিক অনেক আলেম কুরায়ব ও ইবনে আব্বাস ﵄–এর পারস্পরিক কথোপকথনকে সমস্ত সাহাবাদের ইজমা'র দলীল

---

[১৩০]. এ পর্যায়ে সমালোচক ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিয়াম, ঈদ তথা ইসলামী তারিখ নির্ধারণকে খৃষ্টানদের/অমুসলিমদের অনুসরণ হিসাবে উল্লেখ করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমরা কেবল তার শেষাংশে সূত্রছাড়া উল্লিখিত মওদূদী সাহেবের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। (অনুবাদক)

[১৩১]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুল ফাযায়েলে সাহাবা باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة। আরো দ্র: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৩/১৩৪৮ নং।

হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মদীনার সমস্ত সাহাবী ﷺ (ইবনে আব্বাসের অনুরূপ) তা খণ্ডন করেছেন। আমরা জানি না এই আলেমরা উক্ত ইলম কোথা থেকে পেলেন আর এর সনদই বা কি? ইবনে আব্বাস ﷺ ও তাঁর গোলাম কুরায়বের পারস্পরিক কথোপকথনকে তারা ইজমায়ে সাহাবার মর্যাদা দিয়েছেন। অথচ এ হাদীসটির বর্ণনাকারী কুরায়ব ছাড়া আর কেউ-ই নয়। হাদীসের সমস্ত কিতাবে কুরায়ব رحمه الله-ই হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী رحمه الله হাদীসটিকে 'হাসান-সহীহ-গরীব' বলেছেন (তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম - باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم)। গরীব হাদীস হল – যার বর্ণনাকারী একজন এবং যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সুতরাং যা ইবনে আব্বাস ﷺ ও তাঁর গোলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে সমস্ত সাহাবাদের সাথে যুক্ত করে ইজমা'র দাবী করা এতবড় আল্লামাদের ইলমের পরিচয় হতে পারে না। অতঃপর সমালোচনাকারী উল্লেখ করেছেন : ইমাম বুখারী رحمه الله এ বিষয়ের উপর **لكل بلد رؤيتهم** (প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য) অনুচ্ছেদ লিখেছেন। অথচ ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে এই হাদীসটিই আনেন নি এবং এ ধরণের কোন **باب** বা অনুচ্ছেদও লেখেননি। সহীহ বুখারীর কোন ব্যাখ্যাকারীও হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

ঐক্যবদ্ধ চাঁদের আমলের পক্ষে দলীল না থাকার অভিযোগ

ভুল ধারণা – ২৮ সমালোচনাকারী লিখেছেন : "উল্লেখ্য যে, ঐক্যবদ্ধ চাঁদের আমলের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলীল কুরআন ও সুন্নাতে নেই। কেবল কিছু যুক্তি আছে। যেমন- **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"[১৩২]-এই আয়াতটিতে সমস্ত উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে, কোন কৃওমকে বা এলাকাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং চাঁদের খবর যে স্থান থেকেই আসুকনা কেন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই তখন সিয়াম ফরয হবে।"

লক্ষ্যণীয় – আল্লাহ ﷻ সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার জন্য চাঁদ দেখার হুকুমকে খাস করেছেন। যদিওবা তা 'রুইয়্যাতে হাক্বীক্বী বা বাস্তবে দেখা' হয় অথবা 'রুইয়্যাতে হুকুমী বা চাঁদ দেখার খবরের ভিত্তিতে হয়'। এখন প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি এমন কোন

[১৩২]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

স্থানে থাকে যেখানকার মাতলা ভিন্ন বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না যায় – সেখানে চাঁদ দেখাটা না হাক্বীক্বী হয়, আর না হুকুমী হয়। সুতরাং এ পর্যায়ে কিভাবে **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** আয়াতটির দাবী প্রযোজ্য হবে?

সংশোধন ঃ আপনার বক্তব্য 'ঐক্যবদ্ধ চাঁদের আমলের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলীল কুরআন ও সুন্নাতে নেই, কেবল কিছু যুক্তি ছাড়া।' এ পর্যায়ে আমরা বলব, মাতলার ভিন্নতার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতে কি এমন কোন স্পষ্ট দলীল আছে? কিংবা প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য হওয়ার কি কোন স্পষ্ট দলীল আছে? এমনকি ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীসটিও (যার দাবীর ভিত্তিতে ৮টি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে তাও) সুনির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ করে না। আর এ কারণেই আপনারাও **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৩৩] হাদীসটি দ্বারা এই ব্যাখ্যা নিয়েছেন যে, নবী ﷺ-এর এই হাদীসটির আলোকে ইবনে আব্বাস ﷺ সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখাকে মদীনাবাসীর জন্য গ্রহণ করেননি। এই ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া অন্য কোন স্পষ্ট বক্তব্য ইবনে আব্বাসের হাদীসটির মাধ্যমে আপনারাও পাননি। তাহলে এই পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শন আপনাদের জন্য হয় সঠিকপন্থা, পক্ষান্তরে ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার বিরোধী মতের ক্ষেত্রে সেটা হয় ভুলপন্থা!! তাছাড়া আপনি অধিকাংশ আলেমদের উপস্থাপিত **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** দলীলটিকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মনে করেননি, কেবল যুক্তি বলে মনে করেছেন। অথচ আয়াতটির অর্থ হল, "যে ব্যক্তি (রমাযান) মাসটি পেল, সে যেন সিয়াম পালন করে।" এখানে রমাযান মাসটি পেলেই সিয়াম ফরয করা হয়েছে, চাঁদ দেখাকে শর্ত করা হয়নি। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, কেবল যে ব্যক্তি চাঁদ দেখে সে যেন সিয়াম রাখে, বা যাদের মাতলা এক হবে তারা সিয়াম রাখবে। বরং বলা হয়েছে, যে রমাযান মাসটি পেল। এখন আপনি বলুন, যে ব্যক্তির নিকট অন্য শহরের চাঁদ দেখার খবর পৌঁছাল, সে কি রমাযান মাসটি পেলনা? কেননা এখানে রমাযান মাস পাবার অর্থ হল – খবর পাবার সাথে সাথে রমাযান মাসটিও পেল। এই খবর নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যে স্থানেরই হোক না কেন? আয়াতটিতে হুকুমটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এমন কোন সুনির্দিষ্ট দলীল নেই যা এই আয়াতটিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। আপনি কিভাবে এই উন্মুক্ত হুকুমটিকে সীমাবদ্ধ করলেন? ইবনে আব্বাস ﷺ কি আয়াতটির

[১৩৩]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

উন্মুক্ত দাবীকে ইখতিলাফে মাতালে'র সিদ্ধান্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছিলেন?... যদি তিনি এই ফাতাওয়া না দিয়ে থাকেন, তবে বলুন – আয়াতটির দাবী কি? এই আয়াতটির দাবী কি এটাই নয়, যেখানে তখন রাত থাকবে তারা পরবর্তী দিনে সিয়াম শুরু করবে? আর যেখানে দিন সেখানকার লোকেরা খবর পাওয়া মাত্রই সিয়াম রাখবে, পানাহার বন্ধ করবে।

যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সৌদি আরবে চন্দ্র উদয়ের সময় ফিজিতে সাহারীর ওয়াক্ত। এ পর্যায়ে ফিজি চাঁদ দেখার খবর শোনার পর সৌদি থেকে আমলের দিকে থেকে অগ্রগামী, কেননা সেখানে তখন দিন শুরু হওয়ায় তাদের সিয়াম রাখার ওয়াক্তও শুরু হয়েছে। আর আমরা এ ব্যাপারে তাদের ১০ ঘন্টা পরে সিয়ামের আমলটি শুরু করব। কেননা যখন পাকিস্তানে রাত ০৯টা, তখন আমেরিকার ওয়াশিংটনে বেলা ১২টা। এভাবে আয়াতটির দাবী অনুযায়ী তারা চাঁদ দেখার খবর পাওয়ার পর আমলের দিক থেকে এগিয়ে থাকে, পক্ষান্তরে সৌদিআরব ও অন্যান্যরা পিছিয়ে থাকে। এভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদীস : **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৩৪] –এর সুস্পষ্ট দাবীও এটাই। অর্থাৎ – 'চাঁদ দেখার ওয়াক্ত থেকে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখার ওয়াক্ত থেকে সিয়াম খোল।' যখন আমরা নতুন চাঁদ উদয় হতে দেখি তখন থেকেই রমাযানের সিয়ামের তারিখ গণনা শুরু করি, আবার যখন নতুন চাঁদ উদয় হতে দেখব তখন রমাযানের সিয়ামের তারিখ গণনা শেষ করে শাওয়ালের তারিখ গণনা শুরু করব। ..... এভাবে কুরআনের মত হাদীসটির দাবীও দূরবর্তী শর্ত ছাড়াই যেখানে দিন সেখানে আমল শুরু হবে, আর যেখানে রাত তারা কয়েক ঘন্টা পরেই আমলটি শুরু করবে।

এভাবে অপর একটি হাদীস : **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ** "সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর"[১৩৫]– এর আলোকে চাঁদ দেখার পর যে অঞ্চলে তখন দিন থাকবে তারা তাৎক্ষণিকভাবে আমল করবে। পক্ষান্তরে চাঁদ উদয়ের নিকটবর্তী অঞ্চল যেখানে তখনও রাত – তারা তাদের আগত দিনে আমলটি করবে। এই হাদীসের সাধারণ তরজমা এটাই করা হয় যে, 'তোমাদের সিয়াম সেদিন – যেদিন তোমরা সিয়াম রাখ, আর তোমাদের ঈদ সেদিন – যেদিন তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর।' এই অর্থ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ কি লোকদেরকে এটা বলতে চেয়েছিলেন যে, 'যেদিন তোমরা সিয়াম রেখেছ সেদিনই তোমাদের সিয়াম – যদিওবা রমাযান মাস হোক বা না হোক। আর তোমাদের ঈদ হল সেদিন, যেদিন তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর – যদিওবা রমাযান মাস শেষ হোক বা নাহোক'? কেননা হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থের দাবী এটাই। আপনার কি এই অর্থ করে থাকেন? যদি তা না করেন, তবে এই অর্থকেই মানতে হবে 'তোমাদের সিয়াম সেদিন যেদিন তোমাদের ভায়েরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখে, আর ঈদুল ফিতর সেদিন যেদিন তোমাদের ভায়েরা চাঁদ দেখে ঈদ করে।' অর্থাৎ এই হাদীসটিতে সিয়াম ও ঈদ অধিকাংশ মুসলিমদের আমলের সাথে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর ক্ষুদ্র জামা'আতের নিজেদের রায় ও ইজতিহাদের উপর আমল করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিম তথা সৌদি আরব, আরব আমিরাত, মিসর, কুয়েত, জর্দান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, তুরস্ক, সুদান, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশ যখন ঈদ করে – তখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ সিয়াম পালন করবে। এর দ্বারা অধিকাংশ মুসলিমদের সাথে জামা'আতবদ্ধতার দাবী কি পূরণ হল, যা হাদীসটির দাবী? বরং পাকিস্তানের অবস্থা হল, এর পশ্চিমাঞ্চল নিজের দেশের সাথে ঈদ করে না। যখন পাকিস্তানের অবস্থা এমন, তখন সুস্পষ্ট যে তারা না **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** আয়াতটির উপর আমল করে, আর না পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর উপর আমল করে।....

তাছাড়া **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ** ("সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর") হাদীসটি দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, যখন পশ্চিমারা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করে দেয় এবং পূর্বাংশ সেই খবর পায় – তখন এই হুকুম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা যখনই আমাদের ভায়েরা সিয়াম পালন শুরু করেছে, তখন আমাদেরকেও সিয়াম পালন করতে হবে। আর যখন আমাদের ভাইয়েরা ঈদ করছে, তখন আমাদেরকেও সেই (সূর্যের নয় বরং চাঁদের) তারিখে ঈদ পালন করতে হবে।

ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীস ও ঐক্যবদ্ধ আমল

ভুল ধারণা – ২৯ সমালোচনাকারী লিখেছেন : অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন সিয়াম ও ঈদের আমলের মোকাবেলায় এগুলোর ঐক্যবদ্ধ আমল ইবনে আব্বাসের হাদীসটির দাবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কেননা, হাদীসটি ঐক্যবদ্ধ আমলের বিপক্ষে।

---

[১৩৪]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

[১৩৫]. সহীহ ঃ তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

সংশোধন ঃ যদি ইবনে আব্বাসের হাদীসটির দাবী ঐক্যের বিরোধী হয় – তবে হাদীসটির দাবী নিশ্চিহ্ন করার কাজটিও পূর্ববর্তী আলেমরাই করেছেন। ইমাম শওকানী رحمه الله তাঁর **الدراري المضية شرح الدرر البهية** বইয়ের ২/২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

لأنه لَم يصرح ابن عباس بأن النبي ﷺ أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أنه أمرهم باكمال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن الْمراد بالرؤية رؤية أهل الْمحل وهذا خطأ في الإستدلال أوقع الناس في الْخبط والْخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثَمانية مذاهب

"ইবনে আব্বাস رضي الله عنه নিজের বক্তব্য 'নবী ﷺ এমন নির্দেশ দিয়েছেন'–এর কোন ব্যাখ্যা দেননি এবং অন্য কোন বর্ণনাও উল্লেখ করেননি। বরং ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন : 'তিনি ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ত্রিশটি সিয়াম পূর্ণ করার অথবা (এর পূর্বে) চাঁদ দেখার।' তিনি رضي الله عنه এমন কোন ধারণার কথা বলেননি যে, চাঁদ দেখার উদ্দেশ্য হল মহল্লাবাসীর চাঁদ দেখা। আর এভাবে দলিলটি গ্রহণ করা ভুল। যা লোকদেরকে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে বিভক্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে । এমনকি এর ফলে আটটি মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে।"[১৩৬]

ইমাম শওকানীর رحمه الله উক্ত উদ্ধৃতি নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান رحمه الله হুবহু নিজের 'আর–রাওযাতুন নাদিয়াহ'–তে (১/৩৩১ পৃ:)[১৩৭] উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রায়কেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

সমালোচনাকারী আরো লিখেছেন : "আজকে উম্মাত নিজ নিজ বসতিতে ও শহরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রমাযান ও ঈদ পালন করছে, এর ভিত্তি হল ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীস। যা দ্বারা মুহাদ্দিসগণও এই মর্মেই অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটির আর কোন দাবী থাকতে পারে?" অতঃপর তিনি লিখেছেন : "হাদীসটিতো সুস্পষ্ট ভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিয়াম ও ঈদ পালনের বিরোধীতা করে।"

মুহতারাম! যখন আপনি নিজেই মেনে নিলেন যে, হাদীসটি উম্মাতের ঐক্যের বিরোধী, তাহলে এ মর্মে বর্ণিত অন্যান্য ইমাম ও আলেমদের বক্তব্যকে কেন দোষারোপ করছেন!? আপনার কাছে এমন কোন দলীল রয়েছে যা দ্বারা ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه বক্তব্য : **هكذا امرنا رسول الله** "এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন" –এর দাবী হল প্রত্যেক বালাদ (শহর/মহল্লা) নিজস্ব চাঁদ দেখা ছাড়া অন্যদের চাঁদকে কবুল করবে না? অথচ আপনি এই দাবী অপর হাদীস **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه** "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৩৮] দ্বারা দলীল নিয়েছেন। তাহলে বলুন : এ হাদীসের কোথায় উল্লেখ আছে কেবল নিজস্ব শহর/মহল্লার চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করতে হবে এবং অন্য স্থানের দেখা চাঁদের খবর গ্রহণযোগ্য হবে না? যদি এ ধরণের কোন শব্দ না থাকে – তবে কিভাবে এটা সুস্পষ্ট দলীল হল? আর যদি হাদীসটি নিজ নিজ চাঁদ দেখার সুস্পষ্টতা প্রকাশ করে তবে একই মাতলার ভিন্ন ভিন্ন এলাকা চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও কিভাবে তাকে মেনে নিলেন? আপনাদের কি এতটুকুও বিবেক নেই যে, হাদীসটির ব্যাখ্যা যদি নিজ নিজ চাঁদ দেখার স্পষ্টতা প্রকাশ করে তবে আপনাদের মাতলার ঐক্যকে তা বাতিল করে। ফলে আপনারাই হাঁসির পাত্রে পরিণত হন, অর্থাৎ আপনাদের কাছে না আছে বিবেকসম্পন্ন উপস্থাপনা, আর না আছে দলীল। .... অথচ ইমাম শওকানী ও ইবনে তাইমিয়া رحمه الله হাদীসটির যে বিশ্লেষণ করেছেন তা উচ্চতর বিবেকসম্পন্ন ও উপস্থাপিত দলীলের প্রকৃত প্রেক্ষাপট স্পষ্ট করে। কিন্তু আপনি ও আপনার সাথীরা যা বুঝেছেন তা হল, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه যে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাঁর দ্বারা কখনই কোন ভুল হতে পারে না।[১৩৯]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর মর্যাদা

---

১৩৬. ইমাম শওকানী, আদ–দুরারী মাসনিয়্যাহ (দারুল কিতাব ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭/১৯৮৭)

১৩৭. আর–রাওযাতুন নাদিয়া (দারুল মা'রিফা) ১/২২৫ পৃ:; আলবানীর 'আত–তা'লিক্বাতুর রাদিইয়্যাহ 'আলা আর–রাওযাতুন নাদিয়া' (দার ইবনে আফ্ফান) ২/১৩ পৃ:।

১৩৮. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

১৩৯. এ পর্যায়ে আমরা ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর অপর একটি ভুলের বিষয় উল্লেখ করতে পারি। যেমন – শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাভী رحمه الله লিখেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার যুদ্ধের সময় 'মুত'আ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর 'আওতাস' যুদ্ধের সময় পুণরায় অনুমতি প্রদান করেন। এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহর করে নেন। এখন এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসের মত হলো, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'মুতআর' অনুমতি দেয়া হয়। প্রয়োজন শেষ হবার পর প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য এ অনুমতি স্থায়ী। ....কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীদের رضي الله عنهم মতে হুকুমটি মানসুখ হয়েছে। [বিস্তারিত ঃ আল–ইনসাফ (অনুবাদ ঃ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়) পৃ: ১৭] যদি ধরে নেয়া হয়, তিনি পরবর্তীতে তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি প্রথমে ভুল করেছিলেন।– অনুবাদক

নিঃসন্দেহে ইবনে আব্বাস ﷺ অতি উঁচু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাহাবী ﷺ। কিন্তু তাঁর এই মর্যাদা কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত। ফিক্বহী মাসাআলার ব্যাপারে এমন নয় যে, তিনি নবী ﷺ–এর নির্দেশ বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন না। তাছাড়া ইবনে আব্বাস ﷺ ঐ সমস্ত অল্প বয়সী সাহাবাদের ﷺ অন্তর্ভুক্ত যা সাবালাক হওয়ার পর কিছু সময় নবী ﷺ–এর সোহবাত (সংস্পর্শ) পেয়েছিলেন। অথচ নবী ﷺ–এর বয়স্ক সাহাবাদেরও ﷺ (মানবিক) ভুল–ত্রুটি হত। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ যিনি একজন জলীলুল–ক্বদর–সাহাবী ও ফক্বীহ ছিলেন, তিনিও নবী ﷺ–এর ওফাতের পর তা মেনে নিতে চাননি। (তারিখে তাবারী ২/৪২৬ পৃ:)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, উমার ﷺ তাঁর খেলাফতের সময় এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর হাতে দোর্রা ছিল। তখন তিনি মনে মনে কিছু বলছিলেন। অতঃপর হঠাৎ করেই তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন : "তুমি কি জান আমি নবী ﷺ–এর মৃত্যুর পর কেন বলেছিলাম – 'তিনি ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি'? আমি বললাম : জানি না। উমার ﷺ বললেন : কেবল এই আয়াতের কারণে :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর উপর এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের উপর।"[১৪০]

فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالِها فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت

"আল্লাহর ক্বসম! আমি (এ আয়াতের আলোকে) মনে করেছিলাম, রসূল ﷺ তাঁর উম্মাতের শেষ আমল পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। এ কারণে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ–এর ওফাতের পর ঐ উক্তি করেছিলাম।[১৪১]

---

[১৪০]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৩ আয়াত।

[১৪১]. ইমাম তাবারী, তারিখে তাবারী (বৈরুত ঃ দারুল কিতাব আল–ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭) ২/২৩৮ পৃ:। তারিখে তাবারীকে এর দুজন মুহাক্কিক্ব মুহাম্মাদ তাহির বারঝানযী ও মুহাম্মাদ সুবহী হাসান হাল্লাক পরবর্তীতে সহীহ ও য'য়ীফ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। উক্ত মুহাক্কীকৃদ্বয় বর্ণনাটিকে সহীহ তারিখে তাবারীর (বৈরুত ঃ দার ইবনে কাসীর ২০০৭/১৪২৮, ৩/২২পৃ:) মধ্যে এনেছেন । অতঃপর টিকাতে লিখেছেন : এই সনদটি য'য়ীফ। আর এর সহীহ বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক্ব থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন । (অনুবাদক)

উমার ﷺ–এর মত ব্যক্তিত্ব যদি কুরআনুল কারীমের আয়াতটির ভুল অর্থ করতে পারেন, তাহলে ইবনে আব্বাস ﷺ–এর পক্ষে صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه হাদীসটির দাবী বুঝতে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তিনি কি ভুল হওয়া থেকে মা'সুম ছিলেন?

ইবনে আব্বাস ﷺ এর উক্তি এবং হাদীসের কিতাবের অনুচ্ছেদের মধ্যে সমন্বয়

সুতরাং ইবনে আব্বাস ﷺ এর উক্তি هكذا امرنا رسول الله "এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন" – দ্বারা ঐ অর্থ নেয়াই জরুরী নয় যা মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির অনুচ্ছেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আমরা ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীস ও মুহাদ্দিসদের লিখিত অনুচ্ছেদের মধ্যে যেভাবে সমন্বয় করেছি তাতে কোন মতেরই বিরোধীতা হয় না। আমাদের উক্তির সমর্থনে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله–এর বক্তব্য রয়েছে। (যা তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম শওকানী ও নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁনের رحمه الله মতামত হিসাবেও উল্লেখ করেছেন।–অনুবাদক)... আর এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপস্থানপনাকেই সমর্থন করে। অতঃপর শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله লিখেছেন:

ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم وبذلك يزول الإشكال

"সম্ভবত শক্তিশালী বক্তব্য সেটাই যেভাবে (সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে) বলা হয়েছে : ইবনে আব্বাসের ﷺ উক্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে ব্যক্তি নিজের বালাদ বা শহরে চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করে। অতঃপর মধ্য রমাযানে তার কাছে খবর পৌছালো অন্য শহরে একদিন পূর্বে সিয়াম শুরু হয়। সে এ অবস্থায় সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং ত্রিশটি সিয়াম গণনা করবে অথবা এর পূর্বে (ঊনত্রিশটি গণনার পর) নিজেদের চাঁদ দেখবে। এ পর্যায়ে দ্বন্দ্ব নিরসণ হয়ে যায়।"[১৪২] আর এটাই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[১৪৩]

---

[১৪২]. শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ (মাকতাবুল ইসলামী) পৃ: ৩৯৮।

[১৪৩]. অর্থাৎ পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদের খবরটি পাওয়া গেলে সে মুহূর্ত থেকে মাসের পহেলা তারিখ গণনা ও আমল শুরু হবে। এক্ষেত্রে খবরটি দূরবর্তী স্থানের হলেও তা ইবনে আব্বাসের হাদীসের দাবীর বিরোধী হয় না। পক্ষান্তরে যখন ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটির ন্যায় এতটা সময়

স্থানীয় ওয়াক্ত বনাম তারিখের ঐক্য

ভুল ধারণা – ৩০ সমালোচনাকারী লিখেছেন : সালাত একটি ঐক্যবদ্ধ আমল। নিঃসন্দেহে এটা তাই – কিন্তু প্রত্যেক দেশ নিজস্ব ওয়াক্ত অনুযায়ী ফরয সালাত আদায় করে থাকে। আমরা এভাবে পৃথক পৃথক ওয়াক্ত নির্ধারণ করে নিজ নিজ দেশ অনুযায়ী সালাত আদায় করাকে কি উম্মাতের বিভক্তি বলব?

সংশোধন ঃ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আপনার অন্তরে একটি ভুল বিষয় গেঁথে আছে। আর এ কারণেই আপনি উপরোক্ত অভিযোগটি করেছেন। আমরা কখনই এটা বলি না যে, চাঁদের ঐক্যের দাবী হল সমস্ত দেশগুলো একই ওয়াক্তে সিয়াম শুরু করবে ও ঈদ করবে। এটা আমাদের কোন কিতাবেই নেই, আর কেউ লিখেছে বলেও আমি জানি না। বরং আমরা তো তারিখের ঐক্যের কথা বলছি। কিন্তু আপনি ও আপনার সাথীরা বিকৃতভাবে এটাই বুঝেছেন যে, নিজ নিজ ওয়াক্ত অনুযায়ী সমস্ত দেশ সিয়াম ও ঈদ পালন করা বিভক্তির কারণ – যা সুস্পষ্ট ভুল। এ পর্যায়ে নিজেদের চিন্তার সংস্কার করুন অতঃপর আমাদের দাওয়াত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন। আর তা হল, সমস্ত দেশগুলো তাদের রমাযান ও ঈদ একই দিন তথা একই তারিখে করবে। আর সিয়াম পালন ও ঈদের সালাত নিজ নিজ দেশের ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করবে।.....

মুহাদ্দিসদের বুঝ বনাম প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমাম (রহঃ)

ভুল ধারণা – ৩১ সমালোচনাকারী লিখেছেন : মজার ব্যাপার হল, মুহাদ্দিসগণ কখনই আপনাদের মত বিষয়টি বুঝেন নাই। কেননা তারা লিখেছেন : **لكل بلد رؤيتهم** "প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য"।

সংশোধন ঃ কোন মুহাদ্দিসই মাতলার বিভক্তির ক্ষেত্রে উক্ত অনুচ্ছেদটি লিখেন নাই। তাছাড়া ইবনে আব্বাসের ﵁ হাদীসেও এই মর্মে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অথচ তাঁর ﵁ বর্ণিত হাদীসটির শুরুতেই উক্ত মর্মে অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে। আর আমরা কি এটা বলব যে, যারা হাদীসটির অনুচ্ছেদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন

পরে চাঁদের খবরটি পায় যে, ঐ বালাদ বা শহর নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল শুরু করে দেয়। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাসের ﵁ হাদীসটিকেই দলীল গণ্য করা হবে অর্থাৎ নিজ বালাদ বা শহরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। (অনুবাদক)

তারা মুহাদ্দিস নন? যেমন – ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ প্রমুখ। তাঁরা কি হাদীসের ব্যাপারে জাহেল ছিলেন? মুহাদ্দিসদের মধ্যে কেবল ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়িয়াহ ﵀ এই মত পোষণ করেছেন। নায়লুল আওতারে উল্লিখিত হয়েছে :

أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي وجها للشافعية

"যারা বলেন "প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য এবং অন্যদের দেখা চাঁদের ভিত্তিতে আমল করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়" তারা হলেন – ইমাম ইবনে মুনযির উল্লেখ করেছেন ইকরামাহ থেকে ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ, সালেম ও ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ ﵀। ইমাম তিরমিযী ﵀ এটাকে আলেমদের মাযহাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁদের থেকে আর ভিন্ন কিছু উল্লেখ করেননি। অনুরূপ মত ইমাম মাওয়ারদীর ﵀। আর শাফে'য়ীদের দৃষ্টিভঙ্গিও এটাই।"[১৪৪]

এ পর্যায়ে ইমাম তিরমিযী ﵀–এর যামানার পূর্ব থেকেই চার ইমামের চাঁদের ঐক্যের ব্যাপারে মতামত থাকার কথা উল্লেখ না করাটা স্পষ্ট ভুল। সম্ভবত বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না (কিংবা ভুলবশত বাদ পড়েছে)।..... ইমাম মালেকের উক্তি তাফসীরে কুরতুবীতে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

وإن كان إنّما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لَم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم مِمن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير الْمؤمنين فيلزم القضاء جماعة الْمسلمين قال: وهذا قول مالك.

"এ থেকে প্রমাণিত হল, যদি নিজেদের হাকিমের কাছে দু'জন ব্যক্তি শাহাদাত দেয় – তবে হাকিমের স্বীকৃতি ছাড়া তা তাদের উপর বাধ্যতামূলক হয় না। কেননা এই হাকিমই তাদের অভিভাবক। অথবা অনুরূপভাবে যদি এটা আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রমাণিত হয় তবে জামা'আতুল (সমস্ত) মুসলিমীনের জন্য এর অনুসরণ করা

১৪৪. ইমাম শওকানী, নায়লুল আওতার –কিতাবুস সিয়াম باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم ৪/২৬৭ পৃ:।

বাধ্যতামূলক। এটাই ইমাম মালেক رحمه الله এর উক্তি।"[১৪৫]– এ থেকে প্রমাণিত হল, ইমাম মালেকের رحمه الله মতে ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه জন্য মু'আবিয়া رضي الله عنه–এর অনুসরণ করা জরুরী ছিল। অথচ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه তা করেননি। সুতরাং ইমাম মালেকের رحمه الله মত একজন শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসের মতেও ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটি আমলযোগ্য নয়।.....অভিযোগকারী বলেছেন, "চার ইমামের ফিক্বাহই উম্মাতের একমাত্র ফিক্বাহ নয়।" একথা সত্য, কিন্তু অন্যান্য ইমাম যেমন – সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়িয়াহ প্রমুখের ফিক্বাহ উক্ত চার ইমামের ফিক্বাহর মত সুবিন্যস্ত আকারে ও উম্মাতের ব্যবহারিক আমল হিসাবে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়িয়াহ رحمه الله এর মতটি "প্রত্যেক শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ" আজ পর্যন্ত আমল হয়নি। (কেননা যখনই শহর, দেশ ও ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে তখনই হুকুম বদল হয়েছে।–অনুবাদক) তাহলে কি উম্মাতের আমলী ইজমা' ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটির বিপক্ষেই যায় না?

হানাফী মুতাক্বাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন ইখতিলাফ

ভুল ধারণা – ৩২ সমালোচনাকারী অভিযোগ করেছেন : উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে হানাফী আলেমদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে যে মতপার্থক্য তা কেন উল্লেখ করা হল না?

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, আমরা হানাফীদের 'যাহেরী মাযহাব' উল্লেখ করেছি। 'যাহেরী মাযহাব'–এর অর্থ হল – তাদের অনুসরণীয় সর্বোচ্চ ইমামদের সুনির্দিষ্ট মাযহাব। এরপর তাদের সাথে যারা ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) করেছেন তা হানাফী মাযহাব নয়। তাদের উক্তি হানাফী মুতাক্বাদ্দিমীনদের (পূর্ববর্তীদের) নিকট কোন মর্যাদাই রাখে না। যদি আপনি তাক্বলীদের মর্ম বুঝে থাকেন (তবে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে)।

বিবিধ প্রশ্নোত্তর

ভুল ধারণা – ৩৩ অতঃপর লিখেছেন : আপনাদের মতামতকে অধিকাংশ মুসলিমের সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক হয়নি।

[১৪৫]. তাফসীরে কুরতুবী, সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীর।

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, চার মাযহাবের প্রমাণিত উক্তি এর স্বপক্ষে হওয়ায়[১৪৬] আমরা একে উম্মাতের অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করেছি। [ফিক্বহুস সুন্নাহতে (১/৪৩৬) সাইয়্যিদ সাবিক্ব এবং তামামুল মিন্নাতে (পৃ: ৩৯৭) নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله–ও এটাকেই জমহুর বা অধিকাংশ আলেমদের মত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।–অনুবাদক]

ভুল ধারণা – ৩৪ অতঃপর লিখেছেন : আপনারা বলেছেন, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর উক্তি "রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন" মর্মে নিজ নিজ শহর বা বালাদ বা মাতলা ভিত্তিক চাঁদের হুকুম প্রযোজ্য করার কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এই উপস্থাপনা সুস্পষ্ট খেয়ানত। (নায়লুল আওতার, আওনুল মা'বুদ)

সংশোধন ঃ ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله তামামুল মিন্নাতে লিখেছেন:

فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله

"এ ব্যাপারে হক্ব হল, ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসে এ মর্মে সহীহ কোন কিছুই নেই এবং এমন কোন দাবীও নেই যা (শহর/বালাদ/মাতলা সম্পর্কে) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেভাবে ইমাম শওকানী رحمه الله বলেছেন।"[১৪৭]

যদি আপনাদের তথ্য ভান্ডারে শহর বা বালাদ ও মাতলার স্বপক্ষে এমন কোন হাদীসে রসূল ﷺ থেকে থাকে, তবে তা উপস্থাপন করুন। ফলে উম্মাত তো এর দ্বারা খুবই উপকৃত হবে।

ভুল ধারণা – ৩৫ অতঃপর অভিযোগ করেছেন : ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসটির মর্ম আপনারা বাতিল করে বলেছেন, 'যে হাদীসটি থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে সেই মর্মে হাদীসটির মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় না।' এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, কোন সাহাবী কি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه নেয়া মর্মটি খন্ডন করে বলেছিলেন যে, আপনার বুঝটি সঠিক নয়?

সংশোধন ঃ আমরা বলব, ইবনে আব্বাস ও কুরায়বের কথোপকথন কি কোন সাহাবী জামা'আতের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল? উক্ত কথোপকথন কোন

[১৪৬]. শাফেয়ীদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল চাঁদের খবর যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। এ ব্যাপারে ইমাম নববীর উদ্ধৃতি লেখক কর্তৃক পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (অনুবাদক)

[১৪৭]. তামামুল মিন্নাহ, পৃ: ৩৯৮।

সাহাবীর ﷺ কাছে উপস্থাপনের পর তিনি তা খন্ডন করেননি – মর্মে প্রমাণ কোথায়? প্রথমে প্রমাণ দিন, তারপরে আমাদের প্রতি উক্ত অভিযোগ করুন।

তাছাড়া হাদীসটি কুরায়ব ছাড়া আর কোন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি। যা থেকে প্রমাণিত হয়, কথোপকথন কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ভুল ধারণা – ৩৬ অতঃপর লিখেছেন : আপনারা বলেছেন, 'মাতলা এক বা ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি পরবর্তী আলেমদের আবিষ্কার'। এটা আপনারা কিভাবে বুঝেছেন, আর আমরাইবা কিভাবে বুঝব?

সংশোধন ঃ যদি তা পরবর্তী আলেমদের আবিষ্কার না–ই হয়ে থাকে, তবে ইবনে আব্বাসের হাদীসের আলোকে কোন মুহাদ্দিসের লেখা হাদীসের কিতাবে এই অনুচ্ছেদ দেখান যে, 'মাতলা এক হলে চাঁদের হুকুম এক হবে, আর ভিন্ন হলে চাঁদের হুকুমও ভিন্ন হবে।' পরবর্তী আলেমদের মধ্যে যারা হাদীসের ব্যাখ্যা লিখেছেন তাদের কেউ কেউ বলেছেন : ইবনে আব্বাস ﷺ ভিন্ন মাতলার কারণে সিরিয়ার চাঁদ দেখার হুকুম গ্রহণ করেননি। যা তাদের সুস্পষ্ট যন (ظن) বা ধারণা নির্ভর কথা। মুহাদ্দিসদের কেউ–ই ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসটির ভিত্তিতে ভিন্ন মাতলার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিটি দলীলহীন। উল্লেখ্য যে, ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসের ভিত্তিতে ভিন্ন মাতলা বা ঐক্যের যে ধারণামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে অন্য কোন সাহাবীর উক্তি বা আলোচনাও নেই।....

নবাব সিদ্দিক হাসান খানের উক্তির বিশ্লেষণ

ভুল ধারণা – ৩৭ অতঃপর লিখেছেন : আপনারা চাঁদের ঐক্যের মতামতের স্বপক্ষে নবাব সিদ্দিক হাসান খান ও শায়েখ আলবানী رحمه الله –কেও সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ সিদ্দিক হাসান খান কেবল ইমাম শওকানীর رحمه الله বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আর তার প্রকৃত মতামত 'ফতহুল আল্লাম'–এর সূত্রে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। .... ফলে দুধ থেকে পানি এবং পানি থেকে দুধ পৃথক হয়ে গেছে।

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, নিঃসন্দেহে নবাব সাহেব ইমাম শওকানীর رحمه الله বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেননা সেটা তাঁরই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তবে বলব, যদি নবাব সাহেব এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন তবে তার এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে তা উল্লেখ করতেন। অথচ নবাব সাহেব رحمه الله ইমাম শওকানীর رحمه الله উদ্ধৃতির শেষে এও বলেছেন, 'এটি **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه** হাদীসটির দাবী পূরণ করে।' বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ চাঁদের ব্যাপারে নবাব সাহেব رحمه الله 'ফতহুল আল্লামে' লিখেছেন:

فمعنى اذا رايتموه ، اذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هذا على ان رؤية بلد رؤية لِجميع اهل البلاد فيلزم الْحكم

"হাদীসের অর্থ 'যখন তোমরা চাঁদ দেখ'–এর দাবী হল : 'যখন চাঁদ দেখার বিষয়টি তোমাদের মধ্যে আবির্ভাব হয়' – দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কোন বালাদ বা শহরের চাঁদ দেখা সমস্ত শহরের জন্য প্রযোজ্য এবং এর হুকুম মেনে চলা আবশ্যক।" অতঃপর লিখেছেন ঃ **وقيل لاتعتبر لان قوله : اذا رايتموه** "এটাও বলা হয়ে থাকে, এই অর্থ গ্রহণযোগ্য না কেননা হাদীসে রসূল ﷺ হল : 'যখন তোমরা চাঁদ দেখ'।" অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী নয় বরং সুনিদিষ্টভাবে নিজ নিজ শহরের অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং অন্য শহরের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর তিনি رحمه الله লিখেছেন :

وفى الْمسألة اقوال ليس على احدها دليل ناهض . والاقرب لزوم اهل بلد الرؤية وما يتصل بِها من الْجهات التى على سِمتها

"এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি আছে। কিন্তু কারো স্বপক্ষেই একটি স্পষ্ট দলীলও নেই। এ কারণে সবচে গ্রহণযোগ্য কথা হল, চাঁদ দেখা কেবল ঐ এলাকার জন্য প্রযোজ্য যেখানে তা দেখা গেছে। আর এটা ঐসব স্থানের জন্যও প্রযোজ্য যা একই দিকের সীমানাতে অবস্থিত।"[১৪৮]

নবাব সাহেব প্রথমে **اذا رايتموه** দ্বারা সবার জন্য হাদীসটির দাবী উন্মুক্ত ও প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর তিনি নিজের মতটিকে **قيل** শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যা সিগায়ে তামরীয অর্থাৎ দূর্বল উক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর নবাব সাহেবের পক্ষ থেকে শক্তিশালী উক্তি হিসাবে আর কিছুই উল্লেখ হল না। অথচ তিনি নিজেই বলেছেন, 'এ সম্পর্কিত উক্তিগুলোর কোনটির স্বপক্ষেই স্পষ্ট দলীল নেই।' আবার আলোচনার শুরুতে হাদীসের শাব্দিক তরজমার দাবী হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। চাঁদ দেখার হুকুম কেবল ঐ স্থানের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং "সমস্ত শহরের জন্যই প্রযোজ্য।" এই উক্তি দ্বারা তো তিনি ইবনে আব্বাসের ﷺ হাদীসটির

---

১৪৮. নবাব সিদ্দিক হাসান খান, ফতহুল আল্লাম ২/২৯ পৃ:।

উপস্থাপিত প্রচলিত দাবী 'চাঁদ প্রত্যেক শহরের জন্য প্রযোজ্য'–কে খন্ডন করেছেন।[১৪৯] তাছাড়া তাঁর উক্তি "এটা ঐসব স্থানের জন্যও প্রযোজ্য যা একই দিকে অবস্থিত"– দ্বারা সিরিয়ার চাঁদ মদীনার জন্য হওয়াটাকে বিনা দলীলে খন্ডন করেছেন। কেননা সিরিয়া মদীনার সোজা উত্তর দিকে। সুতরাং নবাব সাহেবের ব্যবহৃত শব্দই প্রমাণ করে, ঐ চাঁদ মদীনার জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং পর্যালোচনাটিতে দুধ ও পানির মিশ্রণ থেকেই গেল।....

ইমাম ইবনে আব্দুল বারের رحمه الله উক্তির বিশ্লেষণ

ভুল ধারণা – ৩৮ অতঃপর লিখেছেন : আপনারা ব্রাকেটের মধ্যে মনগড়া ভাবে ইমাম আব্দুল বারের (ইজমা'র) দাবীকে খন্ডন করেছেন। অথচ তা সহীহ নয়। কেননা, হানাফীগণেরও ভিন্ন মাতলার পক্ষে মত রয়েছে।

সংশোধন ঃ হানাফী বলতে আমরা তাদের সর্বোচ্চ অনুসরণীয় ইমামদের উক্তিই বুঝি। যা যাহেরী মত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। যদি আপনাদের কাছে তাঁদের এমন কোন উক্তি থেকে থাকে তবে তা নিজেদের থলে থেকে বের করুন। ফলে প্রচলিত হানাফীগণ কৃতজ্ঞ হবেন। ইমাম আব্দুল বার رحمه الله লিখেছেন :

واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم

"এই হুকুমের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে যে, 'যদি কোন স্থানে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য স্থানে দেখা না যায়, তবে অন্য স্থানের জন্য তা প্রযোজ্য নয়।' এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, ইকরামাহ, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ, সালিম বিন আব্দুল্লাহ رحمه الله প্রমুখ বলেছেন : প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য।"[১৫০] অতঃপর ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটি বর্ণনা পর লিখেছেন :

[১৪৯]. তাহলে তিনি নিজেই তো এটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অতঃপর নিজের মতটিকে قيل শব্দ দ্বারা দূর্বল করেছেন। পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়, নবাব সাহেবের নিজের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটিই দূর্বল এবং আলোচনার শুরুতেই উল্লিখিত হাদীসের শাব্দিক তরজমার দাবীই সবল এবং দলীলভিত্তিকও বটে। (অনুবাদক)

[১৫০]. ইমাম ইবনে আব্দুল বার, আত–তামহীদ লাম্মা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ, ১৪/৩৫৬ পৃ:।

وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا وهو قول مالك فيما روي لابن القاسم وقد روي عن مالك وهو مذهب المدنيين من أصحابه أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك.....

"অপর একটি মত যা বর্ণিত হয়েছে – ইমাম লাইস বিন সা'দ, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله প্রমুখ থেকে। তারা বলেছেন : যদি লোকদের কাছে প্রমাণিত হয় যে, কোন একটি বালাদ বা শহরে (তাদের পূর্বে) চাঁদ দেখা গেছে, তবে ছেড়ে যাওয়া সিয়ামটি তাদেরকে কাযা করতে হবে। এ মর্মে ইমাম মালেকের رضي الله عنه মতও রয়েছে যা ইবনুল ক্বাসিম বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম মালেকের رحمه الله মত হিসাবে তাঁর মদীনাবাসী শিষ্যরাও বর্ণনা করেছেন কোন শহরের চাঁদ অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়, যার খবর তাদের কাছে পৌঁছেছে। অবশ্য মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) যদি মনে করেন (তবে তা প্রযোজ্য হবে)।[১৫১].....

অতঃপর ইবনে বার رحمه الله লিখেছেন :

النظر يدل عليه عندي لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم أرأيت لو رىء بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواما بغير ما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية وأفطر برؤية أو بكمال ثلاثين يوما كما أمر ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق للصواب.

"প্রথমোক্তটিই আমাদের মাযহাব। কেননা এ ব্যাপারে মারফু আসার[১৫২] রয়েছে যা হাসান হাদীস হিসাবে দলীল গণ্য করা অত্যাবশ্যক। যা 'কাবীর' গ্রন্থের লেখক

[১৫১]. ইমাম ইবনে আব্দুল বার, আত–তামহীদ, ১৪/৩৫৭ পৃ:।

[১৫২]. এখানে মারফু শব্দটি সাহাবাদের رضي الله عنهم সাথে যুক্ত নবী ﷺ–এর সাথে যুক্ত নয়। পরবর্তীতে 'কাবীর' গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।(অনুবাদক)

উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে সাহাবীদের ﷺ মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া কিছু ফক্বীহ তাবেয়ীও رحمه الله রয়েছেন। আর আমাদের দৃষ্টিতে এইভাবে দলীল গ্রহণই সহীহ। কেননা লোকদেরকে গায়েবে (অগোচরে) সংঘটিত বিষয়ে বাধ্যকরা যায় না। আর যদি তাদের অগোচরে সংঘটিত বিষয়ে বাধ্য করা হয় তবে তাদের উপর একটি দূরহ ও কষ্টসাধ্য বিষয় চাপানো হয়। যেমন – যদি মক্কাতে বা খুরাসানে (ইরানে) চাঁদ দেখা যায় এবং আন্দালুসে (স্পেনে) দেখা না যায়, এরপর আন্দালুসে বা অন্য কোথাও তা প্রমাণিত হয়, বা তাদের মধ্যে কোন একজন থেকে প্রমাণিত হয়, তবে কি ছেড়ে যাওয়া সিয়াম তাদের উপর ফরয হবে? অথচ তারা শরিয়াতের হুকুম মোতাবেক চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করেছে ও চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করেছে বা ত্রিশদিন পূর্ণ করেছে। আর এভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করেছে। আমার কাছে এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের হাদীসটিই সহীহ যা অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ ﷻ–ই যথার্থ প্রতিফলদাতা।[১৫৩]

ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله আন্দালুস ও খুরাসানের মধ্যকার চাঁদ দেখাকে পরস্পরের জন্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা খুরাসানে দেখা চাঁদের খবর আন্দালুস পালনযোগ্য সময়ের পৌঁছায় না। যদি খুরাসানের চাঁদ দেখার খবর রমাযানের মধ্যভাগে পৌঁছে তবে আন্দালুসের জন্য সেই সিয়াম কাযা করা ওয়াজিব নয় বলে তিনি رحمه الله উল্লেখ করেছেন। কেননা যখন তাদের রমাযান শুরুর খবর পৌঁছেনি তখন তাদের সিয়াম কেন কাযা করতে হবে? সুতরাং তাদেরকে নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই সিয়াম পূর্ণ করতে হবে। এ কারণে ইমাম ইবনে আব্দুল বার رحمه الله তাঁর 'আল–ইসতিযকারে' এ ব্যাপারে ইজমা' হবার কথা উল্লেখ করেছেন। যা মূলত সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখার খবরটি পৌঁছে না। এখন বলুন, এ থেকেই আপনারা কিভাবে প্রমাণ করবেন যে, যদি খুরাসানের চাঁদের খবর ঐ রাতের মধ্যেই আন্দালুসে পৌঁছে যায় তারপরেও সেই সিয়ামটি পালন করা ওয়াজিব হবে না? ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله–ও ইবনে আব্দুল বার رحمه الله–এর উপস্থাপনার এমনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি رحمه الله উল্লেখ করেছেন :

هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ ﴿صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ﴾ فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا وَهَذَا يُطَابِقُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنَّ طَرَفَيْ الْمَعْمُورَةِ لَا

[১৫৩]. আত–তামহীদ, ১৪/৩৫৮ পৃ:।

يَبْلُغُ الْخَبَرُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَمَاكِنِ الَّذِي يَصِلُ الْخَبَرُ فِيهَا قَبْلَ انْسِلَاخِ الشَّهْرِ فَإِنَّهَا مَحَلُّ الِاعْتِبَارِ

"এই মাসআলার মূল ভিত্তি হল এই নির্দেশ পৌঁছান যে, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ "চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম খোল"[১৫৪]। এই খবর পৌঁছানোর মধ্যে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী দেশ বা শহর হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। এই কথার সমর্থন নেই ইবনে আব্দুল বার رحمه الله–এর বর্ণনাতে। আর তাহল, এই পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যকার দূরত্বের পার্থক্যের কারণে এক প্রান্তের খবর অপর প্রান্তে পৌঁছাতে এক মাস শেষ হবে যাবে।[১৫৫] সুতরাং যা ইবাদাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে পৌঁছায় তা মূল্যহীন। এ পর্যায়ে ঐ খবর মূল্যায়নযোগ্য যা ইবাদাতের সুনির্দিষ্ট সময়ে এক দেশ থেকে অপর দেশে পৌঁছায়।"[১৫৬]

স্থানীয় সময় ও সিয়ামের শুরু

ভুল ধারণা – ৩৯ অতঃপর লিখেছেন : আমি ঐক্যবদ্ধভাবে চাঁদের মাসআলাটি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য নাহয় বললাম। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের কি হবে? তারা কি রাত ০২ টায় সিয়াম শুরু করবে?

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, কুরআনুল কারীমের আয়াত : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"।[১৫৭] এর দাবী পূরণে কি আপনারা নিজেদের শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত সাড়ে সাতটায় সিয়াম রাখা শুরু করেন, যেভাবে তারাবীহর সালাত আদায় করেন? তাছাড়া হাদীস : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ।"[১৫৮] এই হাদীসটি ও

[১৫৪]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া) ৪/১৮৭৩ নং।
[১৫৫]. এই উক্তি করা হয়েছে তৎকালীন যামানার ভিত্তিতে।
[১৫৬]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১০৭ পৃ:।
[১৫৭]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।
[১৫৮]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতটির আলোকে আপনারা কি করবেন? চাঁদ দেখার মুহূর্ত থেকেই কি সিয়াম পালন শুরু করবেন?

লাইলাতুল ক্বদর একই দিনে

ভুল ধারণা – ৪০ অতঃপর লিখেছেন : লাইলাতুল ক্বদর বিভিন্ন দিনে হওয়ার প্রতি আপনারা আপত্তি করেছেন। এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, তাহলে নবী ﷺ–এর যামানায়, সাহাবী ﷺ ও তাবেয়ীদের رحمه الله যামানায় শবে–ক্বদর কি একই রাতে ও তারিখে হত? মাতলার ভিন্নতা বলে কি কিছু ছিল না? নাকি ইসলাম কেবল ঐ সমস্ত এলাকাতে এসেছিল যেখানকার মাতলা এক? যেন শবে–ক্বদর ভিন্ন ভিন্ন না হয়। এর চাইতে কৌতুকের বিষয় আর কি হতে পারে?

সংশোধন ঃ এর জবাব হল, নবী ﷺ–এর যামানা, সাহাবাদের ﷺ যামানা এবং ঐ সমস্ত বিগত যামানা যখন প্রচার–প্রসারের ব্যাপক সুযোগ না থাকায় লোকেরা নিজস্ব চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হত। তখন তাদের এই উপায়হীন অবস্থার কারণে সহীহ নিয়্যাতের ভিত্তিতে সওয়াব অর্জনই ছিল মূখ্য বিষয়। এ পর্যায়ে নিচের আয়াত ও হাদীসটি মূলনীতি হিসাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে (হারাম খাদ্য খায়) আর এতে নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন না করে, তবে তার কোন পাপ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"[১৫৯]

নবী ﷺ বলেছেন : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ "নিশ্চয় আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।"[১৬০]

হানাফী মাযহাব ও চাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা

সম্মানিত পাঠক! চাঁদ দেখার মাসআলার ব্যাপারে "হাশিয়াহ রদ্দুল মুখতার আলা আদ-দুররুল মুখতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)" এর লেখক মুহাক্কেক্ব ইবনে আবেদীনের رحمه الله "মাজমু'উ রাসায়েল ইবনে আবেদীন"[১৬১]–এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার কাছে পৌঁছেছে। এ মাসআলাটির ব্যাপারে ব্যাপক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা এই বইটিতে রয়েছে। লেখক লিখেছেন : "আমাদের সিরিয়ার দামেস্ক শহরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। একটি জামা'আত রমাযানের ত্রিশ তারিখে দামেস্কে কাযীর সামনে শাওয়ালের চাঁদ দেখার শাহাদাত দেয়। কাযী ঐ শাহাদাতকে ক্বুবুল করেন।"

মাসআলাটি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে : "একজন ব্যক্তি পহেলা শাওয়াল (বক্তব্যে ধারাবাহিতা থেকে বুঝা যায়, পহেলা রামাযান হবে -অনুবাদক) পর্যন্ত লেনদেনের সময়সীমা নির্ধারণ করে। যখন পাওনাদার দেনাদারের কাছে তার দাবী আদায়ের জন্য আসে, তখন দেনাদার এই বলে পাওনা দিতে অস্বীকার করে যে – এখনো রমাযান মাস আসেনি। কেননা শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ দাবী করেছে. রমাযানের ত্রিশ তারিখ ভোরে তারা চাঁদকে পূর্বদিকে দেখেছে। এ প্রেক্ষিতে চাঁদের উদয় যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে হয়েছে, সেহেতু সূর্যাস্তের পর পশ্চিমে চাঁদ দেখাটা অসম্ভব। তাছাড়া এভাবে চাঁদ দেখা শাফেয়ী ও হানাফী উভয় মাযহাবেই অগ্রহণযোগ্য। এটা শাফেয়ী আলেমদের দাবী ছিল। এই শাফেয়ী আলেমরা এটাও বলেছিল :"ঐ শাহাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যে কাজী চাঁদের খবরটির ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিল সে এক বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল – যার মেয়াদ রমাযানের পহেলা তারিখেই শেষ হয়েছিল। সুতরাং তাঁর কাযীর পদটি এখন আর নেই।" লেখক ইবনে আবেদীন বলেন ঃ "উক্ত অভিযোগটি বাতিল। কেননা শাহাদাতের আনুষ্ঠানিকতা কাযীর মেয়াদের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া উক্ত শাফেয়ী আলেমদের কারো কারো দাবী এটাও ছিল যে, এই হানাফী আলেমরা ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله মাযহাব বুঝেন না। তারা এ সম্পর্কে 'বাহরুর রায়েক'–এর সূত্র উল্লেখ করেন। অতঃপর তা সাধারণ ও ইলমশূন্য মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এরপর শহরে এই খবর পৌঁছে যায় যে, তারা রমাযানের পহেলা তারিখের পূর্বেই সিয়াম রেখেছে, যেভাবে সিরিয়াবাসীও রেখেছে। কিন্তু ঐ শাফেয়ী আলেমগণ এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এ কথা বলে যে : "শাফেয়ী মাযহাবে ভিন্ন মাতলা গ্রহণযোগ্য এবং ঐ শহরের মাতলাটি ভিন্ন। সুতরাং উক্ত ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়।" তারা এই ফায়সালাও দেয় যে, আমরা পরবর্তী দিন সিয়াম রাখব। অতঃপর যখন অধিকাংশ মুসলিমের হিসাবে পালিত মধ্য রমাযানের রাত আসল, তখন তারা বেত্র সালাতে কুনুতও পড়ল না – যা তাদের মাযহাবে মাসনুন (নিয়ম)। শেষাবধি যখন ঈদের দিন আসল তখন তারা অধিকাংশ মুসলিমের সাথে ঈদও করলনা। বরং সিয়াম

---

১৫৯. সূরা মায়িদা ঃ ৩ আয়াত।

১৬০. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১ নং। অর্থাৎ প্রকৃত লাইলাতুল ক্বদর তখনও একটিই ছিল। কিন্তু নিরুপায় হওয়াই এই রাতের সওয়াব তাদের নিয়্যাতের ভিত্তির উপরই ছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (অনুবাদক)

১৬১. আমরা বইটির আরবী সংস্করণ এই পুস্তিকাটির প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত খুঁজেছি। কিন্তু তা এ মুহূর্তে না পাওয়ায় উদ্ধৃতিগুলোর মূল আরবী দিতে পারলাম না। পরবর্তী সংস্করণে পাওয়া সাপেক্ষে তা সংযোজন করব, ইনশাআল্লাহ। এখন কেবল আমাদের আলোচ্য উর্দূ বইয়ের অনুবাদকটুকুই অনুদিত হল। (অনুবাদক)

পালন করে পরের দিন ঈদ পালন করল। এই বিতর্ক এতটাই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হল যে, মাযহাবের মুজতাহিদদের কাছে বিষয়টি মজার বিষয় হলেও, আমাদের নিকটবর্তী অনেক লোক ইখতিলাফের কারণে মুরতাদ হয়ে গেল **والعياذ بالله**। অতঃপর যখন তাদের ভুলটি সুস্পষ্ট হল, তখন তারা বলল : "আমরা ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله মাযহাবের বিরোধীতা থেকে বাঁচার খাতিরে এটা করেছিলাম। আর হানাফীরা তাদের ইমাম সাহেবের মাযহাবটি হক্ব মনে করেননি।" লেখক বলেন : "এটা মিথ্যা এবং অপবাদ। শারয়ী আহকামের ব্যাপারে ছাত্ররা নিজেদের নফসের খাহেশের অনুসরণ করেছে, যা দলীলহীন। কেননা এ বিষয়ের মাসআলাটিতে মাযহাবে ইজমা' হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন দু'জন ব্যক্তিরও দ্বিমত নেই। যখন আমার মাশায়েখরা বিষয়টি লক্ষ্য করলেন, তখন এ ব্যাপারে তাঁরা একটি রিসালাহ (পুস্তিকা) লিখতে বললেন। তখন আমি ইমামদের সহীহ উক্তি ও সঠিক বর্ণনাগুলোর সঙ্কলন করলাম। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের যা বুঝতে ভুল হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করলাম।

আমাদের আলোচনাটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় ছিল ঃ রমাযানের শুরু কিভাবে প্রমাণিত হয়? দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যদি চাঁদ দেখা যায় তবে তার হুকুম কি? তৃতীয় অধ্যায় ঃ এ মাসআলার ক্ষেত্রে আকাশবিদ্যা অগ্রহণযোগ্য। চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইখতিলাফে মাতালে'র হুকুম।

আমাদের আলেমগণ বলেন, যখন রমাযানের চাঁদ আঁকাশে অবস্থান করে কিন্তু মেঘ বা ধূলোতে ঢাকা থাকে তখন একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এটাই যাহেরী বর্ণনা যে – যদিও সাক্ষ্য নিজ শহরের হোক বা ভিন্ন শহরের হোক। তবে ঈদের চাঁদ যখন আঁকাশে মেঘ বা অন্য কোন কারণে ঢাকা থাকে তবে দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরী। আর যদি আঁকাশ পরিষ্কার থাকে কিন্তু চাঁদ না দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে একটি বড় দলের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য জরুরী। এই দলের লোক সংখ্যা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্টতা নেই। ইমাম আবূ ইউসূফ رحمه الله পঞ্চাশ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম হালিফ বিন আইয়্যুব رحمه الله পাঁচশ ব্যক্তির কথা বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ رحمه الله ঐ মুহূর্তের ইমামের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। 'বাহরুর রায়েক'–এ উল্লেখ করা হয়েছে, "হক্ব সেটাই যা ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ উল্লেখ করেছেন। কেননা এ পর্যায়ে খবরটি মুতওয়াতির।" আর হাসান বিন যিয়াদ رحمه الله ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন : "যদি আঁকাশে মেঘ না থাকে তবে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।" 'বাহরুর রায়েকে' উল্লেখিত হয়েছে : "যদি কেউ না–ও দেখে, তিনি এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।" আমিও আমার যামানাতে এটাকেই প্রাধান্য দেব। কেননা এ যামানাতে লোকেরা নতুন চাঁদ দেখতে আগ্রহী নয়।

ঈদুল আযহার চাঁদের ব্যাপারে আমাদের (হানাফী) মাযহাব হল, যদি আঁকাশ পরিষ্কার থাকে তবে একটি বড় দলের শাহাদাত জরুরী। আর যদি আঁকাশ মেঘ ও ধূলাযুক্ত হয় তবে ঈদুল ফিতরের হুকুম প্রযোজ্য – এটাই আমাদের যাহেরী মাযহাব, আর এটাই সহীহ। অবশ্য ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও রমাযান ছাড়া অন্যান্য মাসের নতুন চাঁদের ক্ষেত্রে দু'জন আদলসম্পন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন আদলসম্পন্ন নারীর শাহাদাত জরুরী। আর যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে তার হুকুম নিজ শহর ও নিকটবর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। দূরবর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। দূরবর্তী এলাকার দূরত্ব সফরের দূরত্বের পরিমাপের সাথে সম্পৃক্ত। অপর মতে, মাতলা'র দূরত্ব নির্ণয় হিসাবে তা প্রযোজ্য হবে – এটাকে 'মানহায' কিতাবের লেখক সহীহ বলেছেন। হাম্বলী মাযহাবে এক ব্যক্তির শাহাদাতই যথেষ্ট –যদিওবা সে নারী হয়। আর যদি দূরবর্তী স্থানের খবর হয় তবেও তা গ্রহণযোগ্য এবং সমস্ত মুসলিম শহরের জন্য তা পালন করা জরুরী।

দিনের বেলায় চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব হল, এটা প্রযোজ্য নয় – হিদায়ার লেখক তাঁর 'মুখতারাতুন নাওয়াযুল'–এ এটা লিখেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ رحمه الله বলেছেন : "যদি চাঁদ সূর্য যাওয়াল (হেলে) পড়ার পূর্বে দেখা যায় তবে তা বিগত রাতের। এটাও বলা হয় যে, যদি শফক্বের (লালিমার) পরে তা গায়েব হয় তবে তা আগামী রাতের। একই হুকুম যদি আসরের পর চাঁদ দেখা যায়। 'কিতাবুত তাজনীস'–এ আছে যখন ঈদের চাঁদ দিনে দেখা যাবে তবে তা আগামী রাতের জন্য গণ্য হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত। আর 'যাখিরাহ বুরহানিয়াহ'–তে আছে, চাঁদ দিনের বেলায় দেখা গেলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিওবা তা যাওয়ালের (সূর্য হেলে পড়ার) পূর্বে বা পরে দেখা যায়। এ মর্মে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে। আবূ ইউসূফ رحمه الله বলেছেন : যদিও যওয়ালের পূর্বে দেখা যায় তবে তা বিগত রাতের। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যদি চাঁদ সূর্যের আগে উদয় হয় কিন্তু সূর্যের পুর্বে চলতে থাকে তবে তা বিগত রাতের। আর যদি চাঁদ সূর্যের পিছে চলতে থাকে তবে তা আগামী রাতের।" হাসান বিন যিয়াদ বলেছেন : "যদি শফক্বের (লালিমার) পূর্বে গুরুব হয় (ডুবে যায়) তবে তা আগামী রাতের। চাঁদ সূর্যের পূর্বে চলার তাফসীর হল, চাঁদ পূর্বে থাকা। আর পিছে চলার তাফসীর হল, চাঁদ সূর্যের পশ্চিমে অবস্থিত।" 'বাদায়ে সানায়ে'– এ আছে : যদি ত্রিশ দিনের চাঁদ দেখা হয়,

তবে তা যাওয়ালের পরে দেখা গেছে। সুতরাং তা আগামী দিনের। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের رحمه الله মত এটাই। আর এটা রমাযানের দিন বলে গণ্য হবে না। যদিও যাওয়ালের পূর্বে দেখা যায় তবে তা বিগত রাতের। আর যাওয়ালের পরে দেখা গেলে তা আগামী রাতের। এ মাসআলাতে সাহাবাদের رضي الله عنهم মধ্যে ইখতিলাফ ছিল। 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, ইবনে উমার ও আনাস رضي الله عنهم থেকে ইমাম আবূ হানিফা ও মুহম্মাদের رحمه الله মতটি পাওয়া যায়। উমার رضي الله عنه–এর উক্তি ইমাম আবূ ইউসূফের رحمه الله অনুরূপ। বিবি আয়েশা رحمه الله–এর উক্তিও এটাই। শাওয়ালের চাঁদের ব্যাপারে ইখতিলাফ হয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের رحمه الله উক্তির দলীল হল : চাঁদ দিনের বেলায় দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। রাতের দেখাটাই গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ ইউসূফের দলীল হল, যদিও যাওয়ালে পূর্বে চাঁদ দেখা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তা বিগত রাতের।..... এটাই হানাফী মাযহাবের মতামত ও দলীল। অন্যান্য কিতাবের বর্ণনাও অনুরূপ। আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি তা উল্লেখ করলাম না। আমাদের তিন ইমামের (আবূ হানিফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ) মত এবং শক্তিশালী মাযহাব এটাই।

অতঃপর ইবনে আবেদীন লিখেছেন ঃ "চতুর্থ অধ্যায় – ইখতিলাফে মাতালে'র বর্ণনা এবং তা গ্রহণযোগ্য কি না? জেনে রাখ! সূর্যের মত চাঁদেরও ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল রয়েছে। যদি চাঁদ কোন শহরে দেখা যায় তবে তা অন্য শহরের দেখা যাবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ বিষয়ে 'আকাশবিদ্যা' সম্পর্কিত কিতাবে দলীলসহ বিস্তারিত লেখা হয়েছে, বাস্তব সাক্ষ্যও তাই বলে। মুহাক্কেক্ব ইবনে হাজার رحمه الله লিখেছেন, ইমাম সুবকী, ইমাম ইস্তাবী প্রমুখ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি তা পূর্বাঞ্চলে দেখা যায় তবে অবশ্যই তা পশ্চিমাঞ্চলে দেখা গেছে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল দেখলে পূর্বাঞ্চল দেখবে এটা হওয়া জরুরী নয়। কেননা পূর্বাঞ্চলে প্রথমে রাত আসে অতঃপর পশ্চিমাঞ্চলে। এ কারণে আলেমদের একটি জামা'আত এই ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, যদি দুই ভাই একই দিনে যাওয়ালের সময় মারা যায় একজন পূর্বাঞ্চলে অন্যজন পশ্চিমাঞ্চলে। সেক্ষেত্রে যে পশ্চিমাঞ্চলে মারা যায় সে ভাইটি পূর্বাঞ্চলের ভাইটির ওয়ারিস হয়। কেননা পূর্বাঞ্চলের ভাইটি পশ্চিমাঞ্চলের ভাইটির পূর্বে মারা গেছে। সূর্যের ক্ষেত্রে যখন এটা বাস্তব তখন চাঁদের ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে। এক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চলে প্রথমে চাঁদ দেখা যাবে অতঃপর পূর্বাঞ্চলে দেখা যাবে। কেননা পূর্বাঞ্চলে তখন সূর্যের অস্তিত্ব থাকায় আলোর প্রভাবে তা দেখা যাবে না। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল তখন সূর্য থেকে কিছুটা দূরত্বে থাকায় চাঁদ দেখা যাবে।....

ইমাম রামলী তাঁর 'মিনহাজের' ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন : মাতলার দূরত্ব পার্থক্য ২৪ ফারসাখের কম নয়। কাহেস্তানী 'জওয়াহের' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : এর দূরত্ব এক মাস সফরের পথ। তারা সুলায়মান عليه السلام এর কিস্সা থেকে এটি নিয়েছেন। 'কানযুক্ব দাক্বায়েক্ব'–এর ব্যাখ্যাকারী ইমাম যায়লাঈ رحمه الله বলেছেন : যখন চাঁদ কোন শহরে দেখা যাবে তখন অন্যান্য শহরেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং তারা কোন দূরত্বের পার্থক্য ছাড়াই রমাযানের সিয়াম রাখবে। এটা তাদের উক্তি যারা 'মাতলার ভিন্নতা' মানেন না। আমাদের অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের বক্তব্য হল 'মাতলার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না'। এ কারণে যদি একটি শহরে চাঁদ দেখার মাধ্যমে ত্রিশটি সিয়াম পূর্ণ করে, পক্ষান্তরে অন্য শহরে উনত্রিশটি সিয়াম রাখে এবং পূর্বের শহরের চাঁদ দেখার খবর পায় তবে তারা একটি সিয়াম কাযা করবে। কেননা এই চাঁদটিও তাদের জন্যই ছিল। ইমাম যায়লাঈ رحمه الله বলেন : গ্রহণযোগ্য মত হল, মাতলার ভিন্নতা আছে যা শাফেয়ীদের শক্তিশালী মত। ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে কুরায়ব বর্ণিত হাদীসটি এর দলীল।

ইবনে আবেদীন رحمه الله বলেন : কিন্তু ঐকমত্য সমৃদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হল, আমাদের হানাফী মাযহাবে মাতলার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটাই আমাদের যাহেরী মাযহাব। তাছাড়া আমাদের ফিক্বাহর কিতাবগুলোতে এই মতন (বাক্য) রয়েছে। অর্থাৎ ফিক্বাহর কিতাবগুলোর প্রকৃত মতন হল, মাতলার ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য। যারা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন তাদের মধ্যে 'কানযুদ দাক্বায়েক্বের' লেখকের ব্যবহৃত মতন অন্যতম, যার কোন ভিত্তি নেই। তার পথ ধরেই ইমাম যায়লাঈও ইখতিলাফ করেছেন। অন্যথা 'হিদায়াহ' প্রভৃতি ফিক্বাহর কিতাবের মূল লেখক এটাই বলেছেন যে, 'ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হল মাতলার ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য।'

ইবনে আবেদীন رحمه الله বলেন : মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতও এটাই যা তাদের কিতাব 'আল–মুখতাসার' ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে রয়েছে। মুহাক্কিক্ব ইবনুল হুমাম رحمه الله তাঁর 'ফতহুল ক্বাদীর শরহে হিদায়াহ'–তে উল্লেখ করেছেন, এর দলীল হল নবী ﷺ–এর 'আম উপস্থাপনা **صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ** যার ফলে এক ক্বওমের চাঁদ সবার জন্য প্রযোজ্য। এ ধরণের অন্যান্য 'আম হাদীস থেকেও একই ধরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনুল হুমাম رحمه الله বলেছেন : ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর উক্তি "রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপ হুকুম দিয়েছেন" –এর দাবী কুরায়ব ও ইবনে আব্বাসের رضي الله عنهما কথোপকথনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার প্রকৃত অর্থ হবে, এ ধরণের

ক্ষেত্রে আমরা নিজের দেখা চাঁদের উপরই আমল করব। সুতরাং এই হাদীসটিও আমাদের (হানাফী) মাযহাবের বিরোধী নয়। কেননা, যদি আমাদের যামানাতেও একই ধরণের ঘটনা ঘটে, তবে আমরাও সেই ফায়সালাই দেব যা ইবনে আব্বাস ﷺ তখন দিয়েছিলেন। কেননা কুরায়ব رحمه الله সিরিয়াবাসীদের শাহাদাতের ভিত্তিতে (পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে) শাহাদাত দেননি। তিনি তো কেবল ঘটে যাওয়া খবর (অনেক দিন পরে) দিয়েছেন। আর সেখানকার হাকিমও এটাকে শাহাদাত হিসাবে হুকুম দেন নাই। আর যদিওবা আমরা এটাকে শাহাদাত হিসাবে গণ্য করি, তবে তা খবরে আহাদ। এই শাহাদাতের ভিত্তিতে কাযীর জন্যে তা গ্রহণ করা জরুরী নয়। 'ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া'–তে উল্লিখিত হয়েছে : ফক্বীহ আবূ লাইস ও হালওয়ানী رحمه الله এই ফাতাওয়াই দিতেন। তাঁরা এটাও বলেছেন : যদি মাগরিবের সময় কেউ চাঁদ দেখে সেটা পূর্বাঞ্চলের জন্যও প্রযোজ্য। ইবনে হুমাম رحمه الله বলেন : যে বালাদ বা শহরে চাঁদ পরে দেখা যায় তাদের জন্যও ঐ চাঁদ যা আগে দেখা যায়। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন অন্যান্য শর্ত ও পরিস্থিতি পরিপূরক হয়। এ কারণে যদি এই খবর পৌঁছায় যে, অমুক শহর তোমাদের পূর্বে চাঁদ দেখেছে এবং সিয়ামও রেখেছে ফলে তাদের হিসাবে আজকে ত্রিশতম রমাযান। এ লোকেরা যদি চাঁদ না দেখে থাকে তবে এ অবস্থায় ঈদ করবে না এবং আগত রাতের তারবীহও ছাড়বে না। কেননা এই তথ্যটি তারা চাঁদ দেখার শাহাদাত হিসাবে পায়নি, এমনকি অন্যদের শাহাদাতের ভিত্তিতে শাহাদাত দেয়নি। এরা কেবল অন্য অঞ্চলে চাদ দেখার বর্ণনা ও খবর দিয়েছে। তবে যদি এই শাহাদাত দেয় যে, অমুক শহরে কাযীর সামনে দু'জন ব্যক্তি চাঁদ দেখার শাহাদাত দিয়েছে এবং কাযীও তা ক্বুবুল করেছে। এক্ষেত্রে এই কাযীর জন্য এ ধরণের শাহাদাতের ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া জায়েয আছে। কেননা কাযীর ফায়সালা হুজ্জাত (দলীল)। কিন্তু আমাদের (হানাফী) মাযহাবের কিতাব 'যাখীরাহ'–এ ইমাম হালওয়ানী رحمه الله বলেছেন : যদি চাঁদ দেখার খবর ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে যায় তবে ঐসব অঞ্চলেও তা প্রযোজ্য হবে। শায়েখ হাসান তাঁর 'দুরার'–এর টিকায় এটাও লিখেছেন : অর্থাৎ আমাদের (হানাফী) আলেমদের সহীহ মাযহাব এটাই। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে 'মুজতাবা'–র সূত্রে একই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল : চাঁদ দেখার খবর নিশ্চিত ভাবে পাওয়া গেলে কোন হাকিম বা কাযীর ফায়সালার অপেক্ষায় থাকা জরুরী নয়। কেননা কোন ইসলামী শহর থেকে এই খবর পৌঁছার দাবী হল, সেখানকার হাকিম (শাসক) বা কাযীর ফায়সালার ভিত্তিতে সেখানে আমলটি হচ্ছে। এ কারণে অন্যান্য শহরের জন্যও এটাই যথেষ্ট।[১৬২]

মুহাক্কেক্ব ইবনে আবেদীন رحمه الله বলেন : আমাদের আলোচ্য বর্ণনাতে চারটি মাসআলার তাহক্বীক্ব হল। (১) চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাসের শুরু বা শেষ হয় কিংবা মাসটি (৩০ দিন) পূর্ণ করতে হয়। (২) দিনে দেখা যাওয়া চাঁদ অগ্রহণযোগ্য, যদিওবা তা কোন ওয়াক্তে তা দেখা যায়। (৩) এ সম্পর্কীত জ্যোতির্বিদ্যা ও আঁকাশবিদ্যার সহযোগীতার প্রয়োজন নেই। (৪) "মাতলার ভিন্নতার" কোন ভিত্তি নেই।"[১৬৩]

আমি ফক্বীহ ইবনে আবেদীনের আলোচ্য উক্তিগুলো উল্লেখ করার কারণ হল, সমালোচনাকারীগণ লিখেছেন :"হানাফী আলেমদের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে আপনারা আমানতের খেয়ানত করেছেন। আপনারা কেবল নিজেদের মতের স্বপক্ষের হানাফী আলেমদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের উদ্ধৃতি বর্জন করেছেন।" এর জবাব হল, আমাদের পূর্বোক্ত ফক্বীহ ইবনে আবেদীনের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে – হানাফী আলেমদের যাহেরী মাযহাব সেটাই যা তাদের মূল অনুসরনীয় ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর সেটা চাঁদের ঐক্যের পক্ষেই। এভাবে হানাফীদের ফিক্বাহর কিতাবগুলোর মূল লেখকদের উক্তিও অনুরূপ ঐকমত্যই প্রকাশ করে। ঐসব মূল কিতাবের কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ও পরবর্তী আলেমগণ এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। তবে হানাফী মাযহাব সেটাই যা তাদের অনুসরনীয় প্রধান তিন ইমাম (আবূ হানিফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ) رحمه الله থেকে বর্ণিত হয়েছে। মূল কিতাবগুলোতে ব্যবহৃত ভাষায় তাদের মাযহাবের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে। পরবর্তী হানাফী আলেমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রকৃত মাযহাব থেকে দূরে সরে গেছেন। পরবর্তী হানাফীদের ঐক্য যা তাদের পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করছে আমরা তা মানেত রাজী নই। কেননা যদি সমস্ত মুসলিমও তাদের প্রকৃত দ্বীন

---

১৬২. যারা রাষ্ট্রের বা কাযীর ফায়সালার অপেক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করা থেকে বিরত থাকছেন, আলোচ্য উদ্ধৃতিতে তাদের জন্য শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। (অনুবাদক)

১৬৩. মাজমু'আহ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ১/২১০-২৩১ পৃঃ।

থেকে দূরে সরে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দ্বীন সেটাই যা কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে।.....[১৬৪]

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের উদ্ধৃতি

সুনানের আবূ দাউদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বুদে (৬/৩২৫ পৃ:) উল্লিখিত হয়েছে :

قال الخطابي اختلف الناس في الهلال يستهله أهل بلد في ليلة ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها فذهب إلى ظاهر الحديث بن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وهو مذهب إسحاق بن راهويه وقال لكل قوم رؤيتهم وقال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل البلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل انتهى

"ইমাম খাত্তাবী رحمه الله বলেছেন : "এই মাসআলাতে ইখতিলাফ হয়েছে যে, যদি কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় কিন্তু অন্য শহরে একরাত আগে বা পরে দেখা যায় তবে এর হুকুম কি? এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর হাদীসটির যাহেরী মর্মের আলোকে, প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য চাঁদ দেখাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর, সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেছেন : প্রত্যেক বালাদ বা শহরের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য। অন্যদের দেখা চাঁদ তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ইকরামাহ, ইসহাক্ব বিন রাহিয়্যাহ رحمه الله–এর মাযহাব। তবে অধিকাংশ ফক্বীহদের মত হল, যখন লোকদের শাহাদাত কোন শহরে প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন অন্য শহরগুলোর জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। ছুটে যাওয়া সিয়ামটি তাদেরকে কাযা করতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর সাথীদ্বয় (ইমাম আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ) ও ইমাম মালিক رحمه الله–এর মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের رحمه الله মতও এটাই।"[১৬৫]

এ থেকে প্রমাণিত হল, পূর্ববর্তী হানাফী আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, এক শহরের চাঁদ সবার জন্য প্রযোজ্য। কেননা, ইমাম খাত্তাবী رحمه الله এ ব্যাপারে হানাফী আলেমদের মধ্যকার কোন মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেননি। অতঃপর 'আওনুল মা'বুদে উল্লিখিত হয়েছে :

وقال في فتح الودود قوله هكذا أمرنا يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أو أمرنا بأن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد عن رؤية غيرهم وإلى المعنى الثاني تميل ترجمة المصنف لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال يفسد الاستدلال

"(তাছাড়া) 'ফতহুল উদূদে' উল্লিখিত হয়েছে, ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه এর উক্তি : 'রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই হুকুম দিয়েছে' – সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হল, 'আমাদেরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে – আমরা যেন ইফতারের (সিয়াম ভঙ্গের / ঈদুল ফিতরের) ক্ষেত্রে একব্যক্তির শাহাদাত ক্ববুল না করি।' কিংবা 'ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর উদ্দেশ্য ছিল নিজ শহরের চাঁদ দেখার হুকুম প্রযোজ্য, অন্য শহরের দেখা চাঁদ গ্রহণযোগ্য নয়'– যা হাদীসটির অনুচ্ছেদে ইমাম আবূ দাউদ উল্লেখ করেছেন।' কিন্তু প্রথম অর্থটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা (উসূল হল) "যখন কোন দলীলের ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, তখন তা সুদৃঢ় নয়। এ কারণে দলীল গ্রহণ ফাসিদ (অকার্যকর) হয়ে যায়।"[১৬৬] তিরমিযীর বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' ৩/৩৭৭ পৃষ্ঠায় আছে :

هذا بظاهره يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ولا تكفي رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر قال النووي في شرح مسلم والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل إن اتفق المطلع لزمهم وإن

---

[১৬৪]. অতঃপর লেখক যে সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তার পরিপূরক আলোচনা পূর্বে এসে গেছে। এ জন্য আমরা তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। (অনুবাদক)

[১৬৫]. মুহাম্মাদ শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ–কিতাবুস সিয়াম باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل اخرين بليلة।

[১৬৬]. মুহাম্মাদ শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ–কিতাবুস সিয়াম باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل اخرين بليلة।

كخراسان والأندلس قال القرطبي قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم وقال بن الماجشون لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الامام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع وقال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي وفي ضبطه البعد أوجه أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب ثانيها مسافة القصر قطع به الامام البغوي وصححه الرافعي في الصغير والنووي في شرح مسلم ثالثها اختلاف الأقاليم رابعها حكاه السرخسي فقال يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم خامسها قول بن ماجشون المتقدم

"(ইমাম তিরমিযীর رحمه الله) উক্তি : 'ইবনে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীসটি হাসান সহীহ'। (তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক বলেন :) এটা ইমাম মুসলিম رحمه الله-ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীর উক্তি : "আলেমদের আমল এটাই যে, প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজস্ব চাঁদ প্রযোজ্য।" (তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক বলেন :) ইমাম তিরমিযীর رحمه الله উক্তি থেকে বুঝা যায়: 'এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।' অথচ তা সঠিক নয়। হাফিয ইবনে হাজার তাঁর 'ফতহুল বারী'-তে বলেন : "আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) আছে। প্রথম মাযহাবটি হল, প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজস্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য। এর প্রমাণ হল, সহীহ মুসলিমের ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীস। ইমাম ইবনে মুনযির, ইকরামাহ, ক্বাসিম, সালিম ও ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ'র رحمه الله মত এটাই। ইমাম তিরমিযী رحمه الله আলেমদের থেকে এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ থাকার কথা উল্লেখ করেননি। আর ইমাম মাওয়ারদী رحمه الله কিছু শাফেয়ী থেকে এই উক্তির উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মাযহাবটি হল, যখন কোন বালাদ বা শহরে চাঁদ দেখা যাবে তখন তা সব বালাদ বা শহরের জন্যই প্রযোজ্য। এই উক্তিটি মালেকীদের মধ্যে মাশহুর (প্রসিদ্ধ)। কিন্তু ইবনে আব্দুল বার رحمه الله এর বিপরীতে ইজমা'র উল্লেখ করেছেন।

اتفق الاقليم وإلا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا تقول إنما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد انتهى

"ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ থেকে দলীল নেয়া হয় যে, 'প্রত্যেক বালাদ (শহর) নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে, অন্য বালাদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য নয়।' ইমাম নববী তাঁর 'শরহে মুসলিমে' লিখেছেন : 'আমাদের সাথীদের (শাফেয়ী মাযহাবের) সহীহ মত হল, "কোন একটি শহরের চাঁদ দেখাটা সমগ্র মানুষের জন্য 'আম (উন্মুক্ত) নয়। বরং চাঁদ দেখার হুকুম নিকটবর্তী শহরের জন্য প্রযোজ্য। যে পর্যন্ত ক্বসরের সালাতের হুকুম প্রযোজ্য। বরং ততদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য যতদূর ক্বসরের (সফরের) দূরত্ব। ঐ দূরত্বের পরে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মাযহাবে অনেকে বলেছেন, যতদূর পর্যন্ত মাতলা এক হবে ততদূর পর্যন্ত চাঁদ দেখার খবর প্রযোজ্য। আর যেখানে মাতলা ভিন্ন সেখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়। আমাদের কেউ কেউ এও বলেছেন, কোন দেশের চাঁদ দর্শন সে দেশের প্রত্যেক স্থান ও শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য। অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অনেকে বলেছেন, এই চাঁদ দর্শন সমস্ত পৃথিবীর জন্যই প্রযোজ্য। যদি এটাই সহীহ হয় তবে আমরা বলব, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এই জন্য কুরায়বের শাহাদাত ক্বুবুল করেননি, কারণ সেটা ছিল একজন ব্যক্তির শাহাদাত (সাক্ষ্য)। কিন্তু হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ এর সমর্থন করেনা। বরং দূরবর্তী স্থানের চাঁদের খবর হওয়ায় তিনি তা ক্বুবুল করেননি।"

অতঃপর 'তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী'তে উল্লিখিত হয়েছে :

قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم) ظاهر كلام الترمذي هذا أنه ليس في هذا اختلاف بين أهل العلم والأمر ليس كذلك قال الحافظ في الفتح قد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم وفي صحيح مسلم من حديث بن عباس ما يشهد له وحكاه بن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكى الماوردي وجها للشافعية ثانيها مقابله إذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية لكن حكى بن عبد البر الاجماع على خلافه وقال أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد

তিনি বলেছেন : 'দূরবর্তী শহরের চাঁদ দেখার হুকুম অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন – খুরাসান (ইরান) ও আন্দালুসের (স্পেনের) চাঁদ দেখা।' কুরতুবী ﵀ বলেন : আমাদের শায়েখদের বক্তব্য হল – 'যখন কোথাও নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখার খবর ব্যাপকতা লাভ করল, অতঃপর অন্যান্য অঞ্চলে দু'জন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার খবর পৌঁছে গেল, তবে তাদের জন্য সিয়াম রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ইবনে মাজিশূন বলেন : এক শহরের চাঁদ ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ যেখানে চাঁদের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তবে যদি তা ইমামুল আযম (খলিফাতুল মুসলিমীন)–এর কাছে ঐ সাক্ষ্যটি প্রমাণিত হয়, তবে তা সমস্তলোকদের উপর বাধ্যতামূলক হবে। সেক্ষেত্রে সমস্ত বালাদ একটি বালাদের মর্যাদা রাখে, কেননা সেক্ষেত্রে সবাই একত্রে একই হুকুমাতের অধীন।' আর কিছু শাফেয়ী বলেছেন : নিকটবর্তী শহরের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু দূরবর্তীদের ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব নয়। এটাই অধিকাংশের মত। অবশ্য আবূত তাইয়্যিব ও একটি দল এটা গ্রহণ করা ওয়াজিব করেছেন। ইমাম বগভী ﵀ ইমাম শাফেয়ী ﵀ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে শাফেয়ী মাযহাবে আরো কতগুলো মতামতের সৃষ্টি হয়। এর একটি হল, 'ইখতিলাফি মাতালে'। ইরাকী ও সাইয়েদদালানী তা খন্ডন করেন। নববী তাঁর 'রওযা' ও 'শরহে মুহাযযাব'–এ তা সহীহ বলেছেন। দ্বিতীয়টি হল, সফরের সীমা পর্যন্ত (চাঁদের হুকুম প্রযোজ)। ইমাম বগভী তা খন্ডন করেছেন। আর রাফি'ঈ তাঁর 'সগীরে' এবং নববী ﵀ তাঁর 'শরহে মুসলিমে' খন্ডন করেছেন। তৃতীয় মতটি হল, আঞ্চলিকতার পার্থক্য ভিত্তিক। চতুর্থ মতটি ইমাম সারাখসি ﵀ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : এমন সমস্ত শহরের জন্যই বাধ্যতামূলক – যাদের কাছে (চাঁদের দেখার খবরটি) কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া গোপন থাকা সম্ভব নয়। এছাড়া অন্যদের জন্য (প্রতিবন্ধকতার জন্য) প্রযোজ্য নয়। পঞ্চম মতটি হল, ইবনে মাজিশূনের ﵀ যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।"[১৬৭]

তাছাড়া আমি পূর্বেই ('আওনুল মা'বুদে'র সূত্রে) উল্লেখ করেছি, ইমাম খাত্তাবী ﵀ ইমাম শাফেয়ী ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি স্থানের চাঁদ সবার জন্য। সুতরাং বর্তমানে যে শাফেয়ী বলে, 'প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজস্ব চাঁদ এবং এর হুকুম সেখানেই সীমাবদ্ধ' – সে ইমাম শাফেয়ী'র ﵀ মুক্বাল্লিদ নয়। তার তাক্বলীদের দাবী মিথ্যা। সুতরাং সেটাকে শাফেয়ী মাযহাব বলা যায় না। শাফেয়ী মাযহাব সেটাই – যা ইমাম শাফেয়ী ﵀ বলেছেন।.....

(কত দূরত্ব পর্যন্ত চাঁদের খবরটি প্রযোজ্য – এ সম্পর্কে) তাবেয়ী হাসান বসরী ﵀ বলেছেন :

عن الْحَسَنِ: في رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الأَحَدِ، فقال: لا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلا أَهْلُ مِصْرِهِ إلاّ أَنْ يَعْلَمُوا أَنّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الأَحَدِ فَيَقْضُونَهُ

"হাসান বসরী ﵀ থেকে বর্ণিত হয়েছে: একজন মুসলিম কোন শহরে থাকাবস্থায় সোমবার সিয়াম রাখল। অতঃপর দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, তারা রবিবার রাতে চাঁদ দেখেছে। হাসান বসরী ﵀ বলেন: এক্ষেত্রে ঐ লোকটি বা ঐ শহরবাসীর জন্য দিনটির সিয়াম কাযা করতে হবে না যতক্ষণ না তারা জানতে পারে। অবশ্য (চাঁদ দর্শনকারী) শহরবাসী যদি মুসলিমদের শহরগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয় আর তারা রবিবার সিয়াম রাখে তবে তা তাদেরকে কাযা করতে হবে।"[১৬৮]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটিতে ইমাম হাসান বসরী ﵀ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি মুসলিমদের শহরগুলোর মধ্যে কোন একটি শহর থেকে এই খবর আসে যে, সেখানে একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গেছে। তাহলে সে সিয়ামটি ঐ সমস্ত লোকদের উপর কাযা করা ওয়াজিব হবে, যারা একদিন পরে চাঁদ দেখেছে। আর ইবনে আব্বাস ﵄ কর্তৃক কুরায়বের ﵀ শাহাদাত ক্বুবুল না করার কারণ হল, তা ছিল খবরে ওয়াহেদ। তিনি এজন্য তা ক্বুবুল করেননি যে, প্রত্যেক বালাদ বা শহরের চাঁদকে তাদের জন্য খাস (সুনির্দিষ্ট) মনে করেছেন। এর সমর্থনে ইমাম তিরমিযী ﵀ আলেমদের মতামত উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَلَمْ يَخْتَلِفْ أهلُ العلمِ في الإفطَارِ أنّهُ لا يُقْبَلُ فيهِ إلاّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

---

১৬৭. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী – কিতাবুস সিয়াম **باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم**।

১৬৮. **সহীহ মাক্বতু' ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম **باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة**। আলবানী বর্ণনাটিকে সহীহ মাক্বতু' (তাবেয়ীর কথা) বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৩৩৩] বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদে বর্ণনাটি নেই। (অনুবাদক)

"আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) নেই যে, সিয়াম ভঙ্গ বা ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তির শাহাদাত ছাড়া ক্ববুল করা হবে না।"[১৬৯]

যদিও সিরিয়ার চাঁদের ভিত্তিতে মদীনাবাসীরা ত্রিশটি সিয়াম করার পর ঈদ করতে পারতেন, কিন্তু একজন ব্যক্তির শাহাদাত এক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে ইবনে আব্বাস ﷺ তা মানেননি। ইমাম শওকানী رحمه الله বলেন :

قال النووي في شرح مسلم : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل

"ইমাম নববী رحمه الله তাঁর 'শরহে মুসলিমে' লিখেছেন : সমস্ত আলেমদের নিকট শাওয়ালের চাঁদের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির শাহাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আবূ সাওর رحمه الله কেবল একজন্য ব্যক্তির শাহাদাতকে জায়েয বলেছেন।"[১৭০]....

'আলফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' কিতাবটিতে উল্লিখিত হয়েছে :

إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية

"যদি অঞ্চলগুলোর কোন একটি অঞ্চলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়, তবে সব অঞ্চলের জন্যই সিয়াম ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। যখন তা সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার পদ্ধতিতে তাদের কাছে পৌঁছাবে। তিনজন ইমামের নিকট (ইমাম আবূ হানিফ, মালিক, আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله) 'মাতলার ভিন্নতা'র ভিত্তি নেই। কেবলমাত্র শাফেয়ীরাই এ মতের বিরোধী।"[১৭১].....

পরিশেষ [১৭২]

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল, কুরআনুল কারীম ও হাদীসে রসূল ﷺ–এর 'আম (উন্মুক্ত) উপস্থাপনা থেকে প্রমাণিত হয় – একটি শহরের চাঁদ সমস্ত উম্মাতের জন্য কোন দূরত্ব ও মাতলার ভিন্নতার শর্ত ছাড়াই প্রযোজ্য। শর্ত হল, তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌছাতে হবে। 'মাতলার ভিন্নতা' শাফেয়ীদের অনেকগুলোর মতের একটি। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ–এর হাদীসের দাবীর আলোকে তাদের মধ্যেই দ্বিধাবিভক্ত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে স্বয়ং ইমাম শাফেয়ীর رحمه الله বক্তব্য সেটাই যা অপর তিন ইমাম رحمه الله উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ কোন অঞ্চলে চাঁদ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবরটি পৌঁছানো সাপেক্ষে বিশ্বব্যাপী সমস্ত অঞ্চলের জন্যই এর হুকুম প্রযোজ্য। উম্মাতে মুসলিমার অন্যান্য ঐক্যের দাবীর ন্যায় এই ঐক্যের দাবীটিও অন্যতম।

পরিশিষ্টাংশ – ১

(পূর্বের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত)

১৪২৯ হিজরী /২০০৮ ঈসায়ী সন ঃ সরকারীভাবে সৌদি আরব ও সিরিয়ায় রমাযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালন

দেশের নাম	১ম রমাযানের তারিখ	ঈদুল ফিতর	ঈদুল আযহা	মন্তব্য
সৌদী–আরব	০১ সেপ্টেম্বর'	৩০ সেপ্টেম্বর	০৮ ডিসেম্বর'	*Followed Saudi Arab
সিরিয়া	০১ সেপ্টেম্বর'	০১ অক্টোবর	০৮ ডিসেম্বর*	*Followed Saudi Arab

১৪৩০ হিজরী /২০০৯ ঈসায়ী সন
সৌদি–আরব ও সিরিয়ার সরকারীভাবে রমাযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালনের তারিখ

দেশের নাম	১ম রমাযানের তারিখ	ঈদুল ফিতর	ঈদুল আযহা	মন্তব্য
সৌদী–আরব	২২ আগষ্ট' **	২০ সেপ্টেম্বর'	২৭ নভেম্বর	*Followed Saudi Arab
সিরিয়া	২২ আগষ্ট' **	২০ সেপ্টেম্বর'*	২৭ নভেম্বর'*	** 30 days complete

১৪৩১ হিজরী /২০১০ ঈসায়ী সন
সৌদী–আরব ও সিরিয়ার সরকারীভাবে রমাযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালনের তারিখ

---

[১৬৯]. সুনানে তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী – কিতাবুস সিয়াম **باب ما جاء في الصوم بالشهادة** ।

[১৭০]. নায়লুল আওতার – কিতাবুস সিয়াম **باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود**।

[১৭১]. আব্দুর রহমান আল–জাযীরী, আল–ফিক্বহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১/৮৭১ পৃঃ। (শামেলা সংস্করণ)

[১৭২]. শেষাংশটি মূল লেখকের উপসংহারের আলোকে অনুবাদক কর্তৃক সারমর্ম উপস্থাপিত হল। (অনুবাদক)

দেশের নাম	১ম রমাযানের তারিখ	ঈদুল ফিতর	ঈদুল আযহা	মন্তব্য
সৌদী–আরব	১১ আগষ্ট’	১০ সেপ্টেম্বর’ **	১৬ নভেম্বর	*Followed Saudi Arab ** 30 days complete
সিরিয়া	১১ আগষ্ট’ *	১০ সেপ্টেম্বর’*	১৬ নভেম্বর*	

তথ্য সূত্র ঃ Moonsighting.com (মন্তব্যগুলো Moonsighting.com এর নিজস্ব)।

ছক বিন্যাস ঃ উক্ত তথ্যসূত্রের আলোকে অনুবাদক কর্তৃক উপস্থাপিত হল।

উপরের ছকগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মু‘য়াবিয়া (রাঃ) এর সিরিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মদীনাকে (সৌদী–আরবকে) অনুসরণ করছে বা একই সাথে রমাযান ও ঈদ পালন করছে।

পরিশিষ্টাংশ – ২

(পূর্বের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত)

যারা দেরীতে চাঁদের খবর পাবে তাদের জন্য সিয়াম ও এর নিয়্যাতের বিধান

প্রশ্ন ঃ ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত করতে হয়। কিন্তু আশুরা সম্পর্কিত হাদীসের ভিত্তিতে ইবনে তাইমিয়া رحمه الله কর্তৃক প্রদত্ত সমাধানের আলোকে[১৭৩] জাপানীদেরকে দিনের মধ্যে সিয়ামের নিয়্যাত করতে হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যখন আশুরার সিয়াম ফরয ছিল সে সম্পর্কিত নবী ﷺ–এর নির্দেশনার সাথে “ফজরের পূর্বেই সিয়ামের নিয়্যাত করা” সম্পর্কিত হাদীসটির মধ্যে দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে কোনটি সঠিক ?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে সালাফদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম তাহাবী رحمهم الله আশুরার সিয়ামের হাদীসের আলোকে ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রেও দিনের বেলা নিয়্যাত করার মাধ্যমে সিয়াম পূর্ণ হওয়ার মতামত দিয়েছেন। [তাহাবী শরীফ, সিয়াম অধ্যায়– **باب الرجل ينوى الصيام بعد ما يطلع الفجر**] অন্যদিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ইমামগণ “ফজরের পূর্বের সিয়ামের নিয়্যাত করা”[১৭৪] সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। যদিওবা হাদীসগুলো তাদের অধিকাংশের নিকটই মওকুফ হাদীসের মর্যাদা লাভ করেছে। এরপরও একাধিক সাহাবীর رضي الله عنهم বর্ণনা থাকায় তা তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আমরা বলব, (কেবল হাওয়ায় দ্বীপের খবরের ভিত্তিতে) জাপানীদের সিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত করার পরিস্থিতি থাকে না। এ কারণে আশুরার হাদীসের সাথে তা বেশী পরিপূরক। কেননা সাহাবীরা আশুরার সিয়ামের ব্যাপারটি জানতেন না বিধায় নবী ﷺ তাদেরকে বললেন : “যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন (সিয়াম) পূর্ণ করে নেয়। আর যে খায়নি সে যেন আর না খায়।” (সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম) তেমনি জাপানীরাও ফজরের পূর্বে খবর না পাওয়ায় সিয়াম না রাখা অবস্থায় দিন শুরু করে। অতঃপর খবর পাওয়া মাত্রই দিনের ঐ মুহূর্ত থেকেই আশুরার হাদীস অনুযায়ী সিয়াম পালন শুরু করবে। এ পর্যায়ে “ফজরের পূর্বে সিয়ামের নিয়্যাত করা” সম্পর্কিত হাদীসটি তাদের জন্য কোন রকম দ্বন্দ সৃষ্টি করে না। কেননা খবর ফজরের পূর্বে না পৌছানোর কারণে তারা নিরুপায় ছিল। এর সাথে সিয়াম অবস্থায় ভুল করে দিনের মধ্যে পানাহারকারীর সাথে তুলনাও করা যায়। আর এ পর্যায়ে ভুলে পানাহার করলে সহীহ হাদীস দ্বারাই তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না বলে প্রমাণিত **من نسى وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه** [দ্র : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৯০৫ নং]।[১৭৫] তাছাড়া এভাবে বলার সুযোগও রয়েছে যে, জাপানীদের না জানাটি হল বাস্তবতা, কখনই ভুল নয়। আশুরার হাদীসটিতে সাহাবীদের না জানাও ছিল বাস্তবতা এবং সেটাও কোন ভুল ছিল না। সুতরাং এ পর্যায়ে আশুরার হাদীসটিই সবচে পরিপূরক ও পালনযোগ্য

---

১৭৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু‘উল ফাতাওয়া ২৫/১১৬-১৮।

১৭৪. তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ; ইমাম আবূ দাউদ বলেন : তাবেয়ী মা‘মার, যুবায়দী, ইবনে উয়াইনা ও ইউনুস আয়লী হাদীসটিকে মওকুফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[মিশকাত (এমদা(৪/১৮৯০)] ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বলেছেন এবং নাফি‘ থেকে ইবনে উমারের হাদীসটিকে অধিকতর সহীহ বলেছেন।[তিরমিযী –কিতাবুস সিয়াম باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/১৯৮৭ নং)। ইবনে হাজার رحمه الله লিখেছেন : “তিরমিযী, নাসায়ী এর মওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইবনে খুযায়মাহ, ইবনে হিব্বান এর মারফু‘ হওয়াকে সহীহ বলেছেন। (বুলূগুল মারাম – কিতাবুস সিয়াম হা/৬৪১) ইমাম তিরমিযী তাঁর ‘ঈলালে’ লিখেছেন ঃ ইমাম বুখারী হাদীসটি মওকুফ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। [উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী (শামেলা সংস্করণ) ১৬/৩৫২ পৃ:]

১৭৫. অপর একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ হল – সাধারণভাবে সাহারী ফজর হওয়ার পরে খেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ফজরের আযানের পূর্ব থেকে পানাহার শুরু করে এবং ইতোমধ্যে আযান শুনতে পায় তার জন্য ফজরের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত খাবার খাওয়ার অনুমতি আছে। [আবূ দাউদ, মিশকাত ৪/১৮৯১ নং; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/১৯৮৮ নং) সাধারণ হুকুমের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হুকুমের উদাহরণ হিসাবে আমরা হাদীসটি উল্লেখ করলাম। (অনুবাদক)

দলীল। আশুরার সিয়াম ফরয হওয়ার হুকুম মানসুখ হলেও, সিয়ামের খবর না জানা বা দেরীতে জানার পরিস্থিতিতে হাদীসটি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। যার মাধ্যমে একটি জটিল অবস্থার সহজ সমাধানও পাওয়া যায়। এই ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে "ফজরের পূর্বের সিয়ামের নিয়্যাত করা" হাদীসটির দাবীই প্রযোজ্য। যদিও অধিকাংশেরই মতে তা মওকুফ হাদীস। অপর মতটি হল, এ পরিস্থিতিতে কাযা করতে হবে [দ্র: শায়েখ ইবনে বায, মাযমুউ ফাতাওয়া ১৫/২৫১ পৃ: অধ্যায় ঃ النية وأحكامها, আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব (জনতা পাবঃ) ৮৭ পৃ:] যা আশুরার হাদীসটির বিরোধীই বটে। ইবনে তাইমিয়া رحمه الله কর্তৃক ইমাম আহমাদের رحمه الله উদ্ধৃতির শেষে একে দূর্বল মত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৬] হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ « صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ». قَالُوا لاَ. قَالَ « فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

"আব্দুর রহমান ইবনে মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন, একবার (১০ মুহাররমে) আসলাম গোত্রে লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এদিন (আশুরার) সিয়াম রেখেছ? তারা বলল : না। তিনি ﷺ বললেন : তোমরা বাকী দিন আর কিছু না খেয়ে সিয়াম পূর্ণ কর এবং পরবর্তীতে এর ক্বাযা আদায় করবে।" ইমাম আবূ দাউদ বলেন : এটা আশুরার দিন (সিয়াম রাখা) সম্পর্কিত।[১৭৭] হাদীসটির দূর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন – ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর "সিলসিলাতুল আহাদীসুয যয়ীফাহ ১১/৩২১ পৃ: হা/৫১৯৯। (অনুবাদক)

ইমাম তাহাবী رحمه الله এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিরোধ নিরসন করতে গিয়ে বলেছেন :

ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ذلك اليوم أيضا وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها فيه في الليلة التي قبله ولم تجز بعد دخول اليوم وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى ما حملت عليه والى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله

"বস্তুত যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম পালন শুরু করা হয়, তার বিধান হলো তিন প্রকার : (ক) যে সমস্ত সিয়াম পালন নির্দিষ্ট দিবসে ফরয এই সমস্ত সিয়ামের ক্ষেত্রে দিবস আসার পূর্বে রাতে যেমনিভাবে নিয়াত যথেষ্ট, দিনের বেলায়ও যথেষ্ট। (খ) আর যে সমস্ত সিয়াম পালন করা অনির্দিষ্ট দিবসে ফরয (যেমন কাফফারা, রামাযানের কাযা ইত্যাদি) এই ক্ষেত্রে দিবসের পূর্বে রাতের মধ্যেই নিয়াত করে নেয়া বিধেয়, যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম শুরু করা হয়। তবে দিবস এসে যাওয়ার পর নিয়াত করা জায়িয হবে না। (গ) যে সমস্ত সিয়াম পালন নফল হিসাবে বিবেচিত, এই সব ক্ষেত্রে যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম পালন শুরু করা হয় তা দিবসের পূর্বে রাতে করা এবং রাতের পরে দিবসের মধ্যে করা (উভয়টি) বিধেয়।

সুতরাং এটিই হচ্ছে কারণ যার উপর ভিত্তি করে হাদীসসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং এভাবে সেগুলো সাংঘর্ষিক হবে না। আর উল্লিখিত ব্যাখ্যাই উত্তম বিবেচিত হবে, এটিই ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله, ইমাম আবূ ইউসুফ رحمه الله ও ইমাম মুহাম্মাদ رحمه الله গ্রহণ করেছেন।" [তাহাবী শরীফ (ইফা) ৩/৪১৭ পৃ:]

পরিশিষ্টাংশ – ৩

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله বক্তব্য নিয়ে আরো পর্যালোচনা

[www.islam-qa.com (Question no. 93528)]

প্রশ্ন ঃ

كلام شيخ الإسلام أن الهلال اسم لما استهل ورآه الناس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمي الهلال والشهر ..... لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء ؟

---

[১৭৬]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/১১৬-১৮।

[১৭৭]. **যয়ীফ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب في فضل صومه ; আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৪৪৭)।

‘হিলাল’ ঐ চাঁদ যা আঁকাশে থাকে। এ পর্যায়ে “একাকী ব্যক্তি চাঁদ দেখলেও সে লোকদের সাথে সিয়াম রাখবে” – হুকুমটি কি অকার্যকরী হয়ে যায় না?

উত্তর ঃ

الحمد لله. أولا : قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي : الأول : أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) – إلى قوله) –شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) . والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ، فلا يكون هلالا ولا شهرا .

الثاني : القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال : من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر الحاج" . فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟ لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة !

الثالث : حديث : (الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون) . رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) .

ومعنى الحديث : أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين ، يد الله مع الجماعة . وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله. وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥ / ١١٥-١٥٩)

وإن لم يعلم الناس به ؟ وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم ؟ علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس ، وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر ، فما دليل من قال بذلك ؟ وكيف والرسول ﷺ يقول : (إذا رأيتموه) ؟ وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في السماء ، فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن الصوم يوم يصوم الناس ؟

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (বক্তব্য ঃ “প্রকৃতপক্ষে এ মাসআলাতে আল্লাহ ‘هلال’ (হিলাল) ও ‘شهر’ (শাহরুন–মাস) শব্দের সাথে বেশকিছু আহকাম সম্পৃক্ত করেছেন।.....কিন্তু লোকেরা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছে। (আর তাহল) আঁকাশে যে চাঁদ রয়েছে এর নামই কি হিলাল, অথচ লোকেরা তা জানেনা? এভাবেই কি মাসের আগমন হবে? নাকি হিলাল হল ঐ চাঁদ যা (দেখার পর) মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মাস শুরু হওয়ার খবর প্রচার হয়েছে? এ ব্যাপারে দু’টি উক্তি রয়েছে।” শায়খুল ইসলাম (দ্বিতীয় উক্তিটি পছন্দ করেছেন। অর্থাৎ চাঁদ দেখার পর লোকেরা তা (সিয়াম/মাস শুরু করার উদ্দেশ্যে) প্রচার করে। আর এরই ভিত্তিতে শায়খুল ইসলাম (এটাও পছন্দ করেছেন যে, যদি কেউ একাকী চাঁদ দেখে – তবে সে লোকদের সাথেই সিয়াম রাখবে। কেননা ‘হিলাল’ হল, সেই দিন যা লোকদের মধ্যে (সিয়াম/মাস শুরুর জন্যে) প্রসিদ্ধ হয়। আমার চিন্তাও এই সিদ্ধান্তের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অর্থাৎ সিয়াম ঐ দিনে রাখতে হবে, যেদিন লোকে সিয়াম রাখবে। কিন্তু আমার মনে অপর একটি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর তাহল, ‘هلال’ (হিলাল) ও ‘شهر’ (শাহরুন–মাস) –এর প্রদত্ত সঙ্গার দলীল কি? যারা এটা বলে তাদেরই বা দলীল কি? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : اذا رأيتموه “যখন তোমরা চাঁদ দেখ।” এই হাদীসটির দাবীর ভিত্তিতে আমি সঙ্গাটির সাথে একমত হতে পারছি না যে, “হিলাল ঐ চাঁদকে বলে যা দেখার পর লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে।” আমার মতে

করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়গুলো নির্দেশক।"[১৭৮] অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ হিলালকে (নতুন চাঁদকে) লোকদের জন্য সময় নির্দিষ্টকরণ ও হজ্জের দিন–ক্ষণের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর আল্লাহ ﷻ'র বাণী : "তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।"[১৭৯] .... "রমাযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত।"[১৮০]

তাছাড়া **هلال** (হিলাল) শব্দটি **استهلال** শব্দ থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ উচ্চৈঃস্বর। আর **شهر** (শাহরুন–মাস) শব্দটি **اشتهار** শব্দ থেকে উদ্ভূত (যার অর্থ – প্রসিদ্ধ)। সুতরাং যে চাঁদের ব্যাপারে লোকেরা নিজেদের আওয়াজকে উঁচু করে না এবং যা লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয় না – তাকে 'হিলাল' ও **شهر** (শাহরুন–মাস) বলা যায় না।

(২) যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার উপর ক্বিয়াসের ভিত্তিতে শায়খুল ইসলাম رحمه الله বলেছেন : "(ক্বিয়াস ও আক্বলের বা বিবেকের দাবী হল, সিয়াম ভঙ্গ বা শাওয়াল মাস এবং কুরবানী বা যিলহজ্জ মাসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কিন্তু) কুরবানী বা যিলহজ্জ মাসের ক্ষেত্রে এমন কোন উক্তি দেখি না যে, একাকী ব্যক্তি নিজের একক চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নিজে নিজেই উকুফে আরাফাহ (আরাফাতে অবস্থান) করে। কিংবা একাকীই আরেক দিন কুরবানীও করে, জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করে এবং এভাবে নিজে নিজেই হজ্জের সমস্ত রোকনগুলো সম্পন্ন করে হালাল হয়।"

কিন্তু প্রশ্ন হল, রমাযান ও যিলহজ্জের চাঁদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? রমাযানে যে ব্যক্তি নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করে মুসলিম জামা'আতের খেলাফ করে, সেই ব্যক্তিই যিলহজ্জের ক্ষেত্রে নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে কেন আমল করতে পারবে না?

(৩) রসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদীস : **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ** "সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[সুনানে তিরমিযী হ/৬৯৭, ইমাম আলবানী رحمه الله তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাতে (হা/২৪৪) এটিকে সহীহ বলেছেন]

---

[১৭৮]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।
[১৭৯]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৩ আয়াত।
[১৮০]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

ثانيا : لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء ، والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ، أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع . فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟ فأجاب : " اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس . ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر . والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية ، أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)وقوله ﷺ : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة الناس " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19 / 74) . والله أعلم .

অনুবাদ ঃ আলহামদু লিল্লাহ। শায়খুল ইসলামের رحمه الله উক্তি : **"هلال** (হিলাল) – হল ঐ চাঁদের নাম যা লোকদের মাঝে শুরু হওয়া নিশ্চিত করে। আর **شهر** (শাহ্‌রুন বা মাস) হল, যা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে।" এই উক্তির স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল রয়েছে :

প্রথমত ঃ (১) "এই মাসআলার মূল বিষয় হল, আল্লাহ ﷻ সিয়াম, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর শরিয়াতী আহকামকে **هلال** 'হিলাল' ও **شَّهْرِ** 'মাস' শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন : "লোকেরা আপনাকে হিলালগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন

হাদীসটির দাবী হল – রমাযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলিমদের সাথে জামা'আতবদ্ধ ভাবে পালন করতে হবে। এ আমলগুলো কোন ব্যক্তিই একাকী পালন করতে পারবে না। এ কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের رحمه الله একটি উক্তি হল : "মুসলিমদের ইমাম (খলীফা/প্রধান) ও জামা'আতের সাথে সিয়াম রাখবে। কেননা আল্লাহ'র হাত আল–জামা'আতের সাথে।"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله যা উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর মধ্যে এই দলীলটিই সবচে শক্তিশালী। [দ্র ঃ মাজমু'উল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৫/১০৯-১১৮ পৃ:]

দ্বিতীয়ত ঃ নিঃসন্দেহে এ মাসআলাটি ইজতিহাদী মাসআলার অন্তর্ভূক্ত। আর এ ব্যাপারে আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে। মুসলিমদের উচিৎ এ মাসআলাটি নিয়ে তাহক্বীক্ব করা এবং শরিয়াতী দলীল মোতাবেক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি প্রকাশ করা। আর যে মতটি (শরিয়াতের) সবচে বেশী পরিপূরক হয় তার প্রতি আমল করা।

এ মর্মে কিছু সালাফ বলেছেন : "যে যা শুনলো এবং তারই ভিত্তিতে শেষ করল, সে উত্তম কাজই করল।" সুতরাং যদি পূর্বোক্ত দলীলগুলোর প্রতি আপনার মানসিক দৃঢ়তা না আসে। আর আপনি দেখেন, একাকী চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রমাযানের সিয়াম পালন করার ওয়াজিব হওয়ার দলীলটি বেশী সহীহ। তবে আপনি আপনার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটিই মেনে চলুন।

শায়েখ উসায়মীনকে رحمه الله নিম্নোক্ত প্রশ্নটি করা হয় ঃ

"কোন ব্যক্তি চাঁদ দেখে মাসের শুরু হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, কিন্তু সরকার বা দায়িত্বশীলদের কাছে সংবাদটি পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় – তার প্রতি সিয়াম পালন করা কি ওয়াজিব হবে?"

শায়েখ উসায়মীন رحمه الله এ জবাবে লেখেন : "এ বিষয়ে আলেমদের ইখতিলাফ আছে। কিছু আলেম বলেছেন তার উপর সিয়াম রাখাটা আবশ্যক নয়। কেননা 'হিলাল' তো সে–ই চাঁদ যা দেখে লোকেরা উচ্চ আওয়াজ করে এবং তা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়। আবার কিছু আলেম বলেছেন : তার উপর সিয়াম পালন করা আবশ্যক। 'হিলাল' হল ঐ চাঁদ যা সূর্যাস্তের পর দেখা গেছে। যদিওবা তা লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ হয়নি। আমার মতে, যে ব্যক্তি চাঁদ দেখল এবং নিশ্চিত হল – সে যেখানেই থাক, কিংবা তার চাঁদ দেখার ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি শরীক সাক্ষ্য থাকল না। তার জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ ﷻ 'আম (ব্যাপক) অর্থে বলেছেন : **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** "তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে"।[১৮১] তাছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا** "যখন চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ।"[১৮২] কিন্তু যদি সে শহরে অবস্থান করে এবং সেখানে সরকারী হাকিমের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেয় – আর সে হাকিম তার সাক্ষ্য রদ (বাতিল) করে। তবে এক্ষেত্রে সে গোপনে সিয়াম রাখবে। যেন লোকেরা তার ব্যতিক্রম আমলটি সম্পর্কে জানতে না পারে।"[১৮৩] [দ্রঃ মাজমু'উ ফাতাওয়া শায়েখ উসায়মীন ১৯/৭৪]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ। **[www.islam-qa.com (Question no. 93528)]**

মন্তব্য ঃ শায়েখ আল–মুনাজ্জিদ পরিচালিত www.islam-qa.com ওয়েব সাইটটি থেকে আমরা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله–এর বক্তব্যের পর্যালোচনা ও শায়েখ সালেহ আল–উসায়মীন رحمه الله–এর ইজতিহাদ ভিত্তিক রায় জানতে পারলাম। আমরাও ওয়েব সাইটটির সাথে একমত যে, কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত 'হিলাল' ও 'শাহরুন' শব্দের পর্যালোচনার আলোকে কেবল সিয়ামের ক্ষেত্রেই নয়, বরং হজ্জসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও চাঁদের মাস গণনা অনুযায়ী সবকিছুই পালিত হতে হবে। ইবনে তাইমিয়া رحمه الله সিয়ামের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করলেও হজ্জের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সালাফদের কোন উক্তি না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যুগে 'হিলাল' ও 'শাহরুন' শব্দটির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব বিধায় আমরা সিয়াম, দুই ঈদ, হজ্জ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী মুসলিম জামা'আত একই হুকুমের অনুসরণ করাটা জরুরী মনে করে। যা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله–এর যামানাতে সম্ভব ছিল না।[১৮৪]

---

১৮১. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

১৮২. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

১৮৩. বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত সালাফী আলেম ইবনে তাইমিয়ার সূত্রে অনুরূপ ফাতাওয়া চাঁদ সম্পর্কিত একটি বইয়ে তাঁর দেয়া 'অভিমত'-এ উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি হিসাবে তাঁর উল্লিখিত ভাষাটি হল ঃ "আর কেউ যদি রোযা রাখতে চায় তবে গোপনে একাকী রোযা রাখবে। কাউকে ডাকাডাকি করে তার দলে ভিড়াবে না।" কিন্তু আমরা শায়েখ উসায়মীনের رحمه الله পক্ষে উক্ত মতটি পেলেও ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله পক্ষ থেকে তার উল্লিখিত পৃষ্ঠাতে এ ধরণের কোন উদ্ধৃতি পায়নি। (অনুবাদক)

১৮৪ এ পর্যায়ে অপর একজন আলেম চাঁদ সম্পর্কিত একটি বইতে তাঁর অভিমত দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "মুসলিম উম্মাহ সকলেই একমত হয়ে বিশ্বে একই দিনে সিয়াম পালন করা ও ঈদ

শায়েখ উসায়মীন ﵀ একাকী চাঁদ দেখতে পাওয়া ব্যক্তির পক্ষে যে রায় দিয়েছেন এর সাথে কুরআনে উল্লিখিত 'হিলাল' ও 'শাহরুন' শব্দের পর্যালোচনার আলোকে আমরা বলব ঃ যারা পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখার খবর পাবেন তারা অন্যদেরকে তিরষ্কার না করে নিজ নিজ আমলের প্রতি মনোযোগ দিন। উম্মাতের স্বার্থে অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে কিভাবে সচেতনতা ও আমল বৃদ্ধি করা যায় সে–ই চেষ্টা করুন। স্মরণ রাখা দরকার যে, সীমাবদ্ধতার কারণ উম্মাতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আমলকে অবজ্ঞা করাটা খুব বড় নির্বুদ্ধিতা। এখন দরকার মানসিক সীমাবদ্ধতা তথা সংকীর্ণতার সংস্কার।

শায়েখ উসয়ামীনের ফাতাওয়ার বিশ্লেষণ

سئل فضيلة الشيخ ﵀: يتفاوت ظهور هلال رمضان، أو هلال شوال بين الدول الإسلامية، فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟

ফযিলাতুশ শায়েখকে ﵀ প্রশ্ন করা হয়েছিল : ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রমাযান বা শাওয়াল চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। মুসলিমরা কি এই একটি রাষ্ট্রের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিয়াম পালন করতে পারে?

فأجاب فضيلته بقوله: مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر.

ফযিলাতুশ শায়েখ জবাবে বলেন : মাসাআলায়ে হিলাল নিয়ে আলেমদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। তাঁদের একদলের মতে : যদি কোথাও রমাযানের চাঁদ দেখা শরিয়াতের দাবীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তবে সমস্ত মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন করা অত্যাবশ্যক। তেমনিভাবে যদি শাওয়ালের হিলালও প্রমাণিত হয়, তবে সমস্ত মুসলিমের জন্য ঈদুল ফিতর পালন করা জরুরী হবে।

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . رحمه الله . وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان، وفطراً في شوال. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى:

এটা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ﵀ প্রসিদ্ধ মাযহাব। এ প্রেক্ষিতে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি স'উদী আরবে চাঁদ দেখা যায়, তবে সমস্ত মুসলিমদের প্রত্যেকটি স্তর যারা এই রমাযানের সিয়ামের চাঁদ দেখার খবর পাবে তাদের উপর তা পালন করা ওয়াজিব হবে। তেমনি ভাবে শাওয়ালের ঈদুল ফিতরটিও পালন করবে। এর দলীলগুলোর অন্যতম হল, ব্যাপকার্থে বর্ণিত আল্লাহ ﷻ'র বাণী :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটি পাবে সে যেন সিয়াম রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে তা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদেরকে হিদায়াত দান করার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব (তাকবীর) ঘোষণা কর, যাতে তোমরা শোকর আদায়কারী (তে পরিণত) হও।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত]

وعموم قوله ﷺ: « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

উদযাপন করা কুরআন–সুন্নাহ বিরোধী নয়। আবার যে দেশে যেদিন চাঁদ দেখা যাবে সে হিসাবে সিয়াম ও ঈদ পালন করাও কুরআন–সুন্নাহ বিরোধী নয়।"

আমরা বলব ঃ যে যামানাতে 'হিলাল' ও 'শাহরুন' শব্দটি সীমাবদ্ধভাবে মানুষ পালন করতে বাধ্য ছিল সে যামানার ক্ষেত্রে এই উদ্ধৃতি অবশ্যই সঠিক। কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ের বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে বিধায় – উভয় ইজতিহাদটি মেনে নেয়াটা স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর এক হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াটা একটি সুদূর প্রসারী বিষয়। এ ব্যাপারে তারা আদৌ একমত হতে পারবে কি না (??) তা সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে। সুতরাং এ পর্যায়ে শায়েখ উসায়মীনের পর্যালোচনাটিও আপাতত সমাধান দেয়। তাছাড়া ওয়েব সাইটটির ফাতাওয়াটিতে নিজ ইজতিহাদের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা পূর্বের যামানাতে তাদের সীমাবদ্ধভাবে এ আমলগুলো পালন করাটাই ছিল বাস্তবতা। আর বর্তমান যামানাতে তাদের সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এ সম্পর্কিত কুরআন–সুন্নাহর দাবীর পূর্ণাঙ্গতা আনা সম্ভব হলেও তা থেকে দূরে থাকা হচ্ছে। আমরা বিষয়টির সমাধানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্য এই পুস্তকের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত রহস্যগুলো উন্মোচন করছি। (অনুবাদক)

তাছাড়া নবী ﷺ–এর ব্যাপকার্থক হাদীস : "যখন তোমরা চাঁদ দেখ তখন সিয়াম রাখ। আর যখন তোমরা চাঁদ দেখ তখন ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর।"[১৮৫]

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال، فهي تبع له وإلا فلا.

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন : চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রমাযানের সিয়াম বা শাওয়ালের ঈদ পালন ওয়াজিব হয় না। অথবা গ্রহণযোগ্য (একই) মাতলার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (উক্ত আমলগুলো) প্রযোজ্য হবে না। কেননা জ্ঞানীদের ঐকমত্যে মাতলার ভিন্নতা রয়েছে।[১৮৬] এ কারণে যখন (মাতলার) ভিন্নতা পাওয়া যাবে তখন প্রত্যেক বালাদ বা শহরকে নিজ পরিপূরক মাতলার ভিত্তিতে চাঁদ দেখা গণ্য করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ের অনুসরণ করবে না।[১৮৭]

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل على هذا بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ وبقول النبي ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال، لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الاية وهذا الحديث مختلف، إذ إن الحكم قد علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم، وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم. وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس.

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর দলীল হল, আল্লাহ سبحانه وتعالى' (পূর্বোক্ত) বাণী (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত) এবং (পূর্বোক্ত) রসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদীসটি। অর্থাৎ এই দলীলগুলোর 'আম (ব্যাপকার্থক) দাবী থেকে চাঁদের ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হুকুমটি নেয়া হয়েছে। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া رحمه الله উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বিভিন্নভাবে দলীলগুলো নিয়েছেন। যখন শাহাদাত ও দেখা একত্রিত হবে তখন এর দাবী পূরণ হবে। আর যদি শাহাদাত ও দেখা (একত্রিত) না হয়, তবে হুকুম পালন ওয়াজিব হবে না। আর যদি মাতলার ইখতিলাফ (ভিন্নতা) থাকে তবে হিলালের আহকামটি 'আম (ব্যাপক) অর্থে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে না। আর নিঃসন্দেহে এটাই দলীলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মত এবং প্রকাশ্যভাব ও ক্বিয়াসের দাবীও এটাই।" (সালেহ আল–উসায়মীন, মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ১৭/৪০-৪২ পৃ:, মাকতাবাহ শামেলা সংস্করণ)

মন্তব্য ঃ শায়েখ উসায়মীন رحمه الله ইমাম ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله সাথে যা সম্পৃক্ত করেছেন, তা সুস্পষ্ট ভুল উপস্থাপনা। শায়েখ যেভাবে বিভিন্ন আলেমদের মতামত উল্লেখ করেছেন, সেভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله–ও আলোচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ সেটা তাঁর মতামত নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই গত হয়েছে। শায়েখ উসায়মীন رحمه الله আয়াত ও হাদীসের 'আম (ব্যাপকার্থক) দাবীকে মাতলা এক হলে প্রযোজ্য করেছেন। আর যদি মাতলা ভিন্ন হয় তবে সেক্ষেত্রে উক্ত আয়াত ও হাদীসের 'আম দাবী প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ (১) মাতলা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের আয়াত, নবী ﷺ এর হাদীস, কিংবা সাহাবাদের رضي الله عنهم থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। (২) অধিকাংশ ইমাম رحمه الله এর বিরোধীতা করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চাঁদের আমলের কথা বলেছেন। অল্প সংখ্যক মাতলার ভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। মূলত তা তাদের অনুসারী পরবর্তী আলেমদের মতামত। (৩) "মাতলা" বিষয়টির দাবী করা হলেও আজ পর্যন্ত এর কোন সীমানা প্রমাণিত হয়নি এবং উম্মাতের মধ্যে এর উপর আমলও হয়নি। এ বিষয়ে এই বইয়ের ভূমিকাতে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে।

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সমগ্র উম্মাতের জন্য 'আম বা ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। শর্ত হল পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে তা পৌঁছাতে হবে। অন্যথা ইবনে আব্বাসের হাদীস মোতাবেক নিজ নিজ এলাকার চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম

---

[১৮৫]. সহীহ ঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুস সিয়াম باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا

[১৮৬]. এ দাবীর বিস্তারিত জবাব পূর্বেই গত হয়েছে। (অনুবাদক)

[১৮৭]. এখানে শায়েখ উসায়মীন رحمه الله মাতলা ভিত্তিক চাঁদের হুকুম এবং প্রত্যেক বালাদ বা শহর ভিত্তিক চাঁদের হুকুমকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রকৃত পক্ষে দু'টি পরস্পরের বিরোধী। যা ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। (অনুবাদক)

প্রথমত ঃ সমস্ত মুসলিম আলেম চাঁদের গণনার প্রতি নির্ভর করা ছেড়ে দেবে, যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মাতের সালাফগণ গণনার উপর নির্ভর করতেন না। তাঁরা চাঁদ দেখতেন কিংবা মাস পূর্ণ (ত্রিশ দিন) করার পর 'আমল করতেন। যা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله তাঁর মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/১৩২-১৩৩ পৃ :)–তে আলেমদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, রমাযান, ঈদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গণনার উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। তাছাড়া ইবনে হাজার رحمه الله 'ফতহুল বারী'–তে ইমাম বাযী رحمه الله থেকে উল্লেখ করেছেন : "গণনার উপর নির্ভর করা যাবে না। আর পরবর্তীদের জন্য এই ইজমা'–ই দলীল।" [ফতহুল বারী ৪/১২৭ পৃ:]

الأمر الثاني : أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه ، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا أو خروجا تبعوها في ذلك ، عملا بقول النبي ﷺ : (صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة). وقوله ﷺ : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بأصابعه كلها ، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم ، ومعلوم أن خطاب النبي ﷺ ليس خاصا بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ،

দ্বিতীয়ত ঃ এই চাঁদ দেখার প্রমাণ এমন কোন রাষ্ট্রের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে, যে রাষ্ট্র ইসলামী শরি'য়াতের উপর 'আমল করে ও এর আহকামগুলো জারী রাখে। সেক্ষেত্রে যখনই এই রাষ্ট্রে শরি'য়াতী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে, তখন তারা এর উপর 'আমল করলে এই হাদীসটির দাবী বাস্তবায়িত হবে : "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর। যদি তোমাদের উপর তা (চাঁদ) গোপন থাকে, তবে (দিনগুলোর) হিসাব পূর্ণ (ত্রিশ দিন) কর।" অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন :"আমরা উম্মী জাতি। আমরা পড়তে জানি না, আর

শুরু করায় সিয়াম শেষ বা ঈদও করতে হবে নিজ নিজ এলাকার চাঁদ অনুযায়ী। এভাবে অন্যান্য চন্দ্রমাসের হিসাবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত এ বিষয়ে অন্যান্য দলীলগুলোর 'আম দাবীও আমলগুলো বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করার পক্ষ সমর্থন করে। এ মর্মে শায়েখ ইবনে বায رحمه الله–এর ফাতাওয়াটি পরবর্তী পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করলাম।

শায়েখ ইবনে বায رحمه الله এর ফাতাওয়া

[সাবেক গ্রান্ড মুফতি, সৌদি আরব]

বিষয় ঃ বিশ্বব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন

[সূত্র ঃ ওয়েব সাইট-http://www.islam-qa.com/ar/ref/islamqa/106498]

لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

প্রশ্ন ঃ রমাযান মাস শুরু ও শেষ করার ব্যাপারে কেন মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ নয়? এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে?

জবাব ঃ

الحمد لله. "لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث أمكن ، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :

আল–হামদুলিল্লাহ! নিঃসন্দেহে সিয়াম ও ঈদ পালনে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত উপকারী এবং প্রত্যেকের কাছেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আর শরি'য়াতের দাবীও সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে এটা বাস্তবায়ন করা। কিন্তু এটা দু'ভাবে সম্ভব হতে পারে :

أحدهما : أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله ﷺ وألغاه سلف الأمة ، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله ﷺ في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (132 / 25 ، 133) اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما . ونقل الحافظ في الفتح (127 / 4) عن الباجي : (إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب ، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم) .

হিসাব–কিতাবও জানি না। মাস এই, এই, এই হয়। তিনি ﷺ নিজের হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করলেন। তৃতীয়বার পরে তিনি আঙ্গুল বন্ধ করলেন এবং বললেন : মাস এই, এই, এই হয়। তিনি নিজের সমস্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত – সিয়াম অধ্যায় (অনুচ্ছেদ : নতুন চাঁদ দেখা)] এর দ্বারা নবী ﷺ–এর উদ্দেশ্য ছিল মাস উনত্রিশ দিনে হয়, আবার ত্রিশ দিনে হয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। যার মধ্যে ইবনে উমার, আবূ হুরায়রা, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ প্রমুখের হাদীসও রয়েছে। আর নিঃসন্দেহে নবী ﷺ–এর এই সম্বোধন কেবল মদীনাবাসীদের জন্যই খাস (সুনির্দিষ্ট) ছিল না। বরং এটা সমস্ত উম্মাতের সর্বকালের ও সর্বস্থানের অধিবাসীদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য।

فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعا ، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها ، ولا ريب أن ذلك واجب عليهم ؛ لقوله سبحانه : (فلَاوربَّك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فِيماَ شجَرَ بينْهَمُ ثمُّ لَا يجدِوُا فيِ أنَفسُهِم حرَجاً ممِّا قضيَتْ ويسُلَّموُا تسلْيِماً)النساء/ 65

যখন এ দু'টি বিষয়ের মিলন হবে, তখন সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র এক সাথে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে সক্ষম হবে। আমরা আল্লাহ ﷻ'র কাছে দু'আ করি : "তিনি যেন তাদেরকে এটা বাস্তবায়নের তাওফিক্ব দেন, তাদেরকে যেন ইসলামিক শরি'য়াহ বাস্তবায়নে ও এর বিরোধী বিষয় প্রতিরোধে তাওফিক্ব দান করেন।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা তাদের উপর ওয়াজিব বা জরুরী। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, আপনার রবের কৃসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিরোধে আপনাকে হাকিম না বানায়, এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।" [সূরা নিসা ঃ ৬৫ আয়াত]

وما جاء في معناها من الآيات ، ولا ريب أيضا أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ، ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة

এ সম্পর্কীত অন্যান্য আয়াতের দাবীও এটাই। আর এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, উম্মাতে মুসলিমার জন্য এই ইসলামী শরি'য়াত নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে তাদের ইসলাহ (সংশোধন) এবং নাজাত (মুক্তি) ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূলভিত্তি। আর এর মধ্যেই রয়েছে তাদের দুশমনদের মোকাবেলায় নুসরাত ও মদদ (সাহায্য–সহযোগীতা) এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও শান্তি।

فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك ، ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى

.فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (74 / 15 – 76)

আল্লাহ ﷻ'র কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগীতা করেন। নিশ্চয় তিনি সামী' (শ্রবণকারী) ও ক্বরীব (নিকটবর্তী)।

ফযিলাতুশ শায়েখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনে বায ﷺ। [দ্র ঃ মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাওওয়্যিাহ ১৫/৭৪-৭৬]

পরিশিষ্টাংশ – ৪

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার ভ্রান্তি নিরসন

[আমরা পূর্বেই এই বইয়ের টিকা–টিপ্পনী ও পরিশিষ্টাংশে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণার সংশোধনী দিয়েছি। এখন এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও তার সংশোধন উপস্থাপন করছি। এ পর্যায়ে লেখক ও বইগুলোর নাম উল্লেখ না করে মূল বিষয়গুলো আলোচনা করছি। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল ভুলগুলো সংশোধন করা। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা সমালোচকদের হুবহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করিনি। কেননা একই সমালোচনা বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে এসেছে। এ কারণে ক্ষেত্রবিশেষে একই উদ্ধৃতির মধ্যে একাধিক সমালোচনাকারীর বক্তব্যও সংযুক্ত হয়েছে। যেন অল্প পরিসরে সমস্ত সমালোচনাকারীর মূল কথাটি এসে যায়। তাছাড়া আমরা ঐ সমস্ত সমালোচনার জবাব দেয়া থেকে দূরে থাকছি, যেগুলো ইলমী উসূল বা নীতির পরিপূরক মান উত্তীর্ণ হয়নি। [অনুবাদক]

"আহিল্লা" শব্দের অপব্যাখ্যা

ভুল ধারণা – ৪১ আল্লাহ ﷻ বলেন : "লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, তা হচ্ছে মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।"[১৮৮] এখানে আল্লাহ চাঁদের বহুবচন অর্থাৎ **اهلة** (আহিল্লাহ) ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ নতুন চাঁদসমূহ। ফলে যদি শুধু সৌদি আরবের চাঁদেরই ব্যাপার হতো তবে আল্লাহ ﷻ 'আহিল্লাহ' না বলে হিলাল তথা একটি নতুন চাঁদ বলতেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ চাঁদের বহুবচন ব্যবহার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দেশের জন্যই নতুন চাঁদ হতে পারে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ ﷻ **ميقات** (মীক্বাত) না বলে বহুবচন **مواقيت** (মাওয়াক্বীত) বলেছেন। যার অর্থ হচ্ছে, মানুষের জন্য চাঁদের বিভিন্ন সময় রয়েছে। যদি একটি সময়ই হতো তবে আল্লাহ ﷻ একবচন অর্থাৎ মীকাত ব্যবহার করতেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ বহুবচন মাওয়াক্বীত ব্যবহার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, চাঁদের সময় এক এক দেশে এক এক রকম।

সংশোধন ঃ আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ আয়াত ও তার দাবী জানব। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত]

আয়াতটির শেষাংশ 'এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক' দ্বারা প্রমাণিত হয়, 'আহিল্লাহ' শব্দটি চন্দ্রমাসগুলো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ কারণে বারটি চন্দ্রমাসের হিসাবে একাধিক সময় বা মাওয়াক্বীত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন আমরা উক্ত **اهلة** (আহিল্লাহ) ও **مواقيت** (মাওয়াক্বীত) শব্দ দু'টির ব্যবহার জানব। ইমাম কুরতুবী رحمه الله লিখেছেন :

قوله تعالى: " عن الاهلة " الاهلة جمع الهلال، وجمع وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر، غير كونه هلالا في آخر، فإنما جمع أحواله من الاهلة.ويريد بالاهلة شهورها، وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلول فيه

[১৮৮]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।

আল্লাহ ﷻ'র বাণী : "আল–আহিল্লাহ" – 'আল–আহিল্লাহ' শব্দটি 'আল–হিলাল' শব্দের বহুবচন। এই বহুবচন প্রকৃতপক্ষে একবচন – এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, প্রতি মাসে 'হিলাল' একটিই হয়ে থাকে। শেষাবধি আর অন্য কোন (দ্বিতীয়) 'হিলাল' হয় না। 'হিলাল'–এর সমষ্টিগত অবস্থাই 'আহিল্লাহ'–এর অন্তর্ভূক্ত। আর এখানে 'আহিল্লাহ' দ্বারা (চন্দ্র) মাসসমূহ উদ্দেশ্য। তাছাড়া কখনো কখনো হিলালকে মাস অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা, চাঁদ মাসের মধ্যেই উদিত হয়।"[১৮৯]

অর্থাৎ এখানে 'আহিল্লাহ' শব্দটি একই মাসে দেশভিত্তিক একাধিক চাঁদের হিসাবকে বলা হয়নি। বরং আয়াতের শেষাংশ 'এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক' দ্বারা মানব জাতির জন্য একটি হিসাবকেই সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তেমনি মাওয়াক্বিত শব্দের ব্যবহারটিও চন্দ্র মাসগুলোর সামষ্টিক সময়কেই সুনির্দিষ্ট করে। অন্যত্র আল্লাহ ﷻ 'ক্বমার' শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ

"তিনিই (আল্লাহ ﷻ) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্র (ক্বমার)–কে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার।"[সূরা ইউনুস ঃ ৫ আয়াত]

আবূ বকর আল–জাযায়েরী رحمه الله তাঁর 'আইসারুত তাফাসীরে' লিখেছেন :

المواقيت : جمع ميقات : الوقت المحدد المعلوم للناس .

"'আল–মাওয়াক্বীত' – 'মীক্বাত' শব্দের বহুবচন। (এর অর্থ হল) মানুষের জ্ঞাত সুনির্দিষ্ট ওয়াক্ত।"[১৯০]

সুতরাং আয়াতে উল্লিখিত 'আহিল্লাহ' ও 'মাওয়াক্বীত' শব্দগুলো বিশ্বব্যাপী বিশৃংখল দিন–তারিখ, মাস বা বছর গণনার জন্য উল্লিখিত হয়নি। বরং শব্দ দু'টির বহুবচনের ব্যবহার দ্বারা বারটি চন্দ্র মাস ও তার মধ্যকার সময়ের হিসাবগুলোকে একত্রে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ﷻ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله আরো লিখেছেন :

[১৮৯]. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৯ নং আয়াতের তাফসীর।

[১৯০]. আবূ বকর জাযায়েরী, আইসারুত তাফাসীর – সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

قوله تعالى: " مواقيت " المواقيت: جميع الميقات وهو الوقت. وقيل: الميقات منتهى الوقت. و " مواقيت " لا تنصرف، لانه جمع لا نظير له في الاحاد، فهو جمع ونهاية جمع، إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها.

"আল্লাহ ﷻ'র বাণী : 'মাওয়াক্বীত' : মাওয়াক্বীত শব্দটি মিক্বাতের বহুবচন। এর অর্থ হল – সময়। বলা হয়েছে : মিকাত হল সময়ের শেষসীমা। আর মাওয়াক্বিত মুনসারিফ (ই'রব গ্রহণকারী নয়)। কেননা এটা এমন বহুবচন যার একবচন দেখা যায় না। অতএব সেটা বহুবচন এবং বহুবচনের সীমা। এমতাবস্থায় এটা বহুবচন নয়, আর যদি বহুবচন হয় তবে পূণরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"[১৯১]

নবী ﷺ এর যুগে মক্কা ও মদীনার তারিখ

ভুল ধারণা – ৪২ কেউ কেউ লিখেছেন :"প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ ﷺ–এর সময়েই মক্কা ও মদীনায় চাঁদ স্থানীয়ভাবে দেখা হতো এবং উভয় অঞ্চলের পঞ্জিকা আলাদা রক্ষণ করা হতো বলে প্রমাণ আছে। এর একটি প্রমাণ হল : রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একমাত্র হজ্জ যেদিন (৯ জিলহজ্জ) পালন করেন সেদিন ছিল শুক্রবার। তিনি ﷺ তিন মাস পর মদীনায় ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার ইন্তিকাল করেন। এই ঘটনাদ্বয় ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন–স্বীকৃত ঘটনা এবং তথ্য হিসাবে সংরক্ষিত। কিন্তু যদি ঐ সময়কার মক্কার ইসলামিক পঞ্জিকাকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা হয় তবে মক্কার রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ কোন ক্রমেই সোমবার হয়না, সে যেভাবেই চান্দ্রমাস হিসাব করা হোক না কোন! অর্থাৎ মক্কায় ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার ধরে যদি পরবর্তী প্রত্যেক মাসেই ২৯ দিন ধরা হয় তাতে মক্কায় ১২ রবিউল আওয়াল হয় বৃহস্পতিবার, আর অন্য দিকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনেও যদি পরবর্তী প্রত্যেক মাস ধরা হয় তাতেও মক্কায় ১২ রবিউল আওয়াল পড়ে রবিবারে। অর্থাৎ মক্কার ১২ রবিউল আওয়াল আর মদীনার ১২ রবিউল আওয়াল রসূলুল্লাহ ﷺ–এর সময়ই একদিনে হয়নি, তার একমাত্র কারণ উভয় জায়গায় নিজস্ব স্থানীয় চান্দ্রমাস অনুসরণ!

সংশোধন ঃ হিফযুর রহমান তাঁর 'ক্বাসাসুল কুরআন'–এ লিখেছেন : "সমস্ত হাদীস ও সীরাতের কিতাব একথায় একমত যে, নবী আকরাম ﷺ–এর ইন্তেকাল রবিউল আওয়াল মাসে সোমবার দিন হয়। অবশ্য কোন্ তারিখে হয়েছে, এ সম্বন্ধে বহু উক্তি পাওয়া যাচ্ছে। ওয়াক্বেদী ও ইবনে সা'আদের তাবাক্বাতুল কোবরার

[১৯১]. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৯ নং আয়াতের তাফসীর।

রেওয়ায়াত ১২ই রবিউল আওয়াল প্রকাশ করছে এবং এই উক্তিই বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আর বায়হাক্বী ও ইবনে কাসীরের বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়াত ২রা রবিউল আওয়াল এবং কোন রেওয়ায়াতে ১ম, ৪র্থ ও ১০ম রবিউল আওয়ালের কথাও উল্লেখ আছে। (তারিখে ইবনে কাসীর ৫/২৫৫ পৃ:)[১৯২]

আবূল ক্বাসেম সুহাইলী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রাওযুল উনুফে' দাবী করেছেন,.... রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার দিন সকলের ঐকমত্যে নির্দিষ্ট হওয়ার পর গণনার হিসাবে দেখা যায়, নবী ﷺ–এর ওফাতের তারিখ কোন ক্রমেই ১২ই রবিউল আওয়াল হতে পারে না। অবশ্য ২, ১৩, ১৪ কিম্বা ১৫ রবিউল আওয়ালের মধ্যে কোন একটি তারিখ হতে পারে। এটা এজন্য যে, জমহুর ওলামায়ে কেরাম একথায় একমত যে, রসূলে আকরাম ﷺ "বিদায় হজ্জে" অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানের কাজটি শুক্রবার দিবসে করেছেন। অতএব, ৯ই জিলহজ্জ যখন শুক্রবার ছিল, তখন পরবর্তী সমস্ত মাসগুলি ২৯ দিনের মেনে নিলে বা ৩০ দিনের অথবা কতক ২৯ দিনের এবং কতক ৩০ দিনের হলে, কোন অবস্থাতেই সোমবার ১২ই রবিউল আওয়াল হচ্ছে না, অতএব, এই রেওয়ায়াতটি সঠিক নয়। অবশ্য ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কালবী ও আবূ মুখান্নাফের রেওয়ায়াত হতে ২রা রবিউল আওয়াল উল্লেখ করেছেন। অতএব, এই অবস্থায় সঠিক হতে পারে যে, মুহাররম, সফর ও রবিউল আওয়াল এই তিন মাসই যদি ২৯ দিনের মেনে নেয়া হয়। অন্যথায় সহীহ ও সঠিক অনুমানের দ্বারা অধিকতর নিকটবর্তী রেওয়ায়াত হচ্ছে খাওয়ারেযমীর রেওয়ায়াত। যাতে নবী ﷺ–এর ওফাতের তারিখ ১লা রবিউল আওয়াল বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এই তারিখ তিনটি মাসেই ২৯ এবং ৩০ দিনের পার্থক্যেও সঠিক হয়েছে।[১৯৩]

ইবনে কাসীর رحمه الله সুহাইলীর আপত্তিটিকে গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করে বলেছেন,

وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها خرج رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة – يعني من المدينة – إلى حجة الوداع ويتعين بما ذكرناه أنه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم انه خرج يوم الخميس لانه قد بقي أكثر

[১৯২]. হিফযুর রহমান, ক্বাসাসুল কুরআন (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া, মে'১৯৯১) ৫/৩১৩ পৃ:।
[১৯৩]. হিফযুর রহমান, ক্বাসাসুল কুরআন (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া, মে'১৯৯১) ৫/৩১৩ পৃ:।

من خمس بلا شك ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لان أنسا قال صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الاول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم الاثنين والله أعلم.

"যদিও উলামায়ে কিরাম এই প্রশ্নটির বহু উত্তর প্রদান করেছেন, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে ঐ উত্তরগুলির কোনটিই তৃপ্তিদায়ক নয়। অবশ্য উত্তরের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহল, যদি মাতলা'র পার্থক্য ধরা যায়। অর্থাৎ এভাবে যে, মক্কাবাসীরা দশম হিজরীর জিলহজ্জের চাঁদ দেখেছিলেন বৃহস্পতিবার রাতে। কিন্তু মদীনাবাসীরা শুক্রবারে সন্ধ্যার আগে তা দেখতে পাননি। আয়েশা ﵂ প্রমুখের বর্ণনায় এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। (তিনি বলেছেন) রসূলুল্লাহ ﷺ যিলক্বদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকাকালে বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে প্রস্থান করেন। আমাদের পূর্ব আলোচনা সূত্রে তাঁর প্রস্থান দিবস ছিল শনিবার। ইবনে হাযম ﵀–এর ধারণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার হতে পারে না। কেননা, তাতে সন্দেহাতীতভাবে পাঁচ দিনের অধিক অবশিষ্ট থাকা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার প্রস্থান দিবস শুক্রবারও হতে পারে না। কেননা, আনাস ﵁–এর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন মদীনায় চার রাক'আত আর আসর আদায় করলেন যূল–হুলায়ফায় দুই রাক'আত। অর্থাৎ এ কথা প্রমাণিত যে, তিন মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকা কালে শনিবার প্রস্থান করেছিলেন। এ হিসাব অনুসারে মদীনাবাসীগণ যিলহজ্জের চাঁদ দেখেছিলেন শুক্রবার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায়। তাহলে মদীনাবাসীগণের কাছে যিলহজ্জের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার। পরবর্তী মাসগুলো (যিলহজ্জ ১০ হিজরী ও মহাররম, সফর ১১ হিজরী) পূর্ণাংগ ত্রিশ দিনের ধরা হলে পহেলা রবীউল আওয়াল হবে বৃহস্পতিবার। সুতরাং বারই রবীউল আওয়াল হবে সোমবার। আল্লাহ সমধিক অবগত।"[১৯৪]

লক্ষ্যণীয় ঃ (১) নবী ﷺ–এর ওফাতের বর্ণনাগুলোর মধ্যে একমাত্র ১লা রবিউল আওয়ালটি চন্দ্র মাসের ২৯ ও ৩০ দিন হওয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। আর বর্ণনাটিও সহীহ।

[১৯৪]. ইমাম ইবনে কাসীর, আল–বিদায়া ওয়ান নিহায়া (মিশর ঃ মাকতাবাতুস সফা ১৪২৩/২০০৩) ৫/২১৩।

(২) ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ ১২ রবিউল আওয়ালের হিসাবটি সমন্বয়ের মূলে রয়েছে :

ক) "মক্কার মাতলা এবং মদীনার মাতলা পৃথক থাকার ধারণা" – যা একটি সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথা। কেননা তাহলে এর সমর্থন নবী ﷺ ও সাহাবাদের ﵃ থেকেই পাওয়া যেত। যদি মক্কা ও মদীনার তারিখের পার্থক্য থাকত, তাহলে ইবনে আব্বাস ﵄–এর হাদীসটিও একক হতো না। বরং তা একটি মৌলিক সমস্যা ও আলোচনার বিষয় হিসাবে নবী ﷺ–এর যমানাতেই এর সমাধান হয়ে যেত। সুতরাং ১২ রবিউল আওয়াল নবী ﷺ–এর ওফাত দিবসের সমর্থনে ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ কর্তৃক 'মক্কা ও মদীনার মাতলার পার্থক্য থাকার ধারণা' সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক হওয়ায় তা অগ্রহণযোগ্য।

খ) ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ ১২ রবিউল আওয়াল নবী ﷺ–এর ওফাত দিবস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনটি চন্দ্র মাসকে ৩০ দিন শর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। অথচ মাসগুলো ২৯ ও ৩০ তারিখ হিসাবে বিবেচনা করে শক্তিশালী রেওয়ায়াত সমর্থিত হিসাব (১লা রবিউল আওয়াল) আছে। তাছাড়া সমালোচনাকারীর উদ্ধৃতি থেকে আমরা জেনেছি পরপর সবকটি মাস ৩০ দিন ধরলেও ১২ রবিউল আওয়াল রবিবার হয়, সোমবার নয়। সুতরাং এ পর্যায়েও ইমাম ইবনে কাসিরের ﵀ সমন্বয়ের পন্থাটিও সহীহ নয়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে : "১লা রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে নবী ﷺ–এর ইন্তিকাল হয় সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে। অনেকেই খবরটি সূর্যাস্তের পরে পান। সুতরাং ২রা রবিউল আওয়ালে তিনি ইন্তিকাল করেন, এই বর্ণনাও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক্ব এবং ওয়াক্বিদীর মতে দিনটি ছিল ১২ই রবিউল আওয়াল। সোমবার সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই; কিন্তু হিসাবে ১২ তারিখ সোমবার হয় না। বুখারীর ভাষ্যকার (ইবনে হাজার) আসক্বালানী বলেন :

"নকলনবীশের (বর্ণনাকারীদের) ভুলে **ثاني شهر ربيع الأول** (২রা রবিউল আওয়াল)–এর স্থলে **ثاني عشر ربيع الأول** (১২ই রবিউল আওয়াল) হয়েছে। (ফতহুল বারী ৮/৯১)[১৯৫]

অবশ্য মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিতে' লিখেছেন : "কিন্তু ২রা তারিখকে নবী ﷺ–এর ইন্তিকালের দিন বলে নির্ধারণ করতে হলে, পর পর তিন

[১৯৫]. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশান. মে'১৯৮২) ২/৩৩০-৩১ পৃঃ।

মাসকে ২৯ দিনের বলে স্বীকার করতে হয়, নচেৎ সেদিন সোমবার কোন মতেই হতে পারে না। পরপর তিন মাস ২৯ দিনের হতে কখনো দেখা যায় নাই, এই জন্য দোসরার পরিবর্তে কিছু মুহাদ্দিস ১লা রবিউল আওয়ালকেই নবী ﷺ এর ইন্তেকালের প্রকৃত তারিখ বলে নির্ধারণ করেছেন। বিখ্যাত চরিতকার ইমাম মূসা ইবনে উক্ববা, ইমাম লাইস মিসরী ১লা তারিখের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম যুহুরী رحمه الله এই রেওয়ায়াতকে অধিকতর সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমি নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে ১লা ও ২রা তারিখের রেওয়ায়াতগুলো সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি ঃ

(ক) ১লার রেওয়ায়াতগুলির মোকাবেলায় ২রার অনুকূল রেওয়ায়াতগুলি অত্যন্ত দূর্বল, সুতরাং অগ্রাহ্য।

(খ) সন্ধ্যার অল্প পূর্বে নবী ﷺ–এর ইন্তিকাল হয়েছিল। সংবাদটি সাধারণভাবে প্রচার হতে সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ২রা তারিখ আরম্ভ হয়ে যায়। এই জন্য কোন কোন রাবী "২রা তারিখে হযরতের ইন্তিকাল হয়েছিল" বলে রেওয়ায়াত করেছেন।"[১৯৬]

সুতরাং প্রমাণিত হল, হাদীস ও সীরাত উভয় বিশেষজ্ঞগণ বিশ্লেষণ অনুযায়ী তারিখটি বাস্তব হিসাবের প্রেক্ষিতে নবী ﷺ–এর ওফাত ১লা রবিউল আওয়ালের সূর্যাস্তের আগে তথা ২রা রবিউল আওয়ালের পূর্ব মুহূর্তে হয়েছিল। এ ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার মাতলার ভিন্নতার যুক্তিও অগ্রহণযোগ্য। কেননা এ যুক্তিটিতেও ১২ রবিউল আওয়াল তারিখ গণনা করতে গেলে পরপর তিনটি মাসই ত্রিশ দিন ধরতে হয়। যা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব।

তাছাড়া নবী ﷺ–এর সময়ে চাঁদ নিয়ে কাফিরদের সাথে একটি দ্বন্দের বর্ণনা কুরআনুল কারীমে (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৯৪ আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে। যা আমরা প্রথম পর্বে উল্লেখ করেছি। যদি মক্কা ও মদীনার চাঁদ নিয়ে এভাবে দ্বন্দ থাকত, তবে মক্কার কাফিররা ঐ মুহূর্তে সাহাবীদের চাঁদ না দেখতে পাওয়ার অজুহাতটি মেনে নিত। অথচ তা হয়নি।[১৯৭] তাছাড়া মক্কা ও মদীনার চাঁদের তারিখে যদি পার্থক্য থাকতই – তবে সে সময়কার হারাম মাসের সম্মান দেয়াটাও আরববিশ্বে অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কীত বিষয়ে পরিণত হত এবং প্রতি বছরই এ সমস্যার পূণরাবৃত্তি ঘটত। সুতরাং প্রমাণিত হল, জাহেলী যুগে এবং ইসলামী যুগে হারাম মাস ও অন্যান্য মাসের হিসাব আমলগত দিক থেকে মক্কা ও মদীনাতে বরং আরববিশ্বে একই ছিল।

সমস্ত উম্মাতের জন্য সুন্নাত হচ্ছে চাঁদ দেখা

ভুল ধারণা – ৪৩ কেউ কেউ লিখেছেন :"সমস্ত উম্মাতের জন্য সুন্নাত হচ্ছে চাঁদ দেখা বা অন্তত দেখার চেষ্টা করা। অনেক বিদ'আতী বলে, "সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ করতে হবে।" ঐ দাবী অবাস্তব। কেননা সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশের চাঁদ দেখার খবরে যদি বাংলাদেশীরা ঈদ করে, তাহলে জীবনে কোন দিনই বাংলাদেশীরা চাঁদ দেখে কুরবানী করার সুন্নাত আমল করতে পারবে না।

সংশোধন ঃ পারিভাষিক ভাবে চাঁদ দেখে আমল করাকে হাক্বিক্বী এবং ঐ চাঁদ দেখার খবরের ভিত্তিতে আমল করাকেই হুকুমী আমল বলে। শরিয়াতে দু'টি আমলই সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এ পর্যায়ে শরিয়াতী হুকুম লংঘন তখনই হবে, যখন পঞ্জিকা, আকাশবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদদের হিসাবে চাঁদ আঁকাশে থাকার দাবীর প্রেক্ষিতে এবং চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত খবরের ভিত্তিতে সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালন করা হবে। তাই বিশ্বের কোথাও চাঁদ দেখার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবর যখন বাংলাদেশে পৌঁছাবে তখন এর উপর আমল করাটা এদেশের জন্য হুকুমী আমলের সুন্নাত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা চাঁদ দেখে আমল করার হুকুমগুলো 'আম (ব্যাপকার্থক), যা উম্মাতের সবার জন্যই প্রযোজ্য। তাছাড়া এটাই উম্মাতের অধিকাংশ সালাফদের মত। যদিও তারা এই আমলটি স্বয়ং নিজেরাই নিজ নিজ যামানার সীমাবদ্ধতার জন্যে পালন করতে পারেননি। কিন্তু কুরআন ও হাদীসগুলোর 'আম দাবীকে গ্রহণপূর্বক তারাই উক্ত ফায়সালা দিয়ে গেছেন। এই 'আম হুকুমগুলোর মোকাবেলায় নিজ নিজ অঞ্চলভিত্তিক চাঁদের হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন খবরটি পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছে না। যা ইবনে আব্বাস رضي الله عنه–এর হাদীসটির দাবী। সুতরাং পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখার খবর পেলে সমস্ত উম্মাতের সাথে সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালন করাটাও সুন্নাত। আবার পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবর না পাওয়া গেলে বা অনেক দিন পরে পাওয়া গেলে নিজ অঞ্চলভিত্তিক সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালন করাটাও সুন্নাত থেকেই প্রমাণিত। এর কোন পদ্ধতিই বিদ'আত নয়।

ভুল ধারণা – ৪৪ কেউ কেউ লিখেছেন : দুইজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মাস গণনা শুরু করা যাবে। এক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে একই দিনে সিয়াম, ঈদ

---

[১৯৬]. মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা–চরিত (ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ: ৫৯০। (চলিত ভাষায় রূপান্তরিত বিধায় ঈষৎ পরিবর্তিত)

[১৯৭]. স্বয়ং আল্লাহ ﷻ সাহাবীদের ঐ ভুলকে ভুল হিসাবেই দেখেছেন। যদিও ঐ সাহাবাগণ চাঁদের ওঠার খবরটি জানতেন না।

প্রভৃতি পালিত হবে না। কেননা আমাদের কাছে যখন টিভি–রেডিও বা মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আসবে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে জানবো না যে, সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ন দ্বীনদার কিনা!

সংশোধন ঃ (১) পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত/বাস্তবায়িত আমলের প্রমাণিত খবরই অন্যান্যদের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য মসলিমদের কোন একটি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলে

দেখার খবরটি ছবিসহ প্রমাণ করা সম্ভব। ফলে তা আমলের জন্য আরো বেশী গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাছাড়া একাধিক অনুসন্ধিৎসু ওয়েব সাইট এবং একাধিক টিভি ও রেডিও চ্যানেলের প্রচারণা কুরআনে উল্লিখিত 'হিলাল' ও 'শাহরুন' (মাস) শব্দটির দাবী আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা ইতোপূর্বেই শব্দ দু'টির বিস্তারিত দাবী বিশ্লেষণ করেছি। (৩) মোবাইলে – যার কাছ থেকে আমি খবরটি পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি তাকে জানি। ফলে তার দ্বীনদারী, ন্যায়পরায়নতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সহজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আর যাকে জানিনা, তার বিশ্বস্ততা জানা নেই বিধায় সেটা গ্রহণ করব না।

প্রযুক্তি এবং ইসলাম

ভুল ধারণা – ৪৫ কেউ কেউ লিখেছেন : ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইসলাম প্রযুক্তির কাছে দায়বদ্ধ নয়। প্রযুক্তি ইসলামের কাছে দায়বদ্ধ। রেডিও–টিভি, মোবাইল–ইন্টানেট আবিষ্কারের পূর্বেও ইসলাম ছিলো। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যান্ত্রিক গোলযোগে এসব কিছু বিকল হয়ে গেলেও ইসলাম সচল থাকবে। ফলে ইসলাম যন্ত্র নির্ভর নয়। বরং যন্ত্র ইসলামের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা ফক্বীহদের কাছে জানব: রেডিও–টিভি বৈধ কি–না? মোবাইল ব্যবহার বৈধ কি–না ইত্যাদি। যারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ করতে বলে – তারা কিভাবে একই দিনে ঈদ করবে, যখন কোন স্থানে নেটওয়ার্ক থাকবে না?

সংশোধন ঃ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, (১) চাঁদ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের দলীলগুলো সমস্ত উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। (২) পূর্ববর্তী সালাফদের অধিকাংশই কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের এই দাবীকেই বুঝেছিলেন। এমনকি এলাকা ভিত্তিক চাঁদের সীমানাকে খন্ডনও করেছেন। যদিও তাদের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব হয়নি।

সুতরাং এই আমলটি যখন বর্তমান যুগে আরো বেশী প্রমাণিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পালন করা সম্ভব হচ্ছে, তখন কুরআন ও হাদীসের উক্ত দাবী পূরণ করতে আমরা বাধ্য। আর তা পালিত হবে এভাবে যে, (ক) পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্যের খবর পাওয়া গেলে উম্মাতকে তার প্রতি আমল করতে হবে। (২) যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবর না পাওয়া গেলে স্থানীয় চাঁদের ভিত্তিতেই আমল করতে হবে। অর্থাৎ পরিস্থিতি বিশেষে ইসলামে দু'টি অবস্থারই সমাধান আছে। আর এটাই প্রমাণ করে ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাঁদ না দেখা গেলে অন্য অঞ্চলে দেখা চাঁদের খবরের ভিত্তিতে আমল

অন্য অঞ্চলের চাঁদের খবরটি পৌঁছে যাচ্ছে তখন আপনি তা পালন করছেন না। হাদীসে শর্ত করা হয়েছে বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত খবর পৌঁছানো। চাঁদের ব্যাপারে দূরত্ব বা মাধ্যমকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। অথচ আপনারা তা সুনির্দিষ্ট করছেন ও শর্তারোপ করছেন। মূলত এটাই বিদ'আত। ক্বিয়ামাতের পূর্বে দাজ্জালের আগমণ করার পরবর্তী দিনগুলো সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন ঃ

اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِه كَاَيَّامِكُمْ

"(তা হবে) চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর ন্যায়।" তখন সাহাবীগণ রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ اَيَكْفِيْنَا فِيْه صَلَاةُ يَوْمٍ "ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের সালাতই যথেষ্ট?" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ لَا اُقْدِرُوْا لَه قَدْرَه "না, বরং এদিনের হিসাবে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে।"[১৯৮]

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, নবী ﷺ সালাতের ওয়াক্তের ন্যায় একটি 'ইবাদাতের বিধানকেও যুগের উপযোগী হিসাবে পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ সূর্য দ্বারা হিসাবকৃত সময় নয় বরং মানুষের নিজস্ব উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত সময়। আর নিঃসন্দেহে যেদিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনের মধ্যে সিয়াম, ঈদ এবং চন্দ্রমাস গণনার বিষয়টিও থাকবে। বর্তমানে পৃথিবীর যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত থাকে

[১৯৮]. **সহীহ** ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১০/৫২৪১ নং। ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাতের এলাকাতে নবী ﷺ এর এই হাদীস অনুযায়ী সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ এবং উপস্থাপিত একযোগে সমগ্র বিশ্বে চাঁদের হিসাব তথা সিয়াম, 'ঈদ ও হজ্জ পালনের সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে।

সেখানেও এই হাদীসটিই প্রযোজ্য। এই হাদীসটিতেও সমগ্র উম্মাতকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর এটাই ইসলামের স্বয়ং সম্পূর্ণতা।

উল্লেখ্য পূর্বোক্ত হাদীসে স্বয়ং নবী ﷺ থেকে যামানার দাবীর প্রেক্ষিতে দিনের হিসাবগুলোর ক্ষেত্রে মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদদের গণনাকে বর্জন করেছেন। নবী ﷺ নিজেই বলেছেন :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ تَكْتُبُ وَلاَ تَحْسُبُ الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا " وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ : " اَلشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا " يَعْنِيْ تَمَامَ الثَّلاَثِيْنَ يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ

"আমরা উম্মী জাতি। আমরা পড়তে জানি না, আর হিসাব–কিতাবও জানি না। মাস এই, এই, এই হয়। তিনি ﷺ নিজের হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করলেন। তৃতীয়বার পরে তিনি আঙ্গুল বন্ধ করলেন এবং বললেন : মাস এই, এই, এই হয়। তিনি নিজের সমস্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) এর দ্বারা নবী ﷺ–এর উদ্দেশ্য ছিল মাস উনত্রিশ দিনে হয়, আবার ত্রিশ দিনেও হয়।"[১৯৯]

সুতরাং প্রমাণিত হল, আমাদের নবী ﷺ চাঁদের হিসাবের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব বর্জন করে চাঁদ দেখে হিসাব করতে বলেছেন। তেমনিভাবে দাজ্জালের আগমণ করার পরবর্তী দিনগুলোতে তিনিই ﷺ এক বছরের দিনটিকে হিসাব করে ভাগ করে নিতে বলেছেন। আর এই প্রতিটিই বিষয়ই আমাদের জন্য সুন্নাত।

কি পরিমাণ দূরত্বের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণযোগ্য হবে?

ভুল ধারণা – ৪৬ কেউ কেউ লিখেছেন : অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমরা ক্বসর সালাত সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। সাহাবী ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন : **لاَ تَقْصُرُوْاالصَّلاَةَ اِلاَّ الْيَوْم** "তোমরা এক দিনের কম পথে সালাত ক্বসর করবে না।"[২০০] দ্রুত গতিতে একদিনে চার বারীদ (৪৮ মাইল) পথ অতিক্রম করা যায়।[২০১]

[১৯৯]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৪।

[২০০]. মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাযযাক, ই'লাউস সুনান (ইফা) ৪/৫২৯ পৃ:। সফরের ক্ষেত্রে একদিন সম্পর্কিত নবী ﷺ থেকে বর্ণনাগুলো নানা দোষে দুষ্ট (ফতহুল বারী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১৬-১৮ পৃ: হা/৫৬৭)। আর সাহাবীদের থেকে এ সম্পর্কে বহুরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন : ইবনে উমার ﷺ বলেন : **تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال** "তিন মাইলের দূরত্বের পথে সালাত ক্বসর কর।"(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১/১০৮/২, আলবানী বলেন : এর সনদ সহীহ –ইরওয়াউল

বর্তমানে ৪৮ মাইল অতিক্রম করা দুই–এক ঘন্টাতেই সম্ভব। তাই বলে শরি'য়াত থেকে ক্বসর সালাত উঠে যাবে না। কেননা ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **صلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر** "সফরের সালাত দু' রাক'আত। যে ব্যক্তি সুন্নাহ পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে।" ইবনে হাযম ﷺ এটি একটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী, ৩/৫৪৮) [২০২] অতএব

হয়েছে। [ই'লাউস সুনান (ইফা) ৪/১৯৭২] যারা উক্ত মতের হাদীসগুলো দলীল মনে করেন, তারা নবী ﷺ থেকে মহিলাদের সফর একদিন, দুইদিন ও তিনদিন পর্যন্ত নিষেধ সংক্রান্ত সহীহ হাদীসগুলোও উপস্থাপন করেন। (ই'লাউস সুনান –অধ্যায় মুসাফিরের সালাত باب مسافة القصر) আর হাদীসগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন যে, এক দিনে দ্রুতগতিতে তিন দিনের দূরত্বের পথও অতিক্রম করা যায় (ঐ)। অথচ পরিবেশ পরিস্থিতি ভাল হলে মহিলাদের একাকী হজ্জ করার বৈধতাও স্বয়ং নবী ﷺ এর হাদীসেই রয়েছে। আদী বিন হাতিম ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَا عِدَيُّ ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا ، قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، فَلَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلا اللَّهُ . وفى رواية تؤم البيت لا جوار معها

"হে আদী! তুমি কি হীরা দেখেছ! আমি বললাম, দেখি নি, তবে ঐ সম্পর্কে খবর রাখি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যদি দীর্ঘায়ু লাভ কর তবে দেখবে, একজন উষ্ট্রারোহিনী হীরা থেকে গমন করে (মক্কায় এসে) কা'বা তাওয়াফ করে যাবে, এর মধ্যে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয়ের বালাই থাকবে না।" [সহীহ বুখারী, মিশকাত (এমদা) ১০/৫৬০৭ নং] অন্য বর্ণনায় আছে : "সে মহিলা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার নিয়তে একাকী আসবে, তার সাথে কোন কেউই থাকবে না।" (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/২৭০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৪৪৭) সুতরাং আলোচ্য বর্ণনাগুলোর ভিন্নতা থেকে প্রমাণিত হয়, এক থেকে তিন দিনের শর্তে বর্ণনাগুলো দ্বারা সফরের নিুতম দূরত্বের মেয়াদ নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়।

[২০১]. ই'লাউস সুনান (ইফা) ৪/৫২৯ পৃ:।

[২০২]. ই'লাউস সুনান (ইফা) ৪/৫৩৭ পৃ:। হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম ইবনে হাযম ﷺ লিখেছেন : **وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا أَيْضًا مِنْ كَلامِ ابْنِ عُمَرَ** "উক্ত মর্মে আমাদের কাছে বর্ণিত হাদীসটি ইবনে উমারের উক্তির মধ্যে গণ্য।" (আল–মুহাল্লা বিল আসার ৩/২৭পৃ:) অর্থাৎ হাদীসটি মারফু' বা নবী ﷺ এর নয় বরং মওকুফ বা সাহাবীর উক্তি হিসাবেই গণ্য। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : "ইবনে উমার ﷺ যখন ইমামের সাথে পড়তেন তখন চার রাক'আতই পড়তেন এবং যখন একা পড়তেন তখন দুই রাক'আত পড়তেন।" [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি, মিশকাত (এমদা) ৩/১২৬৯] অর্থাৎ

সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত না করলে কুফরী হবে।[২০৩] এখন যেহেতু বর্তমানে ৪৮ মাইল সফরে একদিন সময় লাগছে না, সেহেতু দূরত্বের প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন:

মুসাফিরের জন্য ইমামের পিছনে চার রাক'আত আদায় করা ইবনে উমার ﷺ–এর কাছেই কুফর নয়। অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষে বিধান শিথিল হল।

[২০৩]. সফরের সালাত সংক্ষিপ্ত করা ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব বিষয়টি নিচের দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হবে:

(ক) আল্লাহ ﷻ মুসাফিরের জন্য ফরয সিয়ামের কাযা করা অনুমতি দিয়েছেন (সূরা বাক্বারাহ. ১৮৫ আয়াত)। নবী ﷺ–কে সফরের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : **اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ** "যদি চাও সিয়াম রাখ, আর যদি চাও ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৯২২] অনুরূপ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৯২৮)। অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন : **هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ** "সিয়াম না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে রুখসাত (ছাড়)। যে তা গ্রহণ করল তার পক্ষে তা ভাল হল, আর যে সিয়াম ভালবাসল তার প্রতি কোন গোনাহ বর্তাবে না।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৯৩১] আবার এর বিপরীত বর্ণনাও আছে। যেমন আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ** "নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ মুসাফির হতে অর্ধেক সালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে সিয়াম উঠিয়ে নিয়েছেন।" [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪/১৯২৭; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ(অন্যত্র হাসান) বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত১/২০২৫ নং, আলজামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু ১/২৭১৬)] অন্যত্র নবী ﷺ–এর একটি সফরের বর্ণনা আছে, যেখানে কেউ কেউ সিয়াম রেখেছিল এবং কেউ কেউ ছিলনা। তখন রসলুল্লাহ ﷺ বললেন : **ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ** "আজ সিয়াম ভঙ্গকারীরাই সওয়াব নিল।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৯২৫] অন্যত্র মক্কা বিজয়ের সফরের নবী ﷺ সবার সামনে সিয়াম ভঙ্গ করা সত্ত্বেও যারা তাঁকে অনুসরণ করল না তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : **أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ** "এরাই নাফরমান, এরাই নাফরমান।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৯৩০] সুতরাং সুস্পষ্ট হল, অনুমোদিত বিষয়ই ক্ষেত্র বিশেষে নাফরমানির কারণ হতে পারে।

(খ) আল্লাহ ﷻ কুসরের সালাত সম্পর্কে বলেন :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

"যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তখন সালাতে কুসর করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে।" [সূরা নিসা ঃ ১০১ আয়াত] উক্ত

আয়াতটির আলোকে শান্তির সময় সালাত কুসর করতে হবে কিনা–এ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ–কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ মর্মে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন : **صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ** "এটি একটি সাদক্বা। যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি সাদক্বা করেছেন। সুতরাং তাঁর সাদক্বা ক্বুবুল কর।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩/১২৫৭] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : **هو صدقة تصدق الله بِهَا عليكم فاقبلوا رُخصَتَهُ** "এটি একটি সাদক্বা। যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি সাদক্বা করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত রুখসাত (ছাড়) গ্রহণ কর।"[সহীহ ইবনে হিব্বান; শুআয়েব আরনাউত তাঁর তাহক্বীক্বে (৬/৪৪৯ পৃ:, হা/২৭৪০) এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর 'আত–তা'লীক্বাতি হিসান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান' (৭/২৭২৩ নং)–এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন : "আল্লাহ ﷻ তোমাদের নবী ﷺ–এর মাধ্যমে হযরে (ঘরে) চার রাক'আত সালাত ফরয করেছেন এবং সফরে দুই রাক'আত। আর ভয়ের সময় (সালাতুল খওফ) এক রাক'আত।" [সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩/১২৭১] অথচ নবী ﷺ থেকে সালাতুল খওফ এক রাক'আতের বেশী প্রমাণিত আছে। প্রমাণ দেখুন : (১) সাহাবীদের এক রাক'আত ও নবী ﷺ–এর ইমাম হিসাবে দুই রাক'আত সালাতুল খওফ আদায়(সহীহ বুখারী, মিশকাত ৩/১৩৩৬)। (২) সাহাবীদের দুই রাক'আত ও নবী ﷺ–এর চার রাক'আত সালাতুল খওফ আদায় (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩/১৩৩৮)। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, সফর ও সালাতুল খওফের ক্ষেত্রে সালাত কুসর করার নির্দেশটি কুরআনের নির্দেশের আলোকে একটি অনুমোদিত বিষয়। অর্থাৎ চার রাক'আত সর্বোচ্চ নির্ধারণের সীমারেখায় দুই ও এক রাক'আত বিশেষ পরিস্থিতি বা শর্তে অনুমোদিত। অনেকে বলেন, কৃওলী হাদীসগুলোতে কুসর করার নির্দেশ রয়েছে। আর কৃওলী হাদীস থাকলে ফে'লী হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বলব, স্বয়ং আল্লাহ ﷻ'র অনুমোদন রয়েছে। যা নবী ﷺ–এর ফে'লকে সমর্থন করে। এ পর্যায়ে আমরা বিরোধী মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলোকে (ক) সাহাবীদের উক্তি বা মওকুফ হাদীসই বলব, অথবা (খ) সফরে সিয়ামের শর্তের মত পরিস্থিতি বিশেষে তা ধমকীরও কারণ গণ্য করব। আল্লাই সর্বজ্ঞ। (গ) 'আয়েশা ﷺ থেকেও সফরে দুই ও হযরে চার রাক'আত ফরয হওয়া শব্দযুক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সফিউর রহমান মুবারকপুরী 'ফরয' শব্দযুক্ত হাদীসটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের পর বলেন : "এখানে فرضت শব্দটি قدرت (সংখ্যা নির্ধারণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় এটি (পারিভাষিকভাবে ফরয হওয়ার) দলীল হয় না। বরং এটা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের একটি ধরণ, যা মূলত সফর ও হযরের পার্থক্য বুঝানোর জন্য বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আয়েশা ﷺ–এর নিজস্ব আমলও এই ব্যাখ্যারই সাক্ষ্য দেয়।[বিস্তারিত ঃ বুলূগুল মারাম (উর্দূ) (দারুস সালাম) ১/২৯১ পৃ:]

সমন্বয় ঃ উপরের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোকে নিচের হাদীসটি দ্বারা সমন্বয় করা যায় ঃ

ইবনে উমার ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ** "আল্লাহ ﷻ তাঁর রুখসাত (ছাড়) দেয়া আমলগুলো কার্যকরী হওয়া পছন্দ করেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان "হে মক্কাবাসী! তোমরা চার বারীদের কম দূরত্বে ক্বসর করবে না। যেমন মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত।"[২০৪] আর চার বারীদ হচ্ছে ৪৮ মাইল। অতএব ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে ক্বসর করবে, সময় যদিও একদিন না লাগে।[২০৫] কারণ একদিন সময় লাগলে তবেই ক্বসর হবে - এমন কথা বললে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে ক্বসর

যেমন তিনি তাঁর অবাধ্যতা অপছন্দ করেন।" আহমাদ, ইবনে খুযায়মাহ ও ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। অপর একটি বর্ণনায় আছে : كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ "যেমন তিনি তাঁর 'আযীমাত' (বিশেষ নির্দেশমূলক আমলের) কার্যকর হওয়াকে পছন্দ করেন।"[হাদীসটি সহীহ, তাওযীহুল আহকাম ২/৫৩৬ পৃ:, বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান) হা/৪২০। বর্ণনা দু'টিকে সহীহ ইবনে হিব্বানের মুহাক্বিকৃদ্বয় তথা আরনাউত 'শক্তিশালী সনদ' ৬/২৭৪৬, ৮/৩৫৬৮ ও আলবানী 'সহীহ' বলেছেন ৭/২৭২৫, ১২/৩৫৬০] শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী তাঁর 'বুলূগুল মারাম'–এর ব্যাখ্যায় হাদীসটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের পরে লিখেছেন "হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, সফরে সালাত ক্বসর করাটাই উত্তম। আমলগত ভাবে যদিও সংখ্যার হিসাবে পূর্ণাঙ্গ চার রাক'আতের থেকে কম হয়, কিন্তু উত্তম হল দু' রাক'আত আদায় করা। কেননা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে দেয়া রুখসাত (ছাড়) ক্বুবুল করাটাই আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দের। যেভাবে 'আযীমাতের' (বিশেষ নির্দেশের) উপর আমল করা প্রিয় ও পছন্দের।"[বুলূগুল মারাম (উর্দূ) (দারুস সালাম) ১/২৯৩ পৃ:]

২০৪. **য'য়ীফ ঃ** দারা কুতনী, বায়হাক্বী, তাবারানী। বায়হাক্বী বলেন : হাদীসটি য'য়ীফ। ইমাম হায়সামী হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন : আমি তাকে চিনি না, আর বাকী বর্ণনাকারী সিক্বাহ। ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' ও 'আত–তালখীসে' হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। (বিস্তারিত ঃ ইরওয়াউল গালীল ৩/১৩-১৪ পৃ :, হা/৫৬৫] সুতরাং দলীলটি মারফু' বা রসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদীস হিসাবে অগ্রহণযোগ্য। তবে ইবনে আব্বাস ؓ থেকে উসফান, তায়েফ ও জিদ্দাতে ক্বসর করার সহীহ মওকুফ বর্ণনা আছে। (ইরওয়া ৩/১৪ পৃ :)

২০৫. নবী ﷺ এর অপর একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় এক দিনের হিসাবটি মুক্বীমের জন্য এবং তিনদিনের হিসাবটি মুসাফিরের জন্য। শুরাইহ ইবনে হানী বলেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালিবকে মোজার উপর মাসহে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন :

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৪৮২] এই সহীহ মারফু' হাদীসটিতে নবী ﷺ থেকেই মুক্বীম ও মুসাফিরের একটি হিসাব পাওয়া গেল। কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী ؒ বলেছেন ঃ "হাদীসটি সহীহ, কিন্তু এ দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণীকরণ দূর্বলতামুক্ত নয়।" [তাফসীরে মাযহারী (ইফা) ১/৪৩৮ পৃ:] অর্থাৎ এ জাতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য দিন বা দূরত্ব নির্ধারণ নয়।

সালাত খুঁজেই পাওয়া যাবে না। অথচ ক্বসর ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বিধান। যাকে প্রযুক্তি রদ করতে পারে না।

সংশোধন ঃ উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ৪৮ মাইলের হিসাবটি এসেছে মধ্যমগতির তিন দিনের দরত এবং দ্রুতগতির একদিনের দরত থেকে। হাদীস ও

শর্তটি বাদ দিয়ে কেবল দূরত্বের শর্তটি গ্রহণ করেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে ক্বসর করবে, সময় যদিও একদিন না লাগে। কারণ একদিন সময় লাগলে তবেই ক্বসর হবে - এমন কথা বললে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে ক্বসর সালাত খুঁজেই পাওয়া যাবে না।" অর্থাৎ প্রযুক্তির কারণে তিনি নিজেই এক থেকে তিন দিনের দ্বারা সফরের শর্তমূলক হাদীসগুলোকে বাদ দিয়েছেন। অথচ হাদীস ও আসারে দূরত্ব ও দিনের হিসাব উভয়টিকেই পরিপূরক গণ্য করা হয়েছে। যদি বর্ণনাগুলো মানতেই হয় তবে আমাদেরকে দিন এবং দূরত্ব উভয় বর্ণনাকেই মানতে হবে। তাছাড়া নবী ﷺ–এর অপর একটি হাদীসে মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে মুক্বীমের জন্য একদিন এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন নির্ধারণ করা হয়েছে।[২০৬] তেমনি চার বারীদ বা ৪৮ মাইলের য'য়ীফ বর্ণনাটির সাথে উসফান অঞ্চলটির দূরত্বকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে উমারের ؓ বর্ণনানুযায়ী তা মধ্যমগতির তিন দিনের পথ। আর তিনিও ؓ অন্য বর্ণনাতে উক্ত দূরত্বের পথ অতিক্রম করাই সফরের শর্ত করেছেন।[২০৭] এ পর্যায়েও যুক্তি–তর্কের খাতিরে সফরের সময়–সীমার ক্ষেত্রে তিন দিনের বর্ণনাটিই প্রাধান্য পেল।

এক দিন থেকে তিন দিনের সময় সীমার সমর্থনে 'হিলাল' শব্দের বিশ্লেষণটিও (তর্কের খাতিরে) প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। আবূ বকর আল–জাযায়েরী ؒ তাঁর 'আইসারুত তাফাসীরে' লিখেছেন :

الأهلة : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهروه في الثلاثة الأيام الأولى من الشهر لأن النَّاسَ إذا رأوه رفعوا أصواتهم الهلال الهلال.

---

২০৬. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৪৮২ নং।

২০৭. ই'লাউস সুনান (ইফা) ৪/১৯৭২ নং।

"'আলআহিল্লাহ' শব্দটি 'হিলালের' বহুবচন। এটা ঐ ক্বমার (চাঁদ) যা (প্রতি) মাসের প্রথম তিন দিন দৃশ্যমান হয়। কেননা লোকেরা তা দেখে নিজেদের স্বরগুলো উঁচু করে বলে – হিলাল, হিলাল।"[২০৮]

অনুরূপ মর্মে আস'আদ হূমিদ তাঁর 'আইসাতুত তাফাসীর'–এ লিখেছেন :

الأَهِلَّةِ – جَمْعُ هِلالٍ ، وَهُوَ القَمَرُ يَكُونُ لِلَيْلَتَينِ أَوْ ثَلاثاً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ لأَنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَصْوَتهُمْ بِالذِّكْرِ حِينَ رُؤْيَتِهِ . وَأَهَلَّ القَوْمُ بِالحَجِّ إِذا رَفَعُوا أَصْواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

"আল–আহিল্লাহ – হিলাল শব্দের বহুবচন। এটা সেই ক্বমার (চাঁদ) যা মাস শুরুর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাত পর্যন্ত থাকে। কেননা লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পায় তখন নিজেদের স্বরগুলো উঁচু করে। আর হাজীরাও তালবিয়াহর মাধ্যমে তাদের স্বরগুলো উঁচু করে।"[২০৯]

ইমাম রাগিব رحمة الله عليه–এর 'মুফরাদাতুল কুরআনের' তাহক্বীক্বে উল্লিখিত হয়েছে :

الهلال: القمر في أول ليلة والثانية، ثم يقال له القمر، ولا يقال: له هلال

"আল–হিলাল ঃ ঐ চাঁদ যা প্রথম ও দ্বিতীয় রাতে থাকে। অতঃপর একে 'আল–ক্বমার' বলা হয় এবং আর একে 'হিলাল' বলা হয় না।"[২১০]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতি মাসে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সর্বপ্রথম উদিত নতুন চাঁদটির দেখার কাজ সমাপ্ত হয়। সুতরাং যদি পৃথিবীর সর্বপশ্চিমে উদিত কোন মাসের প্রথম উদিত চাঁদ পৃথিবীর সর্বপূর্বে তৃতীয় দিনে দেখা যায়, তবে তা পশ্চিমে উদিত চাঁদটির তৃতীয় দিনের চাঁদ হিসাবেই গণ্য হবে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে মাসের পহেলা তারিখটি গণনা করতে হবে প্রথম অঞ্চলে উদিত চাঁদের হিসাবে। যা তিন দিনের ক্বসরের দূরত্ব পর্যন্ত সফরের সময় সীমার হাদীস ও 'হিলাল' এর শাব্দিক দাবীর সাথে একটি উত্তম সমন্বয়। কুরআন ও হাদীসে যানবাহনের গতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টতা না থাকাই উক্ত দুই থেকে তিন দিনের সময়সীমাও একটি সাক্ষ্যমূলক প্রমাণের ক্বিয়াসী সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

২০৮. আবূ বকর জাযায়েরী, আইসারুত তাফাসীর (মাকতাবাহ শামেলাহ সংস্করণ)– সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

২০৯. আস'আদ হূমিদ, আইসারুত তাফাসীর (শামেলা সংস্করণ)– সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াতের তাফসীর।

২১০. তাহক্বীক্বসহ মুফরাদাতুল কুরআন (মাকতাবাহ শামেলাহ) ২/৪৭৮ পৃঃ।

আমাদের পূর্বে বর্ণিত কাফেলার হাদীসটি[২১১] থেকে প্রমাণ হয়, নবী ﷺ পূর্বরাতের চাঁদ দেখার শাহাদাতের ভিত্তিতে সিয়াম ভঙ্গ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এখন আমরা জানলাম, মাসের প্রথম দিনের উদিত চাঁদকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত হিলাল হিসাবে গণ্য করা যায়। সুতরাং তৃতীয় দিন পর্যন্ত প্রথম দিনের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায়। এ কারণে মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন চাঁদ দেখার প্রমাণিত সাক্ষ্যের খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে না পেলে পরবর্তীতে ঈদের পরে তা কাযা করতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[২১২]

ইত্তিহাদের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? আপনি যে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করেছেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা থাকায় পূর্ববতী ইমামগণও মতভেদ করেছেন। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী رحمة الله عليه লিখেছেন : "আওযাঈ বলেছেন, একদিনের দূরত্বে ক্বসর করবে। আবূ হানীফা رحمة الله عليه–এর মতে তিন দিন, তিন রাতের সফরের পথ–পায়ে হেঁটে বা উটের চলার গতিতে। আবূ ইউসূফ رحمة الله عليه পরিমাণটি নির্ধারণ করেছেন দুই দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। আবূ হানীফা رحمة الله عليه (মুসাফিরের জন্য তিন দিন মোজার উপর মাসাহ করা সংক্রান্ত) আলী رضي الله عنه–এর হাদীসটি পেশ করেছেন।"[২১৩] সুতরাং সমাধান একটিই, অর্থাৎ কেউ মুসাফির হচ্ছে কিনা সেটা নির্ভর করবে সময়োপযোগী মানবিক সিদ্ধান্তের উপর। যেভাবে দাজ্জালের ফিতনার পরবর্তীতে "একদিন হবে এক বছরের সমান" সম্পর্কিত হাদীসটিতে – সালাতের ওয়াক্তগুলো হিসাব করে নিতে বলা হয়েছে। আর এসবই হল, পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বীকৃত ইসলামী বিধান। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

সফরের সর্বনিম্ন দূরত্ব

আনাস رضي الله عنه বলেন :

২১১. **সহীহ** ঃ আহমাদ, আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম; এর সনদ সহীহ (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান) হা/৪৭৪। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/১১৫৭]। ইবনে মাজাহতে (হা/১৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে ঃ فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ "একটি কাফেলা দিনের শেষভাগে আসল।" 'হাদীসটি সহীহ'। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ পৃঃ ২৯০]

২১২. উক্ত ক্বিয়াসটি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, সমালোচনাকারী দৃষ্টিভঙ্গির জবাব মাত্র। পরবর্তী আলোচনা দ্রঃ।

২১৩. তাফসীরে মাযহারী (ইফা) ১/৪৩৮ পৃঃ।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ – شُعْبَةُ الشَّاكُّ – صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তিন মাইল বা তিন ফারসাখ (নয় মাইলের) দূরবর্তী স্থানে যেতেন তখন তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।'[২১৪]

শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী তাঁর 'বুলূগুল মারামের' টিকায় লিখেছেন : "ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্র হাফেয ইবনে ক্বাইয়েমের رحمه الله মতে, ক্বসরের সালাতের সুনির্দিষ্ট দূরত্ব উল্লেখিত হয়নি। উন্মুক্তভাবেই সফরের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত। তাই যখন কেউ কোথাও সফর করার নিয়্যাত করে তখন থেকেই সে ক্বসর করবে। নিঃসন্দেহে কুরআন মাজীদে ক্বসরের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ভাবে সফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সফরের দূরত্বের নির্দিষ্টতা নেই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয়, তিন মাইলের সফরও শরিয়াতী সফর হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু বর্ণনাকারী তিন মাইল বা তিন ফারসাখ এর কথা উল্লেখ করেছেন। এদিকেই আলেমগণ তাঁদের দৃষ্টি রেখেছেন। ফলে তারা তিন ফারসাখকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তিন ফারসাখ নয় মাইলের সমান। সুতরাং নয় মাইলের দূরত্বের পথে সফর করা যাবে। অবশ্য অনেকে এটাও বলেছেন এক মাইলের দূরত্বের পথেও জায়েয। কিন্তু এক্ষেত্রে আক্বলী ও নক্বলী দলীলের সমন্বয় হয় না। আবার অনেক ৩৬ মাইল, অনেকে ৪৮ মাইল আবার কেউ কেউ ৫৬ মাইল দূরত্বের পথকে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে এর সবই ক্বিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন মতের পক্ষেই সহীহ হাদীস নেই। বাকী থাকল চার বারীদ (৪৮ মাইল)এর কম দূরত্বে ক্বসর না করার মতামতটি। মূলত হাদীসটি মারফু' (নবী ﷺ–এর) নয় বরং মওকুফ (সাহাবীর উক্তি)। তাছাড়া এর একজন বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহ্হাবের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সওরী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। সুতরাং দলীলটি গ্রহণযোগ্য নয়।"[২১৫] শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله লিখেছেন :

ولَم يُحد ﷺ لأمته مسافة مَحدودة للقصر والفطر بل أطلق لَهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض ، كما أطلق لَهم التيمم فى كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. والله أعلم.

[২১৪]. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান) হা/৪২১।

[২১৫]. বুলূগুল মারাম –সফিউর রহমান মুবারকপুরীর ব্যাখ্যাসহ (লাহোর/রিয়াদ ঃ দারুস সালাম); উদূ তরজমা : আব্দুল ওয়াকীল, তাহক্বীক্ব : ইরশাদুল হক আসরী, ১/ ২৯৪ পৃ:।

"নবী ﷺ তাঁর উম্মাতের জন্য ক্বসর ও ইফতারের (সিয়াম ভঙ্গের) ক্ষেত্রে কোন সীমানা নির্দিষ্ট করেননি, বরং তাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। এটা সফর ও পৃথিবী ভ্রমনের বিষয়টি উন্মুক্ত করে। যেভাবে তায়াম্মুম সমস্ত সফরের ক্ষেত্রেই উম্মাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আর যেসব বর্ণনাতে এক, দুই বা তিন দিনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহীহ নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"[২১৬]

ভুল ধারণা – ৪৭ অতঃপর সমালোচনাকারী লিখেছেন : এখন আমাদের মূল বিষয় হচেছ; চাঁদ দেখার সাক্ষী কত দূরের হবে? কোন ব্যক্তি চাঁদ দেখার পরের দিন ঈদ করবে। ঐ ব্যক্তি যদি সাক্ষী হয়, তাহলে তাকে ১ দিনের ভিতরেই আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। আর প্রযুক্তিহীন অবস্থায় সেই ব্যক্তি কেবল ক্বসরের দূরত্ব (৪৮ মাইল) অতিক্রম করতে পারবে। তাই একদল ফক্বীহ বলেছেন, "যতটুকু দূরত্বে সালাত ক্বসর হয়, চাঁদ দেখার সাক্ষী গ্রহণে সেই দূরত্বই নির্ভরযোগ্য।" এ মতকে ইমামুল হারামাইন, গাযযালী ও বগভী সঠিক বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, "…. তাদের (আলেমগণ) মতে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।

সংশোধন ঃ (১) সফরের ক্ষেত্রে চার বারীদ বা ৪৮ মাইলের দূরত্বের হিসাবটি মূলত হানাফী মাযহাবের। অথচ হানাফী আলেম কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী رحمه الله হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন :"এর সনদে রয়েছে দূর্বল রাবী ইসমাঈল ইবনে 'আইয়াম ও আব্দুল ওয়াহ্হাব। আহমাদ ও ইয়াহইয়া বলেছেন : 'আব্দুল ওয়াহ্হার উল্লেখযোগ্য কেউ নয়। সাওরী বলেছেন, লোকটি মিথ্যাবাদী। নাসায়ী বলেছেন : তার হাদীস পরিত্যাজ্য।"[২১৭] সুতরাং দলীলটি অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া হানাফী মাযহাবেই চাঁদের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক সীমানা নির্ধারণের সবচে বেশী বিরোধীতা করা হয়েছে, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কুরআন ও নবী ﷺ–এর সুন্নাহতে যেভাবে সফরের দূরত্বটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তেমনি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও দূরত্বের সুনির্দিষ্ট সীমানা কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বিষয়টি সফরের দূরত্ব নির্ধারণের মতই উন্মুক্ত।

(২) উল্লিখিত ফক্বীহদের যামানায় দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখার খবর পাওয়ার যে বাস্তব অবস্থা ছিল, তাঁরা তারই ভিত্তিতে উক্ত রায় দিয়েছেন। যা তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত

[২১৬]. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত) ৩/১৬পৃ:।

[২১৭]. তাফসীরে মাযহারী (ইফা) ১/৪৩৮ পৃ:।

হলেও মৌলিক কোন শরি'য়াতী নির্দেশনা নয়। বিষয়টি উন্মুক্ত হওয়ায় আমরাও তা–ই করব যা আমাদের যামানায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া যদি তর্কের খাতিরে সফরের দূরত্বের মতটিকে মেনে নিই তবে পূর্বে উল্লিখিত সহীহ মারফু' হাদীস অনুযায়ী – আপনারা কি তিন মাইল বা নয় মাইলের মধ্যে চাঁদ দেখার সাক্ষ্যকেই কেবল গ্রহণ করবেন? আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

(৩) ইমাম তিরমিযী রহ.–এর বক্তব্যের ব্যাপারে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁর যামানার পূর্ব থেকেই চার ইমামের চাঁদের ঐক্যের ব্যাপারে মতামত থাকার কথা উল্লেখ না করাটা তাঁর সুস্পষ্ট ভুল। সম্ভবত বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না, কিংবা ভুলবশত বাদ পড়েছে।

ইমাম শওকানীর রহ. সিদ্ধান্তের সমালোচনা

ভুল ধারণা – ৪৮ কেউ কেউ ইমাম শওকানী রহ. ইবনে আব্বাসের হাদীসটির যে পর্যালোচনা করেছেন, সেগুলোর সমালোচনা করেছেন। বলেছেন : "ইমাম শওকানী রহ. তাঁর 'নায়লুল আওতার' নামক গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডে বলেছেন ঃ প্রথমত: সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর প্রশ্নোত্তর ইজতিহাদ (গবেষণালব্ধ) ছিল। এটা শরিয়াতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।" আমি বলব ঃ তাঁর এ উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ, বিশ্ববরেণ্য ইমাম জালালুদ্দীন আসসুয়ূতী (উসূলি হাদীস বা হাদীসের গ্রামার হিসাবে লিখেছেন : সাহাবীর ক্বওল (কথা) বা ফে'লকে (কর্মকে) স্বয়ং রসূল ﷺ'র দিকে সম্পৃক্ত করলে সেটা রসূল ﷺ'র কথা বা কাজ হিসাবে আখ্যায়িত হবে। অর্থাৎ সেটা মারফু হাদীস যাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা বা আমল করা ওয়াজিব। অন্যথায় মওকুফ হাদীস হবে। অনুরূপ সাহাবীর কথা যে, আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ বা নিষেধ করা হয়েছে, সেটিও মারফু' হাদীস যাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ও আমল করা ওয়াজিব।" [তাদরীবুর রাবী ১৪৮-১৮৯, আরো দেখুন, বায়িসুল হাদীস ও তাইসীর মুসত্বালাহিল হাদীস] ..... (ইমাম শওকানীর উক্তি ঃ) 'দ্বিতীয়ত, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।" কিন্তু তিনি রসূল ﷺ'র বাণী কোন শব্দ বা তাঁর শব্দের কোন অর্থ বর্ণনা করেননি, যার ফলে তাঁর বাণীর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাবে।' আমি বলব : ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য নিম্নে হাদীস সমূহ :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

"তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর। যদি তা তোমাদের উপর (আকাশে থাকাবস্থায় মেঘ প্রভৃতির কারণে) গোপন থাকে, তাহলে মাস ত্রিশ দিন গণনা পূর্ণ করবে।"[২১৮] ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পালন করো না এবং তা না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করো না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তা গণনা করে নাও।"[২১৯]

..... তৃতীয়ত ঃ (ইমাম শওকানীর উক্তি) তাছাড়া মাহে রমাযানের প্রথম দিকে ইবনে আব্বাস রা.–এর নিকট সিরিয়ার চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছেনি। বরং মাহে রমাযানের শেষ ভাগের দিকে পৌঁছে।" আমি বলব : যদি তাই হয়, তাহলে তো ইবনে আব্বাস রা. ও মদীনাবাসীরা একদিনের সওম বা একটি রোযা কমে যায় কারণ, সিরিয়ার একদিন পরে থেকেই ইবনে আব্বাস রা. সিয়াম আরম্ভ করে ছিলেন। প্রথম দিকে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর যদি না হয় তাহলে ইবনে আব্বাস ছুটে যাওয়া সওমটি কবে কাযা হিসেবে পালন করলেন? সে আলোচনা কোথায়?[২২০]

সংশোধন ঃ প্রকৃতপক্ষে ইমাম শওকানী রহ. বলতে চেয়েছেন ইবনে আব্বাস রা. উক্ত ফায়সালাটি দিয়েছিলেন : "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু কর এবং আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর" –হাদীসটির দাবীর ভিত্তিতে। যা উক্ত বক্তব্যের পর পরই তিনি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মারফু' হাদীসের দাবীর ভিত্তিতেই ইবনে আব্বাসের ঐ সিদ্ধান্তটিকে ইমাম শওকানী'র রহ. ইজতিহাদ বলাটা যথোপযুক্তই ছিল। মূলত ইবনে আব্বাস রা. যে হাদীসটি দ্বারা ইজতিহাদ করেছেন বলে ইমাম শওকানী রহ. দাবী করেছেন সেটা মারফু' হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন সংশয়ই নেই। সুতরাং ইমাম শওকানীর রহ. বিরুদ্ধে আপনার আপত্তিটিই অর্থহীন। এমনকি সমালোচনাকারী

---

২১৮. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

২১৯. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭২ নং।

২২০. অতঃপর সমালোচনাকারী ইমাম শওকানী রহ. কর্তৃক ইবনে আব্বাসের রা. কথাকে ইজতিহাদ বলায়, তিনি তা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ফলাফল হিসাবে তিনিও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম শওকানীর কথাকে 'উড়িয়ে দেয়া সহজ ও যুক্তিসঙ্গত' – বাক্য ব্যবহার করেছেন। মূলত ইমাম শওকানী রহ. যা করেছেন তাহল, হাদীসের সাধারণ নিয়ম মেনে হাদীসটির মূল দাবী উৎঘাটন ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে 'উড়িয়ে দেয়া' বাক্য দ্বারা আপনি হাদীসগুলোর মধ্যে কি সমাধান দিলেন, তাঁর প্রতি অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া?

ইমাম শওকানীর ﵀ ব্যাপারে দ্বিতীয় আলোচনাটির প্রথমেই ইবনে আব্বাসের ﵁ দাবীর সমর্থনে ঐ একই বক্তব্য সম্পর্কিত দু'টি হাদীস এনেছেন। যেখানে কোথাও উল্লেখ নেই চাঁদ দেখার দাবীটি স্থানীয় চাঁদের ভিত্তিতে হতে হবে। সুতরাং সমালোচনাকারীর উপস্থাপিত হাদীস দু'টিও সমস্ত উম্মাতের জন্যই 'আম ভাবে প্রযোজ্য। আর এ কারণে তার উপস্থাপনাটিও হাদীসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ। তাছাড়া মুহাদ্দিসগণ "প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজস্ব চাঁদ প্রযোজ্য" মর্মে অনুচ্ছেদ এনেছেন, সমালোচনাকারী এ বাক্য সম্বলিত কোন হাদীসই উল্লেখ করেননি। যদি করতে পারতেন তাহলেই কেবল ইমাম শওকানীর ﵀ বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি যথাযথ হত। সমালোচনাকারী যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে 'তোমরা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার দাবী সমালোচনাকারী স্থানীয় এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট করেছেন। আর ইমাম শওকানীর ﵀ দাবী হল, ঐ সমস্ত হাদীসে 'তোমরা' শব্দটি সমগ্র 'মুসলিম উম্মাহর' জন্য প্রযোজ্য। এ পর্যায়ে 'তোমরা' শব্দটি খাসভাবে প্রত্যেক এলাকার জন্য প্রযোজ্য করতে হলে খাস দলীল প্রয়োজন। অন্যথায় 'তোমরা' শব্দটি অবশ্যই 'আমই (ব্যাপকার্থক) থাকবে। সুতরাং প্রমাণিত হল, ইমাম শওকানী ﵀ ইবনে আব্বাস ﵁-এর বক্তব্য সম্পর্কে 'ইজতিহাদ' শব্দটি প্রয়োগে কোন অন্যায় বা ভুল করেননি।

এছাড়াও আমরা ইমাম নববী'র 'শরহে মুসলিম নববী' ইবনে হাজার আসকালানীর 'ফতহুল বারী' ও ইমাম শওকানী'র ﵀ অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা থেকে পূর্বেই জেনেছি, ইবনে আব্বাসের ঐ হাদীসটির দাবী কি হবে এ মর্মে উম্মাতের মধ্যেই আট বা ততোধিক মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। আর এর কারণ সম্পর্কে এটাও বলা হয়েছে, (১) ইবনে আব্বাসের হাদীসটি অস্পষ্ট। (২) ইবনে আব্বাসের ﵁ সামনে চাঁদ দেখার পরপরই বা কাফেলার হাদীসটির মত একদিনের মধ্যেই শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে এ খবরটি দেয়া হয় রমাযান মাসের শেষাংশে। সুতরাং পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখা ও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার শর্ত সেখানে অনুপস্থিত ছিল। (৩) কাফেলার হাদীসটির মত পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবরটি পৌঁছানোর পরেও যদি ইবনে আব্বাস ﵁ তা গ্রহণ না করতেন তবে সেক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর সাথে তিনি বাক্যটি যুক্ত করলেও তা মারফু' হাদীসের মর্যাদা পেত না। (৪) বরং তাঁর ﵁ নিজস্ব সিদ্ধান্ত (ইজতিহাদ) বা মওকুফ হাদীস বলেই স্বীকৃতি পেত। (৫) যেহেতু কাফেলার হাদীসটির মত তিনি পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবরটি পাননি, সেহেতু মুহাদ্দিসদের একটি অংশ 'প্রত্যেক বালাদের জন্য নিজ নিজ চাঁদ প্রযোজ্য' শর্তটি কেবল ঐ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করেছেন। যা কুরআন, সহীহ মারফু' হাদীস ও ইবনে আব্বাসের সিদ্ধান্তটির মধ্যে সুন্দরভাবে সমন্বয় করে। আর এভাবেই ইবনে আব্বাসের ﵁ সিদ্ধান্তটিকেও মারফু' হাদীসের ইজতিহাদ ভিত্তিক সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেয়া যায়।

....তাছাড়া পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে সাক্ষ্যটি না পৌঁছানোর কারণে নিজ নিজ চাঁদের হুকুম প্রযোজ্য হওয়ায় কাযা করার বিধানটিও প্রযোজ্য হয় না। বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই গত হয়েছে।

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর বক্তব্য

ভুল ধারণা ঃ ৪৯ জনৈক সমালোচনাকারী শায়েখ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ﵀-কর্তৃক বিভিন্ন ইমামদের মতপার্থক্য উল্লেখ করার পর শেষাংশে নিচের উদ্ধৃতিটিও উল্লেখ করেছেন ঃ

فإذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية في البلاد الواقعة في المغرب من ذلك البلد من مسلمات علم الهيئة. وقد ظهر بهذا أن الهلال إذا رؤى في بلد عربي ينبغي أن تعتبر هذه الرؤية إلى خمس مائة ميل وستين ميلاً في جهة المشرق من ذلك البلد ، وأما في البلاد الغربية منه فتعتبر مطلقاً أي من غير تقييد بمسافة معينة والله تعالى أعلم

"সুতরাং যখনই কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে পশ্চিম শহরের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ প্রযোজ্য হবে। আর এ কথাও প্রকাশ যে, যখনই পশ্চিমের কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন অনূন ৫৬০ মাইল দূরত্বের পূর্বে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পৃথিবীর পশ্চিমের সর্বশেষের শহরগুলোর জন্য সীমানা নির্দিষ্ট করা ছাড়াই (চাঁদ দেখার বিধান)। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।"(মিরআতুল মাফাতী ৬/৪২৩-২৭ পৃ: হা/১৯৮৯'র ব্যাখ্যায়)[২২১].... (অতঃপর লিখেছেন) শায়খুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ﵀ স্ব-স্ব দেশে চাঁদ দেকে সিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

সংশোধন ঃ (১) লক্ষ্যণীয়, শায়খুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ﵀ পূর্বের শহরে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমের শহরগুলোর ক্ষেত্রে কোন দূরত্বের সীমানা ছাড়াই তা প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বাঞ্চলের চাঁদ দেখা

[২২১] . অনুবাদটি সমালোচনাকারীর নিজস্ব।

গেলে পশ্চিমাঞ্চলের জন্য "নিজ নিজ বালাদ বা শহরের চাঁদ দেখার" অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই। বরং তখন ঐ পূর্বাঞ্চলের দেখা চাঁদের হুকুমই পশ্চিমাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ শায়েখ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী رحمه الله আংশিক ভাবে "নিজ নিজ বালাদ বা শহরের চাঁদ প্রযোজ্য" মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। (যখন পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বে চাঁদ দেখে)

(২) শায়খুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী رحمه الله কোন অঞ্চলের দেখা চাঁদকে ঐ অঞ্চলের পূর্বে অবস্থানকারীদের জন্য ৫৬০ মাইলের সীমা নির্দিষ্ট করেছেন। আর ৫৬০ মাইলের মধ্যে একটি বা দু'টি শহর নয় বরং বহু শহর, এমনকি একাধিক দেশও থাকে। উটে বা ঘোড়ায় চড়ে চাঁদ দেখার পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে ৫৬০ মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর এ ৫৬০ মাইলের সিদ্ধান্তটিও "নিজ নিজ বালাদ বা শহরের চাঁদ প্রযোজ্য" হওয়ার মতটির পূণরায় আংশিক বিরোধীতা করল। তাছাড়া ৫৬০ মাইলের হিসাবটি তিনি আকাশবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী নিয়েছেন। অথচ সমালোচনাকারী তার বইয়ের "পঞ্জিকা বনাম মুহাম্মাদীয় ধর্ম" অনুচ্ছেদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা বা হিসাবকে সহীহ হাদীস (**إنا أمة أمية لا نكتب ولا نَحسب** – 'আমরা নিরক্ষর উম্মাত। আমরা লিখতে জানি, হিসাবও জানি না') ও একাধিক সালাফের বক্তব্য (ইমাম সিদ্দিক হাসান খান, ইমাম সানয়ানী رحمه الله) দ্বারা খন্ডন করেছেন। সুতরাং উক্ত মাইলের সুনির্দিষ্টতা কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত না হওয়ায় তা অগ্রহণযোগ্য। এ পর্যায়ে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যও পূর্বে বর্ণিত কুরআন ও সহীহ হাদীসে 'তোমরা' শব্দে ব্যবহৃত 'আম দলীলই প্রযোজ্য। আল্লাহ ﷻ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

'আম' ও 'খাস' উসূলের অপপ্রয়োগ

ভুল ধারণা ঃ ৫০ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে :

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا »

"আবূ আইয়্যুব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা পেশাব–পায়খানায় যাবে তখন কেবলমুখী হবেনা এবং ক্বিবলাকে পিছনেও রাখবে না। বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে (পেশাব–পায়খানা) করবে।"[২২২]

[২২২].**সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৩০৮ নং।

এই হাদীসটিতে "পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করবে" নির্দেশ 'আম বা ব্যাপকার্থক। সুতরাং এটিও কি বিশ্ববাসীর জন্য পালনীয়?

সংশোধন ঃ লক্ষ্য করুন ! (১) হাদীসটির শুরুতেই **إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ** "যখন তোমরা পেশাব–পায়খানায় যাবে তখন কেবলমুখী হবেনা এবং ক্বিবলাকে পিছনেও রাখবে না"– বাক্যটিই বিশ্ববাসীর জন্য 'আম নির্দেশ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। (২) অথচ সমালোচনাকারী হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত – "পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হওয়া" বাক্যটিকে বিশ্ববাসীর জন্য 'আম বলেছেন। শায়েখ সফিউর রহমান মুবারপুরী লিখেছেন : "(মূল আরবী মতন) **شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا** (পূর্ব অথবা পশ্চিম) শব্দ দু'টি **تشريق** ও **تغريب** থেকে আমরের সিগা। উদ্দেশ্য হল, পেশাব–পায়খানার সময় নিজের মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে রাখবে। এ সম্বোধনটি মদীনাবাসীর জন্য প্রযোজ্য। তাদের ক্বিবলা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মদীনাবাসীদের মত যাদের ক্বিবলা দক্ষিণ দিকে তারা পেশাব–পায়খানার সময় নিজেদের মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে করবে। এভাবে তারা ক্বিবলাকে **استقبال** (সামনে রাখা) ও **استدبار** (পিছনে রাখা) এর উভয় আমল থেকে বেঁচে যাবে। আর যাদের ক্বিবলা পূর্বে বা পশ্চিমে রয়েছে, তারা নিজেদের মুখ উত্তর বা দক্ষিণে করবে। ক্বিবলাকে **استقبال** (সামনে রাখা) ও **استدبار** (পিছনে রাখার) আমলটি থেকে বাঁচার জন্যই মদীনাবাসীদেরকে পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে প্রয়োজনটি পূরণ করতে বলা হয়েছে। নির্দেশটির ভিত্তি এরই (ক্বিবলার) উপর রয়েছে।"[২২৩] অথচ সমালোচনাকারী "যখন তোমরা প্রস্রাব–পায়খানায় যাবে তখন ক্বিবলামুখী হয়োনা এবং ক্বিবলাকে পিছনেও রেখো না"– বাক্যটিকে মৌলিক নির্দেশ না ধরে "পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হওয়া"র মদীনাবাসীদের প্রতি ব্যাখ্যামূলক খাস নির্দেশটিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য 'আম নির্দেশ বলে মন্তব্য করেছেন।[২২৪] যা হাদীসটির শব্দগুলোর অপপ্রয়োগ এবং হাসি–ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করে। যারা উক্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে শরিয়াত হিসাবে বর্ণিত 'আম ও খাস উসূলকে এভাবে হাসি–ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করে এবং তাওবা ছাড়া মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ ﷻ শরিয়াতী

[২২৩]. সফিউর রহমান মুবারকপুরীর ব্যাখ্যাসহ 'বুলূগুল মারমা' (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম) ১/৯০ পৃ: ।
[২২৪]. এ মাসআলার বিস্তারিত দাবীর জন্য হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

বিধান নিয়ে এ ধরণের হাসি-ঠাট্টা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। এ মর্মে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "তোমরা আল্লাহর আয়াতকে (নির্দেশকে) হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না।"[২২৫]

ভুল ধারণা ঃ ৫১ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ কাফেলার হাদীসটি নিকটবর্তী স্থানের জন্য প্রযোজ্য। দূরবর্তী স্থানের জন্য প্রযোজ্য নয়।

সংশোধন ঃ আমরা কাফেলার হাদীস থেকে এতটুকুই বুঝতে পারি যে, দিনের শেষাংশে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালেও তা নবী ﷺ-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য। এখানে দূরত্বটি শরি'য়াতে মুখ্য আলোচনার বিষয় হিসাবে স্থান পায়নি। আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হল, পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবরটি পৌঁছানো। কাফেলার হাদীসটি দ্বারা এই শর্তটি পূরণ হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর কোন স্থানের মুসলিমদের নিজেদের বা প্রতিবেশীদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলে, তা পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে যেসব অঞ্চলে পৌঁছাবে সেসব অঞ্চলের জন্য একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি হল ঃ

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[২২৬]

ভুল ধারণা ঃ ৫২ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ এভাবে সিয়াম পালন করলে বাংলাদেশীদের পক্ষে কোন দিনই চাঁদ দেখার সুন্নাত পালন করা সম্ভব হবে না।

সংশোধন ঃ আমরা ইবনে উমার ﷺ'র হাদীসটিতে দেখি, তিনি চাঁদ দেখার খবর নবী ﷺ-কে দিলে তিনি ﷺ পরবর্তী দিন সবাইকে সিয়াম রাখতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ কিছু লোকের চাঁদ দেখার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত, অন্যদের জন্য ঐ একই খবরের ভিত্তিতে তাদেরও চাঁদ দেখা হিসাবে গণ্য হবে। কাফেলার হাদীসটিতেও আমরা দেখি, কাফেলার সাক্ষ্য গ্রহণের পর নবী ﷺ সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ জারী করেন এবং ঈদের সালাতের ওয়াক্ত না থাকায় পরবর্তী দিন ঈদের সালাত পড়ার আদেশ দেন। নিজেদের চাঁদ দেখাকে বাধ্যতামূলক করেননি। সুতরাং প্রমাণিত হল, নবী ﷺ কাফেলার চাঁদ দেখার সাক্ষ্যকেই নিজেদের চাঁদ দেখা হিসাবে গণ্য করেছেন। অথচ কাফেলা পূর্বের

[২২৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১ আয়াত।

[২২৬]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী - কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

সন্ধ্যায় ভিন্ন বালাদ বা এলাকাতে অবস্থান করছিল। সুতরাং আমরাও পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মুসলিম ভাইদের দ্বারা চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত সিয়াম, ঈদ প্রভৃতির আমলের খবরটিকে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছালে - আমাদের চাঁদ দেখা হিসাবে গণ্য করব। আর উক্ত হাদীসগুলোর দাবীও এটাই।

মুসলিম ঐক্যের দাবী?

ভুল ধারণা ঃ ৫৩ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ উক্ত প্রক্রিয়াটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐকমত্য ছাড়া সম্ভব নয়।

সংশোধন ঃ আমাদের প্রয়োজন কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক মুসলিমদের ঐক্য। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে থাক এবং বিভক্ত হয়ো না।"[২২৭]

নবী ﷺ বলেছেন : كِتَابُ اللهِ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ "কিতাবুল্লাহ হল আল্লাহর রুজ্জু।"[২২৮] নবী ﷺ ও সাহাবাগণ ﷺ কুরআনে বর্ণিত নেই এমন বিষয় (যেমন - বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর ছুড়ে হত্যার) ফায়সালা করার পরে সেটাকে 'আল্লাহর কিতাব বা কিতাবুল্লাহ'র ফায়সালা গণ্য করেছেন।[২২৯]

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, উক্ত ঐক্য হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। যদি মুসলিম বিশ্ব এ ব্যাপারে একমত না হয় তবুও আমাদেরকে হাবলুল্লাহ তথা কুরআন ও সুন্নাহকেই আঁকড়ে থাকতে হবে।

স্থানীয় শাসকের সাথে বিরোধ

ভুল ধারণা ঃ ৫৪ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ উক্ত প্রক্রিয়াটিতে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এ পর্যায়ে দ্বন্দ ও মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সংশোধন ঃ যদি স্থানীয় প্রশাসন কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়নকারী না হন, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা নবী ﷺ থেকে নিচের নির্দেশনাগুলো মেনে চলব :

[২২৭]. সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩ আয়াত।

[২২৮]. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১১/৫৮৮০ নং।

[২২৯]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী - কিতাবুল মুহারিবীন, কিতাবুল মাসাজিদ;সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৩৯৯ নং।

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন :

سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ.

"অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের আমীর (নেতা) হবে, যারা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেবে এবং বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে। আমি তখন বললাম : ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমি যদি তাদের পাই, তবে কি করবো? তিনি বললেন : হে উম্মু 'আবদ–এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে. তমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচারণ করে. তার

আবূ যার ﷺ বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন :

« كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا ». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ « صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন তোমার উপর এমন শাসকগণ হবেন যারা সালাতের প্রতি অমনোযোগী হবেন অথবা এর সময়কে পিছিয়ে দেবেন? আমি বললাম : আপনি আমাকে কি আদেশ দেন? তিনি ﷺ বললেন : 'সালাত' এর সঠিক সময়ে আদায় করবে, এরপর যদি তাদের সাথে পূণরায় পাও – তখনও সালাত আদায় করবে। আর এটা তোমার জন্য নফল হবে।"[২৩১]

'উবাদাহ ইবনে সামিত ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

« إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّى مَعَهُمْ قَالَ « نَعَمْ إِنْ شِئْتَ

«

২৩০. **সহীহ ঃ** ইবনে মাজাহ – কিতাবুল জিহাদ باب لا داعة فى معصية الله ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/২৮৬৫]

২৩১. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৫৫২ নং।

"আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসকগণ হবে, যাদেরকে বিভিন্ন কাজ সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা হতে বিরত রাখবে – এমনকি এর ওয়াক্তও চলে যাবে তখন তোমরা সঠিক ওয়াক্তেই সালাত পড়বে।' তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি কি তাদের সাথেও সালাত আদায় করব? তিনি ﷺ বললেন: হা, যদি তুমি ইচ্ছা কর।"[২৩২]

শাসকদের অবহেলা বা শরিয়াতের বিমুখতার ক্ষেত্রেও নিজ নিজ শক্তি–সামর্থ্য ও পরিস্থিতি বিশেষে জনগণ উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মূলত শাসকদের শরিয়াতের বিমুখতাকেই হাদীসে ফিতনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জনগণকে পরিস্থিতি বিশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্মুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগটি শরিয়াত নিজের পক্ষ থেকেই দিয়েছে। এজন্যে জনগণ কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনই শরিয়াতের দৃষ্টিতে ফিতনা নয়। আল্লাহ ﷻ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীসগুলো 'ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত হাদীসে হিদায়াত ও সন্নাতবিমখ শাসকের আনগত্য করতে বলা হয়েছে. সে আনগত্যগুলো

হুযায়ফা ﷺ বলেন :

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيْهِ فَهَلْ مِنْ وَّرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُوْنَ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لاَيَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَالِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلْاَمِيْرِ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَامَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِعْ.

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে তারপর আল্লাহ আমাদের জন্যে মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, এ অমঙ্গলের পরে কি আবার কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, এ মঙ্গলের পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে যারা **আমার**

২৩২. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সালাত باب إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلاَةَ عَنِ الْوَقْتِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪৩৩]

হেদায়েতে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ; রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ তখন আমরা কি করবো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন ঃ তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয় তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।"[২৩৩]

এই হাদীসটিতে ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও হিদায়াত ও সুন্নাতবিমুখ শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যা দুনিয়াবী লেনদেনের সাথে জড়িত। পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত সালাত সম্পর্কিত হাদীসগুলোতে শাসকের নিয়ম অনুসরণ না করে, শরিয়াতের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। দুনিয়াবী লেনদেনের ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য ও তার সীমা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : **اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثْرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا** "অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজন-প্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন :**فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ** "ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? তিনি ﷺ বললেন : **اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ** "তোমরা তাদের হক্ব তাদেরকে পরিশোধ করে দেবে এবং তোমাদের হক্ব আল্লাহ'র কাছে চাবে।"[২৩৪] প্রায় একই মর্মে সাহাবী সালামাহ ইবনে ইয়াযিদ জু'ফী ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَّلْتُمْ

"তোমরা শোন ও আনুগত্য কর। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের ওপর। তোমাদের পাপের বোঝা তোমাদের ওপর।"[২৩৫]

তবে এই শাসককে মেনে চলার সীমা ও শর্ত অন্য হাদীসে বণিত হয়েছে। যেমন ইবনে 'উমার ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, যদিও তা তার পছন্দ বা অপছন্দ হোক – যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কোন শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।"[২৩৬]

তাছাড়া যেসব শাসকের পূর্ব থেকেই সালাত ক্বায়েম ছিল, তাদেরকে মেনে নিতে হবে যতক্ষণ তারা সালাত ক্বায়েম রাখে। আর এটাই তাদের কুফর ও পাপাচারকে মেনে নেয়ার সর্বশেষ সীমা। উম্মে সালামা ﵂ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا .

"অচিরেই তোমাদের ওপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল, সে ব্যক্তি দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদ হল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে (অন্যায়) কাজে আনুগত্য করল (সে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত হল)। তখন সাহাবাগণ ﵃ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করব না? তিনি ﷺ বললেন ঃ না, যতক্ষণ তারা সালাত পড়ে।"[২৩৭] অন্য বর্ণনায় বায়য়াত ভঙ্গের শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, **اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ** "যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার

---

২৩৩. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত- **باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الي الكفر**।

২৩৪. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা)৭/৩৫০৩ নং।

২৩৫. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ২/৬৬৯ নং।

২৩৬. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৪৯৫ নং।

২৩৭.**সহীহ ঃ** মুসলিম, মিশকাত [ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জানু-১৯৯৭] ৭ম খন্ড হা/৩৫০২।

বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।"[২৩৮] অন্য বর্ণনায় আছে : لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ "না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত ক্বায়েম রাখে।"[২৩৯]

পূর্বোক্ত হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, ইবাদাত সম্পৃক্ত ব্যাপারে শাসকের শরিয়াত বিরোধী আমল হলে আমরা তা মানব না। পক্ষান্তরে আমাদের হক্বের সাথে শাসকের সম্পৃক্ত বিষয়ে শাসককেই প্রাধান্য দিতে হবে।

হানাফী মাযহাবের যাহেরী মত

ভুল ধারণা ঃ ৫৫ কেউ কেউ লিখেছেন ঃ নিঃসন্দেহে হানাফী মাযহাবের যাহেরী মতটিই প্রধান মত হিসাবে প্রাধান্য পায়। আর হানাফী মাযহাবে যাহেরী মতানুযায়ী, চাদের মাতলার বা অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্য অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ক্ষেত্রে বিশেষে যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী যাহেরী মাযহাবের উপর আমল করা হয় না। যেমন −(১) কুরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেয়া। হানাফী মাযহাবে যাহেরী মতে ইমামতিতে বেতন নেয়া অবৈধ। কিন্তু পরবর্তী হানাফী আলেমগণ এটাকে জায়েয করেছেন। তারা প্রয়োজনের ভিত্তিতেই তা জায়েয করেছেন। অন্যথা কুরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (২) তেমনি আযান, ইকামত, ওয়ায-নসিহত ও ফিক্বাহ শিক্ষা দিয়ে বেতন নেয়া যাহেরী রেওয়ায়াতের বিপরীত। (৩) মুযারা'আর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফীর মত হল, তা বৈধ নয়। মুযা'রাআ হল কাউকে যমীন বর্গা দেয়া। কিন্তু সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ رحمة الله عليه) তা বৈধ মনে করেন। পরবর্তী হানাফী আলেমগণ সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। .... কেননা ইমাম আযম নিজেই বলে গেছেন, اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثِ فَهُوَ مَذْهَبِيْ "যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তবে সেটাই আমার মাযহাব।" (শামী)

সংশোধন ঃ আমাদের এই পুস্তিকার আলোচনার বিষয়বস্তু এবং উক্ত বিষয়গুলোতে[২৪০] পরবর্তী হানাফী আলেমদের মত ইমাম আবূ হানিফার رحمة الله عليه উল্লিখিত শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থক (اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثِ فَهُوَ مَذْهَبِيْ)। সুতরাং হানাফীদের উচিৎ তাদের মূল মাযহাবকে আঁকড়ে থাকা। কেননা চাঁদের এই বিধানের ক্ষেত্রে হানাফীদের যাহেরী মাযহাবটিই কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক এবং এ যুগের মৌলিক দাবীর পরিপূরক।

আরাফার দিনে সিয়াম রাখা সম্পর্কে স্ববিরোধী ফাতাওয়া

ভুল ধারণা ঃ ৫৬ যারা নিজ নিজ এলাকার চাঁদ অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদের পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা আরাফার দিনে সিয়াম পালনের ব্যাপারে দু'টি মতে বিভক্ত। প্রথম মতটি হল, আরাফার দিনটি ০৯ই জিলহজ্জ। সুতরাং আমরা আমাদের স্থানীয় চাঁদের ভিত্তিতে ০৯ই জিলহজ্জেই আরাফার সিয়াম পালন করব। যদিওবা সেদিনটি হাজীগণ আরাফার অবস্থানের এক বা দু'দিন পরেই হোক না কেন? দ্বিতীয় মতটি হল, নবী ﷺ বলেছেন :

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ

"আরাফার দিবসে সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে।"[২৪১]

হাদীসটিতে 'আরাফার দিবস' উল্লেখ করা হয়েছে। ০৯ই জিলহজ্জ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং আমরা ঐ দিনেই আরাফার সিয়াম পালন করব যেদিন হাজীরা আরাফাতে অবস্থান করেন। কেননা আরাফার অবস্থানটি বিশ্বব্যাপী মাত্র একটি দিনেই হয়ে থাকে।

সংশোধন ঃ প্রথম মতটিতে হাদীসে উল্লিখিত 'আরাফার দিবস' শব্দটিকে গুরুত্ব না দিয়ে ০৯ জিলহজ্জ তারিখের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতটিতে ঠিক তার বিপরীত বর্ণনাভঙ্গি উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা বলব, উভয়েই সত্য প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা যা 'আরাফার দিবস' তা–ই '০৯ জিলহজ্জ'। আর এই দিবস বা তারিখটি জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার উপরই নির্ভরশীল। উপরোক্ত উভয় মতের লোকেরাই আঞ্চলিক চাঁদের হিসাবে সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষপাতী। অথচ নিঃসন্দেহে 'আরাফার দিবস' শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে হাজীদের ০৯ জিলহজ্জ তারিখের সমাবেশকে বুঝায়। সেদিন উপরোক্ত হাদীসটি অনুযায়ী উক্ত ফযিলতপূর্ণ নফল সিয়ামটির বিধান রয়েছে। তাছাড়া অপর একটি হাদীসে আরাফার দিন তথা

---

২৩৮. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭ম খন্ড হা/৩৪৯৭। হাদীসটি নিযুক্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদীসের শুরুর বাক্যগুলো থেকে তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

২৩৯. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) হা/৩৫০১। হাদীসটি বায়য়াত ভঙ্গ করে কোন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ করা যায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন–উত্তর সংশ্লিষ্ট ছিল।

২৪০. প্রয়োজন সাপেক্ষে পরবর্তীতে স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখব, ইনঁশাআল্লাহ।

২৪১. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৯৪৬ নং।

০৯ ই জিলহজ্জ ও পরবর্তী চার দিনকে ঈদের দিন বলা হয়েছে। এ মর্মে নবী ﷺ বলেছেন :

يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"আরাফার দিন, নাহরের (কুরবানীর) দিন ও আইয়্যামে তাশরিক্ব (১১ থেকে ১৩ জিলহজ্জ) আমাদের আহলে ইসলামের ঈদের দিন। এই দিনগুলো খাওয়া ও পান করার দিন।"[২৪২]

এ পর্যায়ে আরাফার দিনটিকে ঈদের দিন বলার কারণ হল, সেদিন বিশ্ব মুসলিম একত্রিত হয়। যেমন আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদে উল্লিখিত হয়েছে :

الْحكمة أنه يوم عيد لأهل الْموقف لاجتماعهم فيه

"(আরাফাতে) উকুফ বা অবস্থাকারীদের জন্য দিনটি ঈদ হওয়ার হিকমাত হল, সেদিন সেখানে তারা জামা'আতবদ্ধ হয়।"[২৪৩]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন :

يَوْمُ الْفِطْرِ ، يَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ ، عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ ، وَهِيَ أَيَّمُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ

"('ঈদুল) ফিত্‌রের দিন, নাহরের ('ঈদুল আযহার) দিন, তাশরীক্বের দিনগুলো আমাদের তথা আহলে ইসলামের 'ঈদ। এগুলো খাওয়া ও পান করার দিন।"[২৪৪]

আবার হাজীদের ক্ষেত্রে আয়েশা ও ইবনে উমার ﷺ থেকে আইয়্যামে তাশরিক্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র হুকুমও বর্ণিত হয়েছে :

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ

"তাশরীকের দিনগুলোতে সাওম পালনের কোন অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি। তবে (হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরান আদায়কারীদের মধ্যে) যারা কুরবানী পায়নি তারা ছাড়া।"[২৪৫]

---

[২৪২]. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৪১৯, তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৭৭৩, তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৩০০৪)।

[২৪৩]. শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ – কিতাবুস সিয়াম باب فى صوم يوم عرفة بعرفة ; (মিশর ঃ দারুল হাদীস, ১৪২২/২০০১) ৪/৫২২ পৃ:।

[২৪৪]. **সহীহ ঃ** আহমাদ, হাকিম, সহীহ জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু লিলআলবানী [বৈরুত ঃ মাকতাবুল ইসলামী] ২/৮১৯৬ নং।

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, ক্ষেত্র বিশেষে মুক্বীম ও হাজীদের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য[২৪৬] ছাড়া সবার জন্যই দিনগুলো ঈদের দিন। আর নিঃসন্দেহে তা সমগ্র আহলে ইসলাম তথা মুসলিম বিশ্বের জন্য একই দিন হিসাবে পালিত হতে হবে। অন্যথায় কোন ভাবেই উক্ত হাদীসগুলোর দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়।

হাজীদের জন্য আরাফার দিনে সিয়াম সম্পর্কিত হাদীসের বিশ্লেষণ

হাজীদের জন্য আরাফার দিনে সিয়াম নিষেধ সম্পর্কিত হাদীসটিকে (**نَهى عن صوم يوم عرفة بعرفة**) শায়েখ আলবানী ও অন্যান্যরা য'য়ীফ বলেছেন (সিলসিলাহ আহাদীসুয য'য়ীফাহ ১/৪০৪ নং)। ইবনে খুযায়মাহ ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন, 'উকাইলী একে মুনকার বলেছেন।[২৪৭] শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله লিখেছেন: "ইমাম উক্বায়লী হাদীসটিকে এজন্য মুনকার বলেছেন যে, এর একজন রাবী হাওশাব বিন আক্বীল হাদীসটি মাহদী বিন হারব আল–হাজারী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাওশাবকে কেউই অনুসরণ করেননি। কিন্তু এ অভিযোগটি তেমন গুরুত্ববহ নয়। কেননা হাওশাবকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সিক্বাহ বলেছেন। হাফিয ইবনে হাজার তাঁর ব্যাপারে 'তাক্বরীবুত তাহযীবে' সিক্বাহ হওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন। অবশ্য মাহদী আল–হাজারীর ব্যাপারে ইবনে মুঈন বলেছেন আমি তাঁকে জানি না। কিন্তু ইমাম হাকিম তাঁকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী 'তালখীসুল মুসতাদারাক'–এ সমর্থন করেছেন। তাছাড়া ইমাম ইবনে খুযায়মাহ তাঁকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হিব্বাস তাকে 'সিক্বাতে' উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে হাজার তাকে মাক্ববুল বলেছেন। এই হাদীসটি 'আরাফার দিন' হাজীদের জন্য সিয়াম হারাম হবার দলীল। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারীর মত এটাই। এর সমর্থনে নাসায়ী,

---

[২৪৫]. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমন বিন ফযলুর রহমান) হা/৬৭২।

[২৪৬]. যেমন – (১) মুক্বীমের জন্য আরাফার দিবসে সিয়াম পালন করতে হয়। আর হাজীদের জন্য দিনটি জুম'আর ন্যায় জামা'আতবদ্ধ হওয়ার কারণে ঈদের দিন। (২) তামাত্তু ও কিরান হজ্জ পালনকারীদের আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম পালন করতে হয়। কিন্তু মুক্বীমের জন্য ঐ দিনগুলোতে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ তথা ঈদের দিন।

[২৪৭]. বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান) হা/৬৭৯।

তিরমিযী প্রমুখের বর্ণিত হাদীসটি হল : "আরাফার দিন আমাদের ঈদের দিন"[২৪৮] – অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থানকারীদের জন্য দিনটি ঈদের দিন। এজন্য দিনটিতে তাদের জন্য সিয়াম পালন নিষেধ। কিন্তু জমহুরের মতে তাদের সিয়াম না রাখাটা মুস্তাহাব। নবী ﷺ বিদায় হজ্জের দিনে আরাফার সিয়াম রাখেননি।"[২৪৯] ইমাম ইসমাঈল সান'আনী رحمه الله–ও প্রায় অনুরূপ আলোচনা করেছেন।[২৫০] ইমাম খাত্তাবী رحمه الله বলেছেন ঃ "হাজীদের জন্য নিষেধাজ্ঞাটি মুস্তাহাব অর্থে এসেছে, ওয়াজিব অর্থে আসেনি।"[২৫১] ইবনুল ক্বাইয়েমও رحمه الله অনুরূপ বলেছেন।[২৫২]

আবূ নাজীহ رحمه الله থেকে বর্ণিত, ইবনে উমার رضي الله عنه–কে আরাফার দিনে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন : "আমি নবী ﷺ–এর সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি সেদিন সিয়াম পালন করেননি। আবূ বকর رضي الله عنه–এর সঙ্গে হজ্জ করেছি তিনিও সিয়াম পালন করেননি। উমার رضي الله عنه–এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি। উসমান رضي الله عنه–এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি। (وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) আমি নিজেও ঐ সিয়াম পালন করিনা এবং তা পালন করতে কাউকে বলিওনা আবার নিষেধও করিনা।"[২৫৩]

পরিশিষ্টাংশ – ৫

ড. যাকির নায়েকের মন্তব্যের বিশ্লেষণ

[ড. যাকির নায়েককে 'পিস টিভিতে' সারা বিশ্বে একত্রে সিয়াম ও ঈদ পালন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আমরা তাঁর উক্ত ভিডিওটি "Dr Zakir Naik - Can Eid Be Celebrated on the Same day" শিরোনামে www.youtube.com/shahadaproject ও www.metacafe.com থেকে সংগ্রহ করে নিম্নোক্ত বক্তব্য সঙ্কলন করেছি। কোন কোন শব্দ উচ্চারণ অস্পষ্ট থাকায় তা উপস্থাপনে ডট (....) চিহ্ন দ্বারা খালি রেখেছি।]

Q: Dr. Zakir perhaps you could shades some lights on the issue of why it is that the muslims of the world are not united as regards to the fasting and the celebration of Eid-ul-fitr and Eid-ul-adhha.

প্রশ্নঃ ড. যাকির! সম্ভবত আপনি কিছুটা হলেও এ বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা রাখেন যে, কেন মুসলিমবিশ্ব সিয়াম পালনে এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনে ঐক্যবদ্ধ নয়?

Dr. Zakir Naik: As far as Muslims throughout the world be united in starting of month of Ramadan, in the end of month of Ramadan and celebrating Eid.

ড. যাকির নায়েক : যতদূর সম্ভব মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ভাবেই রমাযান মাস শুরু, রমাযান মাস শেষ এবং ঈদ উদযাপন করে থাকে।

ড. যাকির নায়েক : That are scholars, which are divided there is one group of scholars who say that throughout the world you should follow the timing of Makkah. So makkah starts month of ramadan everyone throughout the world should starts month of ramadan and if makkah ends the month of ramadan everyone throughout the world should end the month of ramadan and makkah celebrates Eid then everyone should celebrate Eid. And this is view even of Sheikh Bin Baaz, a person asked him who was a Saudi and who had travelled to Spain and he said that, "I have been fasting according to the celander of makkah, makkah starts fasting, I start fasting. I spend according to makkah and ended fasting according to makkah and celebrated eid according to makkah. Is it right?" Sheikh Bin Baaz said, "There is no problem. It is right. Because makkah is a Holy city."

অনুবাদ ঃ এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাদের একদল বলেন : বিশ্বব্যাপী তোমরা মক্কার সময়কে অনুসরণ করবে। তাই মক্কায় রমাযান মাস শুরু হলে, বিশ্বব্যাপী সবাই রমাযান মাস শুরু করবে। আর মক্কায় যদি রমাযান মাস সমাপ্ত হয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী সবাই রমাযান মাস শেষ করবে। (এভাবে) মক্কায় ঈদ উদযাপন করলে তখন সবাই ঈদ উদযাপন করবে। এমনকি এটা শায়েখ ইবনে বাযেরও رحمه الله মত। সৌদিবাসী এক ব্যক্তি স্পেনে বেড়াতে গিয়েছিল, সে শায়েখকে জিজ্ঞাসা করেছিল : "আমি মক্কার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সিয়াম রাখছি। যখন মক্কায় সিয়াম শুরু হয় তখন আমি সিয়াম শুরু করি। আমি মক্কার হিসাব অনুযায়ী সিয়াম রাখতে থাকি এবং শেষও করি মক্কার হিসাবে। অতঃপর ঈদও মক্কার সাথেই

---

[২৪৮]. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সিয়াম باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৪১৯, তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৭৭৩, তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৩০০৪)।

[২৪৯]. বুলূগুল মারাম (উর্দূ) –সফিউর রহমান মুবারকপুরীর ব্যাখ্যাসহ (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম) ১/৪৫২পৃঃ।

[২৫০]. সুবুলুস সালাম – কিতাবুস সিয়াম – باب صوم التطوع وما نهى عن صومه।

[২৫১]. আওনুল মা'বুদ ৪/৫২২ পৃঃ।

[২৫২]. আওনুল মা'বুদ মা'আ তা'লিক্বাত ইবনুল ক্বাইয়েম ৪/৫২৩ পৃঃ।

[২৫৩]. **সহীহ মওকুফ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম باب ماجاء فى الحث على صوم يوم عاشوراء ; আলবানী বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৭৫১)।

উদযাপন করি। এটা কি সঠিক? শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ জবাবে বলেন : "এতে কোন সমস্যা নেই। এটা সহীহ আমল। কেননা মক্কা হল পবিত্র নগরী।"

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ (১) ড. যাকির নায়েক এ ব্যাপারে মুসলিম আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও, মক্কাকে কেন্দ্র হিসাবে অনুসরণের কথা আমরা পাইনি। (২) শায়েখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ–এর উক্ত উদ্ধৃতিটি সম্পর্কেও আমরা অবগত হতে পারিনি। বরং ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ থেকে উক্ত বক্তব্যের বিরোধী ফাতাওয়া আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন : **فأما قول من قال : إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة، فلا أصل له ولا دليل عليه** "বিভিন্ন মতের মধ্যে যারা বলেন : 'এটাই সঠিক যে, খাস (সুনির্দিষ্ট) ভাবে মক্কাতে দেখা চাঁদকে গ্রহণ করতে হবে' – এর কোন ভিত্তি নেই এবং এ ব্যাপারে কোন দলীলও নেই।"[২৫৪] (৩) অর্থাৎ ড. যাকির নায়েকের দেয়া উদ্ধৃতিটিতে "মক্কা পবিত্র নগরী" হওয়ার কারণে স্পেনে অবস্থানকারী সৌদি নাগরিকের জন্য মক্কার সাথে সিয়াম ও ঈদ পালনের ফাতাওয়া দেয়ার বিষয়টি কোন দলীল–প্রমাণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অবশ্য শায়েখের যে ফাতাওয়াটি পরিশিষ্টাংশ-৩ এ আমরা সূত্রসহ পূর্বে উপস্থাপন করেছি, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিয়াম ও ঈদ পালনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মজবুত ও দলীল সমৃদ্ধ ফাতাওয়া। (৪) মক্কাকে কেন্দ্র হিসাবে সুনির্দিষ্ট করলে কতগুলো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, যারা মক্কা বা সৌদি আরব থেকে পশ্চিমে অবস্থান করে তথা আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা – তারা অনেক ক্ষেত্রেই মক্কা বা সৌদি আরবের পূর্বে চাঁদ দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি সৌদি আরব তাদের একদিন পরে চাঁদ দেখে, তাহলে ঐ অঞ্চলগুলোকে মক্কার পূর্বেই সিয়াম ও ঈদ উদযাপন এবং মাসের হিসাব গণনা শুরু করতে হবে। এ কারণে মক্কাকে কেন্দ্র হিসাবে সুনির্দিষ্ট করা বিশ্বব্যাপী সিয়াম, ঈদ উদযাপনের দিক নির্দেশনা নয়। বরং সমাধান হল, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম উদয় হওয়া চাঁদের প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবরটি পালন যোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছার শর্তে বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য করা। - **অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : But the other group of scholars disagrees and they say that, "The time being should be according to the area, there should be time

[২৫৪]. শায়েখ আব্দুল আযীয় বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাওওয়িহ, মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায (শামেলা সংস্করণ) ১৫/১১৪ পৃ:,

witness the moon or who present at home) in the month they should fast." And our beloved Prophet Muhammad (PBUH) said mentioned in Suhih Bukhari, volume no. 3, Book of Fasting, hadith no. 1907 & 1909. The prophet said that, "When you see the new moon of ramadan then start your fast and when you see the new moon of shawal then you end your fast." So based on this the people of that area should see the moon, and if that area is communate may be one city or may be a full country or a couple of countries together, that is right ruling.

অনুবাদ ঃ কিন্তু আলেমদের অপর একটি দল ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন : "সময় অঞ্চল ভিত্তিকই হতে হবে। সেখানে 'টাইম যোন' বা অঞ্চলভিত্তিক মান–সময় থাকতে হবে।" আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে সূরা ২ বাক্বারাহ : ১৮৫ আয়াতে বলেছেন ঃ "যদি তুমি মাসের মধ্যে চাঁদ দেখ (অর্থাৎ যারা চাঁদ দেখে, যারা চাঁদের দেখার সাক্ষী অথবা যারা ঘরে উপস্থিত), তখন তারা সিয়াম রাখবে।"[২৫৫] আর আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন (সহীহ বুখারী ৩য় খন্ড, সিয়াম অধ্যায়, হা/১৯০৭, ১৯০৯) ঃ "যখন তোমরা নতুন রমাযানের চাঁদ দেখ, তখন তোমাদের সিয়াম শুরু কর। আর যখন তোমরা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখ তখন তোমরা সিয়াম শেষ কর।" এরই ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাবে লোকেরা অবশ্যই চাঁদ দেখবে। আর সে অঞ্চলটি যদি কোন একটি শহর বা একটি সম্পূর্ণ দেশ অথবা কয়েকটি দেশকে একত্রিত করে, তবে এটাই হবে সঠিক নিয়ম।

[আমাদের বিশ্লেষণ] (১) সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে চাঁদ নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে, তাহল ক) পৃথিবীর কোথাও উদিত চাঁদের খবর যতদূর পর্যন্ত পৌছাবে ততদূর পর্যন্ত ঐ খবর প্রযোজ্য হবে। এই মতামতটি হানাফী, ও হাম্বলীদের প্রতিষ্ঠিত মত। খ) মালেকীদের মতে নিজ নিজ এলাকা প্রযোজ্য, তবে খলিফাতুল মুসলিমীন যদি সবার জন্য তা জারি করেন সেক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মালেকীরাও শর্ত

[২৫৫]. সম্ভবত ড. যাকির নায়েক সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াতের ভাবানুবাদ করেছেন। যদিও সেখানে হিলাল বা চাঁদ শব্দটি নেই। বরং শাহরুন বা মাস শব্দটি রয়েছে। **هلال** (হিলাল) শব্দটি **استهلال** শব্দ থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ উচ্চৈঃস্বর। আর **شهر** (শাহরুন–মাস) শব্দটি **اشتهار** শব্দ থেকে উদ্ভূত (যার অর্থ – প্রসিদ্ধ)। সুতরাং যে চাঁদের ব্যাপারে লোকেরা নিজেদের আওয়াজকে উঁচু করে না এবং যা লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয় না – তাকে 'হিলাল' ও **شهر** (শাহরুন–মাস) বলা যায় না। যেহেতু মাসগুলো অঞ্চলভিত্তিক নয় বরং সমগ্র উম্মাতের। সুতরাং এর হুকুমও সমস্ত উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য।

সাপেক্ষে বিশ্বব্যাপী সিয়াম, ঈদ করার পক্ষে। গ) শাফেয়ীদের বিভিন্ন মতামত আছে। ইমাম নববীর ﵀ কাছে প্রাধান্য প্রাপ্ত মত হল, নিজ নিজ বালাদ বা শহরের সীমার মধ্যে চাঁদের হুকুম সুনির্দিষ্ট। যদিও ইমাম শাফেয়ী ﵀–এর মূল উক্তি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুরূপ। সুতরাং প্রমাণিত হল, চার মাযহাবের ইমামগণের বিশ্বব্যাপী সিয়াম, ঈদ প্রভৃতি পালনের পক্ষে সরাসরি ও শর্ত সাপেক্ষে মতামত রয়েছে। কিন্তু ড. যাকির নায়েক আলেমদের পক্ষ থেকে 'টাইম যোনের' যে ধারণা উপস্থাপন করেছেন, তা সম্পূর্ণ নতুন উপস্থাপনা। আমরা মুজতাহিদ আলেমদের এ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে ড. যাকির নায়েকের উপস্থাপনাটি পায়নি। এমনকি ড. যাকির নায়েক কর্তৃক উপস্থাপিত সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াতটির 'শাহরুন' শব্দটির তাফসীরও তা বলেনা। বিশ্বব্যাপী কেবল একত্রে সিয়াম ও ঈদই নয় বরং প্রত্যেকটি মাসের গণনা একই হওয়ার স্বপক্ষে দলীলগুলো হলো ক) কুরআনে উল্লিখিত 'আহিল্লাহ' তথা হিলাল শব্দের প্রয়োগ (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত), খ) কুরআনে উল্লিখিত 'শাহরুন' তথা মাস শব্দের প্রয়োগ (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত)। এ আয়াত দু'টির 'হিলাল' ও 'শাহরুন' শব্দের মূল দাবী প্রসিদ্ধ ও প্রচার হওয়া। সুতরাং যতদূর পর্যন্ত পৃথিবীর কোন অঞ্চলের বাস্তবে দেখা চাঁদের প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবর পৌঁছাবে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ঐ প্রথম চাঁদের হুকুমটি প্রযোজ্য হবে।[২৫৬] গ)

এছাড়া হাদীসে রসূলে উল্লিখিত **صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ** "তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ কর"[২৫৭] এবং **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ** "সিয়াম হল, যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল, যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল, যেদিন তোমরা কুরবানী কর।"[২৫৮] পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোতে সমস্ত উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসগুলো থেকে এলাকা ভিত্তিক পার্থক্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ মনগড়া। সুতরাং পৃথিবীতে চাঁদ দেখার পর সে সাক্ষ্যটি প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্যদের জন্য তার খবর পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছানো সাপেক্ষে সমস্ত উম্মাতের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবরটি না পৌঁছালে তখন ইবনে আব্বাসের হাদীসটি প্রযোজ্য হবে। (২) কাফেলার হাদীসটিতে প্রমাণিত হয়েছে, পরের দিনের শেষাংশে[২৫৯] চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাবার পরেও নবী ﷺ ঐ সাক্ষ্য ক্বুবুল করেন এবং এই হুকুমটি পালনের খবর জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। অথচ নবী ﷺ ও সাহাবাগণ নিজ এলাকাতে সেই চাঁদটি দেখেন নাই। তাছাড়া নবী ﷺ ওয়াক্তের মধ্যে খবরটি না পাওয়াই পরের দিন ঈদের সালাতের ঘোষণা দেন। প্রমাণিত হল, এক্ষেত্রে 'টাইম যোন' বা স্থানীয় মান–সময়ের মধ্যে **চাঁদের খবরটি** পাচ্ছি কিনা, সেটি ধর্তব্য নয়। (৩) ড. যাকির নায়েক চাঁদ দেখার শহরটি থেকে এর বৈধতা শুরু করেছেন। অতঃপর বলেছেন, "ঐ শহরের সাথে সম্পৃক্ত সম্পূর্ণ দেশ (তথা অনেকগুলো শহর, যদিও তারা চাঁদ না দেখে)। এরপর বলেছেন, আরো কয়েকটি দেশ যদি পালন করে (তথা বহু সংখ্যক শহর, যদিও তারা চাঁদ না দেখে) – তবে তা সঠিক নিয়ম।" কিন্তু কুরআন ও নবী ﷺ–এর হাদীসটির আলোকে বৈধতার নির্দেশ কোন সীমানা নির্ধারণ করে না। বরং উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো সমগ্র উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। ড. যাকির নায়েকও প্রকারান্তরে সীমানার দাবীকে নিজেই খন্ডন করেছেন। কেননা তিনি যেসব অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়নি সেসব অঞ্চলের জন্য প্রতিবেশীদের চাঁদ প্রযোজ্য করেছেন। যদি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা একমাত্র বিধান হয়, তবে ড. যাকির নায়েকের বিশ্লেষণটি স্ববিরোধী। তাছাড়া উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও শহর একই সময়ে সাহারী ও ইফতার করে না। সুতরাং তাদেরও স্থানীয় সময়ের পার্থক্য আছে। এ পর্যায়ে স্থানীয় সময় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার যুক্তিতে চাঁদের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিৎ। অথচ বাস্তবতা এর ঠিক বিপরীত। সুতরাং ড. যাকির নায়েককে

---

[২৫৬]. এই দলীলগুলোর সাথে সাথে তর্কের খাতিরে এই যুক্তিও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মাসের প্রথম উদিত চাঁদকে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত হিলাল হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। আর পৃথিবীব্যাপী অবশ্যই তিন দিনের মধ্যেই প্রথম উদিত চাঁদ দেখার কাজটি সমাপ্ত হয়। সুতরাং সর্বশেষে যেসব স্থানে চাঁদ উদিত হবে তারাও পৃথিবীর প্রথম উদিত চাঁদের হিসাবেই তারিখ গণনা করবে।

[২৫৭]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৩ নং।

[২৫৮]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

[২৫৯]. **সহীহ ঃ** আহমাদ, আবূ দাউদ, বুলূগুল মারাম; এর সনদ সহীহ (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান) হা/৪৭৪। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বে আবূ দাউদ হা/১১৫৭]। ইবনে মাজাহতে (হা/১৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে ঃ فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ "একটি কাফেলা দিনের শেষভাগে আসল।" 'হাদীসটি সহীহ'। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ পৃ: ২৯০]

আলেমদের উপস্থাপনার যে কোন একটিকেই বেছে নিতে হবে। ক) সমগ্র বিশ্বে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে খবর পৌঁছানো সাপেক্ষে একই হুকুম প্রযোজ্য, অথবা খ) চাঁদের মাতলা ভিত্তিক পার্থক্য। অথচ ড. যাকির নায়েকের আলোচনাতে এই মৌলিক উপস্থাপনাটিই অনুপস্থিত। আমারা ক ও খ নং সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (৩) উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর অঞ্চলভিত্তিক সীমা নির্ধারণ করার কোন খাস (সুনির্দিষ্ট) দলীল না থাকায় উক্ত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া চাঁদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার ১৮৯ নং আয়াত[২৬০] এবং সূরা ইউনূসের ৫ নং আয়াতের[২৬১] দাবী অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী সুশৃঙ্খল দিন, তারিখ, মাস ও বছরের হিসাব রাখার খাস দাবীটি খুবই সুস্পষ্ট। –অনুবাদক]

ড. যাকির নায়েক : And Ibn Taymiah said : you cannot have all together you cannot have all Muslims in the world fasting together and he also says, even according to scientific evidence, even according to astronomical evidence it's not possible that all the Muslims throughout the world can fast on Monday, because the moon cannot be sighted all together Monday, there has to be difference. So it's illogical to say that we should fast all together and the beloved Prophet Muhammad (PBUH) said it mentioned in Trimidhi, Book of fasting, hadith 697 that "The fast is when you all fast and the breaking of fast is when you all break the fast and the day of sacrifice is the day all the people sacrifice." So as long as the people of that area, they fast it is sufficient that they fasting and the people of that area or that locality or that city or country is break the fast, you break the fast.

অনুবাদ ঃ ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেছেন : "তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না।" তিনি আরো বলেছেন : "তোমরা সিয়াম পালনের ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম এক হতে পারবে না।" এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারাও সম্ভব না, জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণের দ্বারাও এটা সম্ভব না যে, সমস্ত মুসলিম বিশ্বব্যাপী সোমবারে সিয়াম রাখবে। কেননা চাঁদকে সোমবারে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেখতে পাবে না। এখানে ভিন্নতা থাকবে। সুতরাং এটা বলা অযৌক্তিক যে, আমরা সবাই একত্রে সিয়াম রাখব। নবী ﷺ বলেছেন (তিরমিযী – সিয়াম অধ্যায়, হা/৬৯৭) ঃ "সিয়াম হল, যখন তোমরা সবাই সিয়াম রাখ, সিয়াম ভঙ্গ (ঈদুল ফিতর) হল, যখন তোমরা সবাই তা ভঙ্গ কর এবং কুরবানী হল, যখন তোমরা সবাই কুরবানী কর।" সুতরাং যতদূর সম্ভব ঐ অঞ্চলের লোকেরা সিয়াম রাখবে, আর এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট যে – তারা সিয়াম রাখছে। এভাবে ঐ এলাকা বা অঞ্চল বা দেশ সিয়াম ভঙ্গ করলে, তোমরাও সিয়াম ভঙ্গ করবে।

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ (১) ইবনে তাইমিয়ার رحمه الله ব্যাপারে যে উদ্ধৃতি ড. যাকির নায়েক দিয়েছেন, সম্ভবত তিনি শায়েখ উসায়মীনের رحمه الله ফাতাওয়া থেকে তা জেনে থাকবেন (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি, ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে উক্ত দাবী সম্পূর্ণ ভুল। (২) বিশ্বব্যাপী একই দিনে চাঁদ পৃথিবীতে দেখা যাবে না এটা সত্য। কিন্তু চাঁদ না দেখা গেলে, ভিন্ন স্থানের চাঁদ দেখার প্রমাণিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত আমলটির খবর গ্রহণযোগ্য। এভাবেই যখন কোন অঞ্চলের মুসলিম ভাইরা সর্বপ্রথম সিয়ামের হুকুমটি পালন শুরু করে, তখন অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমরা খবর পাওয়া সাপেক্ষে দিনের ও রাতের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে নিজ নিজ সময়ানুযায়ী আমলটি করবে।[২৬২] ফলে **الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ** "সিয়াম হল, যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হল, যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হল, যেদিন তোমরা কুরবানী কর"[২৬৩] হাদীসটির দাবী পূর্ণাঙ্গতা পাবে। (৩) ড. যাকির নায়েকের ন্যায় হাদীসটির এলাকা ভিত্তিক ব্যাখ্যা নিলে খবর পৌঁছানো সত্ত্বেও মুসলিম ভাইদের সাথে সিয়াম, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দাবী মেটানো সম্ভব হয় না। যে দলীলটি ব্যাপকভাবে সমস্ত উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য, তাকে স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট করাটা হাদীসটির অপব্যাখ্যাই বটে। **[অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : Because as we see that there is no different opinion as far as the timings of sun is concerned as far as starting of each day as far when the day starts and the day end there is no different opinion. It mentioned in Qur'aan in surah Baqarah, chapter no. 2, verse no. 187, it says that, "Eat and drink until the white thread of dawn is distinguished from the black thread and fast till the

---

[২৬০]. আল্লাহ ﷻ বলেন :"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯]

[২৬১]. আল্লাহ ﷻ বলেন : "তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"[সূরা ইউনুস ঃ ৫ আয়াত]

[২৬২]. পূর্বে এ সম্পর্কে একাধিক উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

[২৬৩]. **সহীহ ঃ** তিরমিযী – কিতাবুস সিয়াম ... باب ما جاء الصوم يوم تصومو ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী (রিয়াদ) হা/৬৯৭]

night falls and till the sun sets." Here in east part of the world the sun sets earlier that does not mean because in Malaysia the sun sets earlier in Bombay I might fast earlier that means in Makkah it should early and if in western world the sun will be delayed and also I might fast late. There is an agreement throughout the world that you have to follow of the sun according to your local timing. If the sun sets in your area then you can stop fasting you can eat, if the dawn breaks in your area then you stop eating you start fasting. There is different opinion.

As we can follow the sun we should even follow the moon in the same way. Imagine if say celebrate Eid if the new moon of Shaowal is sighted in Makkah and we celebrate Eid, May be in America, in the west the moon may have been sighted one day earlier that mean they have celebrate Eid Monday later and in Pakistan or India the moon would have been sighted one or two days later. So does it mean they have to celebrate Eid in the month of Ramadan? And imagine those people if they follow the Makkah timing they have fast even in the day of Eid. In America the moon may be, it seen Monday earlier that mean they will have to fast on the day of Eid which is Haram. Prophet said, "You cannot fast on the day of Eid."

অনুবাদ ঃ কেননা আমরা দেখি এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন মত নেই যে, সূর্যের সময়ানুযায়ী প্রত্যেক দিনের শুরু হয়। দিনের শুরু ও শেষ হবার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এটা কুরআনের সূরা ২ বাক্বারাহ, ১৮৭ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ "খাও, পান কর যতক্ষণ না দিনের শুভ্র রেখার (রাতের) কালো রেখা থেকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর সিয়াম পূর্ণ কর রাত আগমন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত।"[২৬৪] পৃথিবীর পূর্বভাগে আগে সূর্যাস্ত হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, মালয়েশিয়ায় বোম্বের চেয়ে আগে সূর্যাস্ত হয়, সুতরাং আমি আগে সিয়াম রাখব। আর যদি দাবী হয়, মক্কাই সর্বাগ্রে। তাহলে যদি পশ্চিমে সূর্য দেরীতে উদয় হয় – আমিও দেরীতে সিয়াম রাখব। অথচ এ ব্যাপারে সারাবিশ্ব ঐকমত্য যে, তুমি অবশ্যই তোমার স্থানীয় সময়েরই অনুসরণ করবে। যদি তোমার এলাকায় সূর্যাস্ত হয় তখন তুমি সিয়াম থেকে বিরত হবে এবং খাবে। আর যদি তোমার এলাকাতে ভোর হয় তখন তুমি খাওয়া বন্ধ করে সিয়াম শুরু করবে। এটাই ভিন্ন মত।

আমরা যেভাবে সূর্যকে অনুসরণ করি, সেভাবে আমাদেরকে চাঁদকে অনুসরণ করা উচিৎ। বিস্ময়ের বিষয় হল, যদি বলা হয় – মক্কাতে শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা গেলে ঈদ উদযাপন কর, আর (তখন যদি) আমরাও ঈদ পালন করি। সেক্ষেত্রে হয়তো আমেরিকা, যা পশ্চিমে অবস্থিত সেখানে একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গেছে।

[২৬৪]. শেষাংশটি ড. যাকির নায়েকের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ।

অর্থাৎ তারা সোমবারের পরে ঈদ উদযাপন করেছে। আর ভারত বা পাকিস্তানে একদিন বা দু'দিন পরে চাঁদ দেখা গেছে। তাহলে কি বলব, তারা রমাযান মাসে ঈদ পালন করেছে? আর ঐসব লোকের ব্যাপারে বিস্মিত হই, যদি কেউ মক্কার সময়ানুযায়ী সিয়াম পালন করে অথচ তা ঈদের দিন! আমেরিকাতে যদি সোমবারের আগেই চাঁদ দেখা যায়, তাহলে তারা কি ঈদের দিনে সিয়াম রাখবে – যা হারাম। নবী ﷺ বলেছেন : "তোমরা ঈদের দিন সিয়াম রেখ না।"

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ ড. যাকির নায়েকের উপস্থাপিত সমস্যা তখনই প্রযোজ্য, যখন কেবল মক্কাকেই কেন্দ্র বানানো হবে এবং মক্কার থেকে আগে উদিত কোন অঞ্চলের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণ করা হবে না। তখনই ঈদের দিন সিয়াম, আবার সিয়ামের দিন ঈদ হওয়ার জটিলতা দেখা দেয়। এর সমাধান হল, তারা চাঁদের হিসাবটি শুরু করবে পৃথিবীর প্রথমে দেখা চাঁদের খবরের ভিত্তিতে এবং শেষও করবে একই নিয়মে, সেক্ষেত্রে উক্ত দ্বিধা–দ্বন্দের কোন সুযোগই থাকে না। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। আমিন!!

চাঁদের গণনা কেবল মাসের শুরুর তারিখ নির্ধারণ ও মাস শেষ করার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং সূর্যের হিসাবে স্থানীয় সময়কে এক্ষেত্রে বিরোধ ভাবার সুযোগ নেই। পৃথিবীর যে কোন স্থানের চাঁদ উদয়ের প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবর পৌঁছার সাথে সাথে মাস গণনা শুরু হবে। যে এলাকাতে ঐ মুহূর্তে দিন, তারা পহেলা তারিখের দিন হিসাবে ঐ দিনটিকে গণ্য করবে ও তাৎক্ষণিক ভাবেই আমলটি শুরু করবে। আর যেখানে তখন রাত, তারা ঐ মুহূর্তের রাত থেকেই পহেলা তারিখ গণনা শুরু করবে। বাদ বাকী আনুষ্ঠানিকতা সূর্যের হিসাবে স্থানীয় সময় অনুযায়ী করবে। এ পর্যায়ে উপরোক্ত দ্বন্দের নিরসণ হবে। এখানে আমরা সংক্ষেপে বললাম, কেননা পূর্বে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে। **অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : So here we realize that we have to follow the same rule as we follow for the timings of the sun. Otherwise there will be a big chaos and it will not be practically possible. And many people who say you know, how it possible that you know Muslims of different parts of the world have Eid of different days? It's normal, we used to having different timings in the sun. The morning time then it's day time in India, it's night time in America. You don't say how it's night time and day time here, and it's night time day time there. You don't say, oh! What stupid thing people are united. Because that's the way it is. The timing of the sun differs and the timing of the sun in the full world, it differs the 24 hours, 0 minute to 24 hours. It depends upon which longitude is your area. If you are goanna on the same longitude the timing would be same. And world divided into 360

degrees, 360 longitudes, each longitude, it differs by 4 minutes. If you traveled 15 by longitudes, then there will be difference of 1 hour. Then 360 multiple by 4 comes to 1 thousand and 4 hundred and 40 minutes thats equal to 1 full day.

অনুবাদ ঃ সুতরাং এখন আমরা বুঝতে পারলাম, সূর্যের সময়ের মত এক্ষেত্রেও আমাদের একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় এটা অনেক বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, আর বাস্তবেও এটা অসম্ভব। আর আপনি জানেন অনেকে বলে, কিভাবে এটা সম্ভব, যখন আপনি জানেন বিশ্বে মুসলিমদের বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন দিনেই ঈদ হয়ে থাকে? এটা খুবই সাধারণ বিষয়। আমরা সূর্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময় স্থির করে থাকি। যখন ভারতের সময়ে সকাল বা দিনের বেলা, তখন আমেরিকার সময়ে রাত। আপনি এটা বলেন না যে, কিভাবে এই রাতের সময়টি এখানে দিনের সময় হয়? আবার এখানকার রাতের সময়টি কিভাবে সেখানে দিনের সময় হয়? আপনি কখনোই এটা বলেন না যে, ওহ! কত বড় নির্বোধ বিষয়ে লোকেরা ঐক্যবদ্ধ? কারণ এটাই হল নিয়ম। সৌর সময়ের পার্থক্য রয়েছে। আর সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৌর সময়ে ২৪ ঘন্টায় পার্থক্য হয় – শূন্য মিনিট থেকে চব্বিশ ঘন্টা। এটা নির্ভর করে আপনার এলাকার দ্রাঘিমা রেখার উপর। যদি আপনি একই দ্রাঘিমা রেখা বরাবর যান, তবে একই সময় দেখবেন। পৃথিবীর তিনশ' ষাট ডিগ্রি, তিনশ' ষাটটি দ্রাঘিমা রেখাতে বিভক্ত। প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখায় চার মিনিট পার্থক্য ধরা হয়। যদি আপনি পনের ডিগ্রি দাঘিমা রেখা অতিক্রম করেন, তবে এক ঘন্টার পার্থক্য দেখতে পাবেন। এভাবে তিনশ' ষাটকে চার দিয়ে গুণন করলে এক হাজার চারশ' মিনিট হয়। যা পূর্ণ এক দিনের সমান।

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ চাঁদ মাসে এক বারই উদয় হয়। অতঃপর ঊনত্রিশ দিন বা ত্রিশ দিন পরে আবার নতুন ভাবে উদয় হয়। পক্ষান্তরে সূর্য প্রতিদিন উদয় হয় এবং প্রতিদিন অস্ত যায়। এ কারণে আল্লাহ ﷻ বলেন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিলগুলো নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"[২৬৫]

অথচ মাস ও বছরের হিসাবকে সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়াতে সূর্যকে নয় বরং চাঁদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈনিক সালাত ও সিয়াম পালনের সময়ের হিসাবটি সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কখনোই চাঁদের সাথে নয়। তাই ড. যাকির নায়েকের উক্ত বক্তব্যের মৌলিক উপস্থাপনা "সূর্যের মত চাঁদের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সময়ের হিসাবকে মানতে হবে" ভুল প্রমাণিত হল। কেননা মাস গণনার দাবী শুরু হবে চাঁদ উদয়ের সাথে সাথে। এর সাথে 'টাইম যোন' বা সূর্যের স্থানীয় মান–সময় ও বারের কোনই সম্পর্ক নেই। আর এ কারণেই পৃথিবীর কোন অঞ্চলের চাঁদ উদয়ের প্রমাণিত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছালে, সে অনুযায়ী শরিয়াতের দাবী পূরণ করতে হবে। ড. যাকির নায়েকের দ্রাঘিমা রেখা ও 'টাইম যোনের' অন্যান্য হিসাব সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা 'টাইম যোন' কখনই চাঁদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং চাঁদ ও সূর্যের হিসাবও এক নয়। - **অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : So the world is divided by time zones, now just for the better mean for ease what we do is that go India has got more than 15 degrees longitude. Get the time is common and then get a center point and then say other it's Bombay or Gujarat at one end of India and over there Asam other end of India, the breath get them follow the same timing and take the central time. In countries like USA the width is much more, that is more than 30 degrees, the difference is more than 2 hours. They have approximately 4 time zones. The time in Los Angeles is 2 hours earliar than the time in New York. It differs there it will be imagine falls and forms New York to Los Angeles and the Uganda is 2 hours earlier. This is how the time zones are related and be realming with it. In same way people feel to realize that as far as the scientific evidence for moon is concerned the new moon can differ by one or two days, it is scientific. It's not possible the new moon can occur throughout the world on the same day, it's not possible. It is unscientific.

অনুবাদ ঃ সুতরাং পৃথিবী 'টাইম যোন' দ্বারা বিভক্ত। ভালভাবে বুঝার জন্য আমরা ভারতের দিকে যাব। যেখানে কমপক্ষে পনের ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা পায়। এখানে একটি সর্বসম্মত সময় এবং একটি কেন্দ্র ধরে নেয়ার পরে অন্যদের বলি, বোম্বে বা

---

[২৬৫]. সূরা ইউনুস ঃ ৫ আয়াত। যদি চাঁদের তারিখ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়, তাহলে চন্দ্র মাসের হিসাবটি কি নিরর্থক হয় না?

গুজরাট ভারতের এক প্রান্ত আবার আসাম অন্য প্রান্ত। জীবন তাদের একই মান–সময় ও একটি কেন্দ্রীয় সময়ে আবদ্ধ করেছে। আমেরিকার মত দেশ যাদের প্রশস্ততা অনেক বেশী – যা কমপক্ষে ত্রিশ ডিগ্রি এবং সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে দুই ঘন্টা। তাদের প্রায় চারটি 'টাইম যোন' বা মান–সময় আছে। লসএঞ্জেলসের সময় নিউইয়র্কের সময়ের চেয়ে দুই ঘন্টা আগে। এই পার্থক্য সেখানে ধর্তব্য নয়। আবার নিউ ইয়র্ক থেকে লসএঞ্জেলস ও উগান্ডার সময় দুই ঘন্টা পূর্বে। এর কারণ হল, 'টাইম যোনের' সম্পৃক্ততা এবং আঞ্চলিকতা। একই ভাবে জনগণ চাঁদ সম্পর্কেও এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে নতুন চাঁদ দেখতে এক বা দুই দিনের পার্থক্য হতে পারে। এটা বিজ্ঞান সম্মত। এটা সম্ভব নয় যে, একই দিনে বিশ্বব্যাপী নতুন চাঁদ উদয় হবে। এটা অসম্ভব। এটা অবৈজ্ঞানিক।

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ (১) পূর্বেই বলেছি 'টাইম যোনের' বিষয়টি সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর সূর্যের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। চাঁদের মাধ্যমে কোন স্থানীয় সময় গণনা করা হয় না, সম্ভবও না। সুতরাং চাঁদের ক্ষেত্রে 'টাইম যোনের' ব্যাখ্যাটি উপস্থাপন করা অহেতুক। কেননা চাঁদ না দেখা গেলে অন্য স্থানের উদিত **চাঁদের খবর** পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পাওয়া সাপেক্ষে তা আমল করার বৈধতা শরিয়াতে আছে। শরিয়াত এই সিদ্ধান্ত দিলে বিজ্ঞান দ্বারা তাতে আপত্তি আনাটা অযৌক্তিক। তাছাড়া নিজ এলাকায় সূর্যের হিসাব ছাড়া অন্য স্থানের উদিত **সূর্যের খবরের ভিত্তিতে** কখনই 'টাইম যোন' কার্যকরী হয় না। ভারতের মত রাষ্ট্রে যে সময়ের পার্থক্য আছে তা তেমন একটা পার্থক্যের সূচনা করে না বিধায় একই 'টাইম যোন' নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমেরিকাতে ব্যাপক পার্থক্য হওয়ার জন্য সেখানে একাধিক 'টাইম যোনের' ব্যবহার আছে। সূর্য ভিত্তিক সময়ের হিসাব কখনই চাঁদের মত খবর পাওয়ার ভিত্তিতে পালন করার অনুমোদন শরিয়াতে নেই। সুতরাং কিভাবে সূর্যের 'টাইম যোনের' যুক্তি দেখিয়ে চাঁদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োজ্য হবে? (২) আমরা পূর্বেই জেনেছি নতুন চাঁদ উদয় হওয়ার পর দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত ঐ চাঁদকে হিলাল বলে। আর দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী চাঁদ দেখার কাজটি শেষ হয়। এ পর্যায়ে প্রথম স্থানে উদিত চাঁদটির প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবর সর্বশেষ স্থানে পালনযোগ্য সময়ের মধ্যে পৌঁছালে অবশ্যই তা গ্রহণ করা উচিৎ। এর স্বপক্ষে সূরা বাক্বারার ১৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন : এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক।"[২৬৬]

সুতরাং দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে চাঁদ দেখার বাস্তবতাকে 'হিলাল' শব্দের প্রয়োগ ও কুরআনের উক্ত আয়াতের মধ্যে উপরোক্ত পন্থায় সমন্বয় করা যায়। **[অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : And I've just spoken to scientist was specialized in the feild of astronomy..... and he told me that "One or two is common, sometimes they can even differs in three days." Sighting the moon, one part of the world to the other part of the world it can be differs in three days and one seen of full moon it can even upto four days. It may happen ones and thousands years, i don't know, he had some calculations. We don't understand. But normally, differing one or two days is common, it is scientific. The new moon cannot be sighted on the same day throughout the world, how the sun cannot dies on the time throughout the world. So here people feel do realize celebrating same throughout the world will be unscientific and will be unislamic also.

অনুবাদ ঃ আর আমি একবার কিছু কথা বলেছিলাম যে, একজন বিজ্ঞানী যিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ .....[২৬৭] তিনি আমাকে বলেছিলেন, "(চাঁদ দেখার পার্থক্যের ব্যবধানে) এক বা দুই দিন সাধারণ, অনেক সময় তা তিন দিনের ব্যবধানও হতে পারে।" চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক অংশ থেকে অপর অংশের পার্থক্য তিন দিন পর্যন্ত হতে পারে। আর যে কেউ চার দিনের পর সম্পূর্ণ চাঁদ দেখতে পারে। এটা একবার এবং হাজার বছরে হতে পারে।[২৬৮] আমি জানি না, তাঁর কিছু গণনা ছিল। আমরা বুঝতে পারিনি। তবে সাধারণভাবে, এক বা দুই দিনের পার্থক্যটা সাধারণ, এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক। চাঁদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে দেখা যাবে না। যেভাবে সূর্যও একই সময়ে বিশ্বব্যাপী অস্ত যায় না। সুতরাং জনগণ এক্ষেত্রে বুঝতে পারে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে (সিয়াম/ঈদ প্রভৃতি) উদযাপন করাটা অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈসলামিকও বটে।

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ (১) আমরা পূর্বেই জেনেছি চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদদের গণনা গ্রহণ যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে নবী ﷺ নিজেই বলেছেন :

---

[২৬৬]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৯ আয়াত।

[২৬৭]. ড. যারিক নায়েক এখানে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উচ্চারিত নামটি তাঁর ভিডিওটি থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। এ জন্য উক্ত বিশেষজ্ঞের নামটি উল্লেখ করতে না পারার কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

[২৬৮]. সম্ভবত উক্তিটির দাবী "হাজার বছরে একবার হতে পারে" – আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا " وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ : " اَلشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا " يَعْنِيْ تَمَامَ الثَّلاَثِيْنَ يَعْنِيْ مَرَّةَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةَ ثَلاَثِيْنَ

"আমরা উম্মী জাতি। আমরা পড়তে জানি না, আর হিসাব–কিতাবও জানি না। মাস এই, এই, এই হয়। তিনি ﷺ নিজের হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করলেন। তৃতীয়বার পরে তিনি আঙ্গুল বন্ধ করলেন এবং বললেন : মাস এই, এই, এই হয়। তিনি নিজের সমস্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) এর দ্বারা নবী ﷺ–এর উদ্দেশ্য ছিল মাস উনত্রিশ দিনে হয়, আবার ত্রিশ দিনেও হয়।"[২৬৯]

সুতরাং ড. যাকির নায়েকের উক্ত তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা তাঁর পান্ডিত্যের অনেক বড় প্রমাণ হলেও আমাদের শরিয়াতে এর কোনই মূল্য নেই।। (২) এ পর্যায়ে শরীআতের নীতি হল, বাস্তব চক্ষুতে দেখা চাঁদ ও তার খবর অনুযায়ী আমলকে গ্রহণ করা। এর স্বপক্ষে পূর্বেই ব্যাপক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐ সমস্ত দলীল–প্রমাণে খবর পৌঁছানোর কোন সীমানা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। **ড. যাকির নায়েকের সম্পূর্ণ আলোচনাতে চাঁদ দেখার পর তার খবর পৌঁছানো সংক্রান্ত শর্তটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।** অথচ খবর পৌঁছানোর শর্তটি এক্ষেত্রে মৌলিক আলোচনা। এ থেকে বুঝা যায়, এ সম্পর্কে আমাদের পূর্বসূরী ইমামদের গবেষণা সম্পর্কে – হয় তিনি কিছুই জানেন না, কিংবা তিনি তা পাশ কেটে গেছেন। অথচ শরিয়াতে জ্যোতির্বিদদের গবেষণা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী সালাফদের গবেষণা শরিয়াতকে বুঝার জন্য অত্যন্ত জরুরী। (৩) 'হিলাল' শব্দের বিশ্লেষণে তাফসীর গ্রন্থ থেকেই আমরা জেনেছি, প্রথম উদিত চাঁদটি দুই থেকে তিনি দিন পর্যন্ত 'হিলাল' হিসাবে আখ্যায়িত। ড. যাকির নায়েকের দেয়া তথ্য ছাড়াই আমরা এটা জানি যে, বিশ্বব্যাপী অবশ্যই প্রথম চাঁদ উদয়ের দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দেখার কাজটি সমাপ্ত হয়। সুতরাং দলীল ভিত্তিক এই যুক্তি দাঁড় করানো অত্যন্ত সঙ্গত যে, তিন দিনের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম উদিত চাঁদের খবরটি পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এটা হল সর্বোচ্চ সময়–সীমা। আর এর সর্বনিম্ন সময় সীমা একদিন। যা আমরা কাফেলার হাদীসটিতে পায়। সুতরাং চাঁদ দেখার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবরটি যদি একদিনের মধ্যে পৌঁছার পরেও আমরা কাফেলার হাদীসটি অনুযায়ী আমল শুরু না করি, তাহলে এটাকি শরিয়াতের খেলাফ হয় না? বর্তমান যামানাতে তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া তিন দিনের বিষয়টি

[২৬৯]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৮৭৪।

আরবী ভাষার দাবী ও তাফসীরকারকদের বিশ্লেষন। সুতরাং কেউ যদি এক দিনের মধ্যে খবর পাওয়া শর্তটিকে প্রাধান্য দেন, তবে সেক্ষেত্রেও সমগ্র পৃথিবীতে একই হিজরী তারিখে চাঁদ দেখা পূর্বক এর খবরের ভিত্তিতে আমলটি করা সম্ভব। (৪) সূর্যকে উদাহরণ হিসাবে দেখিয়ে চাঁদকেও একই সূত্রে আবদ্ধ করাটা, প্রকারান্তরে চাঁদকে সূর্য বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা। এ ধরণের ভুল ধারণার বিস্তারিত সমাধান পূর্বেই গত হয়েছে। **[অনুবাদক]**

ড. যাকির নায়েক : Because then you have to get two witnesses to sight and when we have two witnesses of sight as our beloved Prophet said can the people of that area can celebrate. What we can have for convenience people in a few city then one are sight on the moon or one full country can have one area sight of the moon or a couple of countries that are close can follow the same area they can have. But throughout the world it's not possible and it's not scientific. So I agree with the Sheikh Uthaymeen (bin Uthaymeen) in say that, it's not possible to sighting the moon throughout the world on the same day.

অনুবাদ ঃ কারণ সেক্ষেত্রে দু'জনের সাক্ষ্য আপনাকে পেতে হবে। যখন আমরা দু'জনের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাব, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলছেন : ঐ অঞ্চলের লোকেরা (সিয়াম, ঈদ) উদযাপন করতে পারে। আমরা জনগণের জন্য যুক্তি দেখাতে পারি – কিছু শহরের জন্য একটি চাঁদ দেখা, অথবা একটি সম্পূর্ণ দেশে জন্য একটি চাঁদ দেখার এলাকা, কিংবা কয়েকটি দেশের জন্য – একই এলাকাকে অনুসরণের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী অসম্ভব এবং এটা অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং আমি শায়েখ উসায়মীন رحمه الله–এর সাথে একমত পোষণ করি। তিনি বলেছেন : সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চাঁদ দেখা অসম্ভব।"

[আমাদের বিশ্লেষণ ঃ (১) আমরা পূর্বেই জেনেছি, হাদীসে সিয়ামের ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের সাক্ষ্য এবং ঈদের ক্ষেত্রে দু'জন মু'মিনের সাক্ষ্য শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং ড. যাকির নায়েকের দুই জনের সাক্ষ্য সব চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা শরিয়াত নয়। (২) ড. যাকির নায়েক চাঁদ দেখার ও তার খবরের গ্রহণযোগ্যতার সীমা কাল্পনিক ভাবে অঙ্কন করেছেন। এমনকি এর সীমানা নির্ধারণকেও সুনির্দিষ্ট করতে পারেননি। বরং 'অথবা' শব্দ ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট ও সিদ্ধান্তহীন করে তুলেছেন। আমাদের বক্তব্য হল, যখন পালন যোগ্য সময়ের মধ্যে কোন স্থানের চাঁদ দেখার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত খবর পৌঁছায় – তখন আমরা তা মানতে বাধ্য। নয়তো 'চাঁদ (হিলাল) মানুষ ও হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশক' সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

ও অন্যান্য সহীহ হাদীসগুলোর দাবী কখনোই পূরণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ কুরআনের দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখ হওয়াটাই অবৈজ্ঞানিক। (৩) সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব নয় বলেই শরিয়াতে ঐ চাঁদ দেখার খবর পৌঁছানোর শর্তটি রয়েছে। চাঁদ দেখা ও খবর পৌঁছানো শর্ত দু'টিকে একত্রিত করে কুরআনের উক্ত দাবীর সাথে সমন্বয় করাটাই বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক এবং সর্বোপরি এটাই আল্লাহর নির্দেশ মনে করি।

দুঃখজনক হলেও সত্য ড. যাকির নায়েকের মত একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি খ্রিষ্টানদের (ঈসায়ীদের) সাথে বিতর্কে বলে থাকেন 'ত্রিত্ববাদ তাদের কাছে সংরক্ষিত ইঞ্জিলের কোথাও নেই। এটা কেবল চার্চের পাদ্রীদের সিদ্ধান্ত।" সেই যাকির নায়েক কুরআন ও সহীহ হাদীসের দাবী বিশ্লেষণ না করে, আলেমদের মধ্যে কি বিতর্ক স্থান পেয়েছে অসম্পূর্ণ ভাবে সেটাই উল্লেখ করলেন। তাছাড়া আলেমদের উক্ত বিতর্কের মধ্যে কোন মতটি কুরআন, সহীহ হাদীস ও এতদুভয়ের দাবীর ভিত্তিতে সবচে' বেশী বাস্তবসম্মত সে আলোচনাটিই যেন তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিতে স্থান পায়নি। আমরা তার জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিতে তা দান করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি যেন এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি সবার কাছে তুলে ধরেন। আমিন!!
-অনুবাদক]